রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত

[illegible] কাণ্ড।

৭ উত্তরকাণ্ড।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

এবং বিনামূল্যে বিতরিত।

কলিকাতা

ভারতযন্ত্রে মুদ্রিত।

৩৬৭নং—চিৎপুর রোড যোড়াসাঁকো।

সন ১২৯০ সাল।

বাল্মীকিরামায়ণ।

সুন্দরাকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

অনন্তর শত্রুনিসূদন হনুমান্ রাবণকর্তৃক অপহৃত সীতার অবস্থিতিস্থান অন্বেষণ করিবার জন্য, চারণগণ সচরাচর যাহাতে যাতায়াত করে, সেই আকাশমার্গে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি অন্যদীয়সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া, এই দুষ্কর অনুষ্ঠান জন্য গোপতি বৃষভের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর মহাবল ধীমান্ ধৈর্য্যশালী হনুমান্ বিহঙ্গমদিগকে বিত্রাসিত, উরোবেগে বৃক্ষ সকল উন্মূলিত এবং অনেকানেক মৃগ বিনিহত করিয়া, অতি-বর্দ্ধিত সিংহের ন্যায়, বৈদূর্য্যমণি ও সলিল-সবর্ণ শাদ্বলসমূহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত রাজ মহেন্দ্রের তলভাগ নীল লোহিত পাটল ও জলজসম বর্ণবিশিষ্ট, সাতিশয় নির্ম্মল, এবং শ্বেত অশ্বেত স্বভাবসিদ্ধ বিবিধ ধাতুতে সমলঙ্কৃত। দেবতাসদৃশ, কামরূপী যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ পন্নগদিগের সহিত সপরিচ্ছদে সর্ব্বদাই তথায় অবস্থিতি করিতেছে। কপিবর হনুমান্ গিরিবরের নাগবরবিরাজিত তলদেশে অবস্থান করত, হ্রদমধ্যে নাগের ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন। এবং তিনি সূর্য্য, মহেন্দ্র, পবন, স্বয়ম্ভু ও ভূতগণের উদ্দেশে অঞ্জলিবিধান পূর্ব্বক গমনে কৃতসংকল্প হইলেন। অনন্তর কার্য্যনিপুণ পবননন্দন পূর্ব্বমুখে আসীন ও পিতা পবনদেবকে উদ্দেশ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া, দক্ষিণদিকে গমন করিবার জন্য বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তখন জাম্ববান্‌প্রমুখ প্রধান প্রধান বানর-

গণ অবলোকন করিলেন, হনুমান্ সমুদ্রসন্তরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া, রামের অভ্যুদয়সাধনমানসে পর্ব্বকালীন সাগরের ন্যায়, বর্দ্ধিত হইয়াছেন। তাঁহার কলেবর প্রমাণপরিশূন্য হইয়া উঠিয়াছে। তদবস্থায় তিনি সাগরলঙ্ঘনে সমুৎসুক হইয়া, বাহু ও চরণদ্বয়ের সাহায্যে সমগ্র শৈল নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া, পর্ব্বতরাজ তৎক্ষণে বিচলিত হইয়া উঠিল। এবং তাহার সেই কম্প মুহূর্ত্তপর্য্যন্ত স্থায়ী হইল। তাহাতে কুসুমিত-শেখর যাবতীয় বৃক্ষ এককালেই পুষ্পশূন্য হইয়া গেল। পাদপ-গণের পরিমুক্ত সেই সুগন্ধি কুসুমসমূহে সমন্তাৎ সমাকীর্ণ হওয়াতে, বোধ হইল, সমস্ত শৈল যেন কুসুমেই নির্ম্মিত হইয়াছে। অনন্তর উৎকৃষ্ট-বীর্য্যবিশিষ্ট হনুমানের নিপীড়নে, পর্ব্বতরাজ মহেন্দ্র, মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে কাঞ্চন ও রজত-সবর্ণ নানাপ্রকার স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তৎকালে, মনঃশিলাসমলঙ্কৃত বিশাল শিলা সকল স্খলিত হওয়াতে, মধ্যভাগে শিখাচ্ছন্ন বহ্নির ধূমরাজির ন্যায়, ঐ পর্ব্বতের শোভা প্রাদুর্ভূত হইল।

এই রূপে পর্ব্বত পীড্যমান হওয়াতে, চতুর্দ্দিকের গুহাধিষ্ঠিত প্রাণী সকলও পীড্যমান হইয়া, বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। প্রাণীগণের ঐ শৈলপীড়াসমুত্থিত তুমুল চীৎকারশব্দে সমগ্র মেদিনী, দিক সকল ও উপবন সমস্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। যাহাদের সুবিশাল মস্তকপরম্পরা ফণমণ্ডলস্থ সমুজ্জ্বল নীলরেখায় লাঞ্ছিত, সেই সকল ভুজঙ্গম প্রজ্বলিত পাবক সমুদ্গিরণ করত দশনপংক্তিসহায়ে শিলা সকল দংশন করিতে লাগিল। মহাবিষ আশীবিষগণ রোষাবিষ্ট হইয়া, দংশন করাতে, ঐ সকল সুবিশাল শিলা, পাবকপ্রদীপিতের ন্যায়, প্রজ্বলিত হইয়া, সহস্র-খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া গেল। ঐ পর্ব্বতে যে সকল বিষঘ্ন ওষধি ছিল, তাহারাও ভুজঙ্গমগণের বিষনাশে সমর্থ হইল না।

বক্ষরক্ষঃ প্রভৃতি মহাভূতগণ এই পর্ব্বত ভেদ করিতেছে,

এইপ্রকার মনে করিয়া, তপস্বিগণ ও সস্ত্রীক বিদ্যাধরগণ ভীত হইয়া, তৎক্ষণাৎ উৎপতিত হইলেন। তন্মধ্যে বিদ্যাধরগণ উৎপতন সময়ে পানভূমিস্থ স্বর্ণময় আসন ও ভাজন, মহামূল্য পাত্র, হিরণ্ময় করক, উচ্চাবচ লেহ্য ও ভক্ষ্যদ্রব্য, বিবিধ মাংস এবং ঋষভচর্ম্মনির্ম্মিত ফলক ও কনকময় মুষ্টিবিশিষ্ট খড়্গ সকল বিসর্জ্জন করিয়া গেল। তাহারা মধুপানে মত্ত হইয়াছিল। এবং রক্তমাল্য ও রক্তানুলেপন ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের কণ্ঠদেশ মাল্যদামে অলঙ্কৃত এবং লোচন রক্তবর্ণ ও পদ্মের ন্যায় আয়ত। তাহারা গগনমণ্ডল আশ্রয় করিল। উৎকৃষ্ট হার, নূপুর ও কেয়ূরধারিণী রমণীগণ বিস্মিত ও সস্মিত হইয়া, স্ব স্ব রমণের সহিত আকাশে অবস্থিতি করিতে লাগিল। বিদ্যাধর মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া, হনুমানের এই মহাবিদ্যা পরস্পরকে প্রদর্শন করত আকাশে অবস্থান পূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তৎকালে লোক সকল শুনিতে পাইল, ভাবিতাত্মা ঋষিগণ, চারণগণ ও সিদ্ধগণ নির্ম্মল গগনতল আশ্রয় করিয়া, পরস্পর জল্পনা করিতেছেন, এই পর্ব্বতপ্রতিম পবনাত্মজ হনুমান মহাবেগে বরুণালয় সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী হইয়াছেন। ইনি রামের জন্য ও বানরগণের জন্য দুষ্কর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, সাগরের দুষ্প্রাপ্য পরপার গমনে উৎসুক হইয়াছেন। বিদ্যাধরগণ তাঁহাদের এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, মহেন্দ্রপর্ব্বতে অধিষ্ঠিত অপ্রমেয়স্বরূপ কপিকেশরী হনুমানের প্রতি দৃষ্টিসঞ্চারণ করিল।

এদিকে পাবকপ্রতিম পবননন্দন রোম সকল বিধূনিত ও কলেবর কম্পিত করিয়া, সুমহান্ জলদের ন্যায়, মহানাদে শব্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহার লাঙ্গুল লোমপরম্পরায় পরিবৃত এবং ক্রমশঃ গোল হইয়া আসিয়াছে। তিনি উৎপতনবাসনায়, পক্ষিরাজ গরুড় যেমন সর্পকে, সেইরূপ সেই লাঙ্গুল বিক্ষিপ্ত করিলেন। তিনি এই রূপে পৃষ্ঠভাগে অতি বেগে লাঙ্গুল আস্ফা-

লিত করিলে, বোধ হইল, যেন গরুড় অজগর সর্প আকর্ষণ করিতেছেন। অনন্তর হনুমান প্রকাণ্ডপরিঘাকৃতি বাহুদ্বয় পর্ব্বতপৃষ্ঠে দৃঢ়রূপে সন্নিবিষ্ট করিয়া, কায়প্রসারণপ্রযুক্ত কৃশভাবাপন্ন হইলেন। এবং চরণদ্বয় সঙ্কুচিত করিলেন। পরে সেই শ্রীমান্ পবনতনয় ভুজযুগল ও গ্রীবা সঙ্কোচ পূর্ব্বক বলবীর্য্য ও তেজঃ আহরণ করিয়া, ঊর্দ্ধদৃষ্টিসহকারে দূর হইতে পথ ও আকাশ নিরীক্ষণ করত প্রাণবায়ু স্বস্থানে সন্নিহিত করিলেন। তদনন্তর মহাবল বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ উৎপতনবাসনায় পদদ্বয়সাহায্যে নির্ভর অবস্থান ও কর্ণযুগল সঙ্কুচিত করিয়া, বানরদিগকে বলিতে লাগিলেন, রামের নির্ম্মুক্ত সমীরণ-সমবেগবিশিষ্ট সায়কের ন্যায়, আমি রাবণের রক্ষিত লঙ্কানগরীতে গমন করিব। তথায় যদি জনকদুহিতা সীতাকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে, এই-প্রকার বেগেই স্বর্গে গমন করিব। সেখানেও পরিশ্রম করিয়া, সীতাকে দেখিতে না পাইলে, রাক্ষসরাজ রাবণকে বন্ধন পূর্ব্বক জানকীর সমভিব্যাহারে সর্ব্বথা কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিব। অথবা, রাবণসহিত সমুদায় লঙ্কা সমূলে উৎপাটন করিয়া, আনয়ন করিব। বেগবান্ বানরোত্তম হনুমান্ বানরবর্গকে এইপ্রকার কহিয়া, সবেগে উৎপতিত হইলেন। সমুদ্রলঙ্ঘনে যে ক্লেশ হইবে, তাহা লেশমাত্রও গণনা করিলেন না। প্রত্যুত, আপনাকে গরুড়ের ন্যায়, বোধ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে তিনি বেগভরে সমুৎপতিত হইলে পর্ব্বতস্থ বৃক্ষ সকল সমুদায় শাখা সংহরণ পূর্ব্বক সমন্তাৎ উৎপতিত হইতে লাগিল। পবননন্দন ঊরুবেগে মদমত্ত কোয়ষ্টিক ও কুসুমসমূহে সমলঙ্কৃত পাদপ সকল উদ্বহন করত বিমল অম্বরপথে গমন করিতে লাগিলেন। বান্ধবগণ যেমন বহুদূরপথ-প্রস্থানোদ্যত বন্ধুর অনুগমন করে, ঊরুবেগে সমুত্থিত ঐ সকল বৃক্ষও তেমনি মুহূর্ত্তকাল কপিরাজের অনুসরণ করিল। সৈন্যগণ যেমন মহীপতির, সাল ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বৃক্ষ সকলও তেমনি

উরুবেগে উন্মথিত হইয়া, তদীয় অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। তাঁহার আকার একে পর্ব্বত সমান। তাহাতে, সুপুষ্পিত-শেখরসম্পন্ন ভূরি ভূরি বৃক্ষ সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান হওয়াতে, তিনি দেখিতে অদ্ভুত হইলেন। সারবান্ বৃক্ষ সকল, মহেন্দ্রভয়ে পর্ব্বতগণের ন্যায়, বরুণালয় লবণসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া গেল। তৎকালে অঙ্কুর ও কোরক সহিত বিবিধ কুসুমে আকীর্ণ হইয়া, জলদসঙ্কাশ মারুতি, খদ্যোতাচ্ছন্ন ভূধরের ন্যায়, শোভমান হইলেন। যে সকল বৃক্ষ তাঁহার বেগ হইতে বিমুক্ত হইয়া গেল, তাহারা রাশি রাশি পুষ্প বর্ষণ পূর্ব্বক সাগরসলিলে সর্ব্বতোভাবে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল; তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, যেন বন্ধুগণ বন্ধুকে পাঠাইয়া দিয়া বিনিবৃত্ত হইল। বৃক্ষগণের যে বিবিধ বিচিত্র পুষ্প হনুমানের পবনবেগে প্রেরিত ও তদীয় সত্বর গমন-বশে উৎপতিত হইয়াছিল, তাহারা সাগরে পতিত হইল। তৎকালে নানাবর্ণ সুগন্ধি কুসুমসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া, পবন-নন্দন, বিদ্যুন্মণ্ডলমণ্ডিত সমুদিত জলধরের ন্যায়, শোভা বিস্তার করিলেন। তদীয়-বেগ-সমুত্থিত কুসুমসমূহের সান্নিধ্য বশতঃ সমুদ্রের সলিলরাশি, সমুদিত সুরুচির তারকাস্তবকে সমলঙ্কৃত অম্বরবিভাগের সাদৃশ্য ধারণ করিল। তদীয় সুপ্র-সারিত বাহুযুগল গগনতল আশ্রয় করাতে, বোধ হইল, যেন পর্ব্বতশিখর হইতে দুইটী পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গম বিনিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। সেই মহাকপি হনুমান্ ঊর্ম্মিমালাপরিবৃত মহাসাগর যেন পান করিতেছেন, অথবা যেন সমুদায় আকাশ পান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এইরূপ দৃশ্যমান ও শোভমান হইতে লাগিলেন। তিনি আকাশমার্গের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় বিদ্যুৎপ্রভা-কৃতি নয়নদ্বয়, শৈলশেখরস্থ বহ্নিদ্বয়ের ন্যায়, বিরাজমান হইল। তিনি সমুদয় বানরগণের শ্রেষ্ঠ। তাঁহার লোচনযুগল স্বভাবতঃ পিঙ্গলবর্ণ ও আয়ত এবং চতুর্দ্দিকে প্রভাবলয়ে অল-ঙ্কৃত। দেখিয়া বোধ হইল, যেন, চন্দ্র সূর্য্য উভয়ে একত্রে

প্রকাশমান হইতেছেন। তাঁহার মুখ ও নাসিকা উভয়ই তাম্র-বর্ণ। সুতরাং, পরস্পরের যোগে সন্ধ্যা-সংস্পৃষ্ট সূর্য্যমণ্ডলের শোভা প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি সমুদ্রসন্তরণে প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় লাঙ্গূল গগনতলে আবিদ্ধ হইয়া, সমুচ্ছ্রিত শক্রধ্বজের সাদৃশ্য ধারণ করিল। তাঁহার দংষ্ট্রা শুক্লবর্ণ এবং প্রজ্ঞা সাতিশয় উন্নত। তৎকালে তিনি স্বীয় লাঙ্গূল চক্রাকৃতি করিয়া, পরিবেষ-বদ্ধ দিবাকরের ন্যায়, বিরাজমান হইলেন। তাঁহার কটিদেশ অতি-শয় তাম্রবর্ণ। তদ্দ্বারা তিনি বিগলিত গৈরিক ধাতুধারায় সমা-চ্ছন্ন পর্ব্বতের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। সাগরসন্তরণ-সময়ে সেই সর্ব্ববানরাগ্রগণ্য মারুতির কক্ষান্তরপরিগত সমীরণ, জীমূতের ন্যায়, গর্জ্জন আরম্ভ করিল। উল্কা যেমন উত্তরোর্দ্ধ দিগ্বিভাগ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া, আকাশে পতিত ও সানুবন্ধে দৃশ্যমান হয়, কপিকুঞ্জর হনুমানও তদ্বৎ স্বরূপ বিস্তার করি-লেন। জঙ্গম সূর্য্য সদৃশ সেই হনুমান্ স্বীয় সুদীর্ঘ শরীর সহায়ে, বন্ধন-রজ্জু-যুক্ত কক্ষাবন্ধে অলঙ্কৃত অতিবর্দ্ধিত মাতঙ্গের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার গগনবিলম্বী শরীরের ছায়া সাগরে সংলগ্ন হইল। তিনি বায়ুবেগসমাবিষ্ট তরণীর ন্যায়, বিরাজমান হইলেন। সেই মহাকপি সাগরের যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই প্রদেশই তদীয় অঙ্গ-বেগে আহত হইয়া, ঘূর্ণন ও ফেনবমনাদি করত, অপস্মার রোগগ্রস্তের ন্যায়, লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি পর্ব্বতপ্রমাণ সুবিশাল বক্ষস্থলের আঘাতে উদধির ঊর্ম্মিমালা প্রতিহত করিয়া, মহাবেগে সন্তরণ আরম্ভ করিলেন। তৎকালে হনুমানের গতিবেগসমুত্থিত সমীরণ এবং মেঘমণ্ডলস্থ বায়ু, এই উভয়ের প্রতিঘাতে সরিৎপতি সুগভীর গর্জ্জন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কম্পিত হইয়া উঠিলেন। তিনি লবণসাগরে উত্তাল তরঙ্গমালা ইতস্ততঃ আকর্ষণ পূর্ব্বক, স্বর্গ ও পৃথিবী যেন পৃথক্ বিক্ষিপ্ত করিয়া, পার হইতে লাগিলেন। এই রূপে সেই সুবিশাল মহার্ণবে মেরু ও

গম্ভরাকৃতি যে সকল তরঙ্গ সমুত্থিত হইল, তিনি তৎসমস্ত যেন গণনা করিতে করিতে, অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। সাগরের জলরাশি তদীয় বেগে সমুৎক্ষিপ্ত হইয়া, মেঘমণ্ডলপর্য্যন্ত ঊর্দ্ধগামী হইলে, বোধ হইল, যেন শরৎকালে আকাশমণ্ডলে সুবিপুল জলদমণ্ডল আবির্ভূত হইয়াছে। সমুদ্রসলিল তদীয় বেগে উৎসারিত হইলে, অন্তঃসঞ্চারী তিমি, নক্র, ঝষ ও কূর্ম্ম সকল, বস্ত্রের অপকর্ষণে শরীরিদিগের শরীরের ন্যায়, প্রকাশ্য-ভাবে দৃষ্ট হইতে লাগিল।

কপিশার্দ্দূল হনুমান্ আকাশপথে সাগর পার হইতেছেন, দেখিয়া, সাগরগামী ভুজঙ্গমসমূহ তাঁহাকে গরুড় বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাঁহার ছায়া দশযোজনবিস্তীর্ণ ও ত্রিশযোজন আয়ত, গমনবেগে অতিশয় মনোহারিণী হইল এবং লবণ-সমুদ্রে পতিত ও তদীয় অনুগামিনী হইয়া, শ্বেতাভ্র-ঘনরাজির ন্যায়, শোভা বিস্তার করিল। তৎকালে সেই মহাকায় মহাতেজা মহাকপি নিরালম্ব আকাশপথে পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায়, বিরাজ করিতে লাগিলেন। বলবান্ কপিকুঞ্জর যে পথে বেগ-ভরে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই পথেই সরিৎপতি যেন জলনির্গমকাষ্ঠযন্ত্রস্থ জলধারাযুক্তের ন্যায়, হইতে লাগিলেন। এই রূপে তিনি আকাশমার্গে গরুড়ের ন্যায় গমন করত, বায়ুর ন্যায়, মেঘজাল ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। শ্বেত, নীল, অরুণ ও মাঞ্জিষ্ঠবর্ণ মহামেঘ সকল তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, নিরতিশয় শোভা ধারণ করিল। তিনি বারংবার মেঘমণ্ডলে প্রবেশ ও তথা হইতে বিনির্গমন পূর্ব্বক কখন প্রচ্ছন্ন ও কখন বা প্রকাশিত হইয়া, চন্দ্রের ন্যায়, লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাকে সাগর পার হইতে দেখিয়া, দেব, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ তাঁহার উপরে রাশি রাশি পুষ্প বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সূর্য্য সেই সাগরপারগামী বানররাজকে তাপদান করিলেন না। বায়ু রামের কার্য্যার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহার শ্রমাপ-

নোদন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ আকাশপথে সাগরসন্তরণোদ্যত সেই হনুমানের স্তব, দেব ও গন্ধর্ব্বগণ প্রশংসাগান এবং যক্ষ, রক্ষ ও নাগগণও সেই বিগতক্লম কপিবরকে সহসা দর্শন করিয়া, সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে কপিকেশরী হনুমান্ সাগরপারে প্রবৃত্ত হইলে, ইক্ষ্বাকুকুলের সৎকারার্থী সাগর চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি যদি বানররাজ হনুমানের সাহায্য না করি, তাহা হইলে, বাগিন্দ্রিয়বিশিষ্ট প্রাণীমাত্রেরই নিন্দাভাজন হইব। ইক্ষ্বাকুনাথ সগর আমার সবিশেষ সমৃদ্ধি বিধান করিয়াছেন। হনুমান সেই ইক্ষ্বাকুবংশের সচিব। অতএব কোনরূপেই পথশ্রমে অবসন্ন হইবার উপযুক্ত নহে। সুতরাং, এই কপি যাহাতে বিশ্রাম করিতে পারে, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, আমাতে বিশ্রাম করিয়া, এই হনুমান অবশিষ্ট পথ অনায়াসে অতিক্রম করিবে। সরিৎপতি এবংবিধ সাধুসঙ্কল্প বিধান পূর্ব্বক স্বকীয় সলিলে লুক্কায়িত হিরণ্যভূয়িষ্ঠ গিরিশ্রেষ্ঠ মৈনাককে কহিলেন, মহাত্মা দেবরাজ তোমাকে পাতালবাসী অসুরগণের দ্বারার্গলরূপ এখানে স্থাপন করিয়াছেন। তুমিও পুনরায় উৎপতিষ্যমাণ জাতবীর্য্য ঐ সকল অসুরের অপ্রমেয় পাতালদ্বার রোধ করত অবস্থিতি করিতেছ। হে শৈল! তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধঃ সকল দিকেই বর্দ্ধিত হইতে তোমার ক্ষমতাও আছে। হে গিরিসত্তম! এই জন্যই আমি বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি, তুমি ঊর্দ্ধদিকে বর্দ্ধিত হও। ঐ দেখ, রামকার্য্যার্থী আকাশে উৎপতিত ভীমকর্ম্মা মহাবীর কপিশার্দ্দূল হনুমান্ তোমারই উপরিপ্রদেশে সমাগত হইয়াছেন, এবং পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ইহাই বিবেচনা করিয়া, শির উন্নমন করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে।

মহাদ্রুম-লতাবৃত হিরণ্যগর্ভ মৈনাক লবণসাগরের কথা শুনিয়া জল হইতে তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইলেন। দীপ্তরশ্মি দিবাকর

যেরূপ জলধর ভেদ করেন, তিনিও সেইরূপ সাগরসলিল ভেদ করিয়া অতিশয় উচ্ছ্রিত হইলেন। এই রূপে সলিলাবৃত সেই মহাত্মা মৈনাক পর্ব্বত সাগর কর্ত্তৃক নিযোজিত হইয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে শৃঙ্গ সকল প্রকাশিত করিলেন। তাঁহার ঐ শৃঙ্গ সকল শাত-কুম্ভময়, সূর্য্যোদয়সমপ্রভ, কিন্নর ও মহোরগগণে বেষ্টিত এবং যেন আকাশ ভেদ করিতেছে। এইরূপে তদীয় জাম্বূনদময় শিখরপরম্পরা সমুত্থিত হওয়াতে, শস্ত্রবৎ শ্যামলবর্ণ আকাশমণ্ডল স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। এবং নিরতিশয় প্রভা ও সুষমা-সম্পন্ন স্বর্ণময় ঐ সকল শৃঙ্গের সান্নিধ্যে গিরিবর মৈনাক ও আদিত্য-সম প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তিনি লবণসাগরমধ্যে উল্লি-খিতরূপে উত্থান পূর্ব্বক অবিলম্বেই অগ্রভাগে অধিষ্ঠান করিলে, হনুমান তদ্দর্শনে অন্তরায়স্বরূপ স্থির করিয়া, পবন যেমন মেঘকে, সেইরূপ সেই অত্যুচ্ছ্রিত মৈনাককে বক্ষঃস্থলের আঘাতে অতি-মাত্র বেগে নিপাতিত করিলেন। পর্ব্বতরাজ মৈনাক কপিরাজ হনুমান কর্ত্তৃক অধঃকৃত হইয়া, তদীয় বলবৈভব দর্শনে সহর্ষে শব্দ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি প্রীত ও হর্ষাবিষ্ট হৃদয়ে মানুষরূপ ধারণ ও আপনার শিখরে অবস্থান পূর্ব্বক আকাশে সমুপস্থিত হইয়া, তত্রস্থিত হনুমানকে কহিলেন, হে বানরো-ত্তম! তুমি দুষ্কর কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অতএব মদীয় শিখরসমূহে অবস্থান ও বিশ্রাম করিয়া, সুখে গমন কর। রামের বংশোৎপন্ন পুরুষগণ সাগরের পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। এবং তুমি সেই রামের হিতসাধনে নিযুক্ত হইয়াছ। এই জন্য স্বয়ং সাগর তোমার প্রত্যর্চ্চনা করিতেছেন। উপকারের প্রতি-শোধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। তন্নিমিত্ত সরিৎ-পতি রঘুবংশের প্রত্যুপকারপ্রার্থী হইয়াছেন। তোমা হইতে তাঁহার এই সম্মান রক্ষা হওয়া অবশ্য বিধেয়। তিনি তোমার সৎকার করিবার জন্য বহুমান পূর্ব্বক আমায় এই রূপ অনু-রোধ করিয়াছেন, যে, এই হনুমান্ শতযোজন সাগর পার হই-

বার নিমিত্ত আকাশপথে গমন করিতেছেন। ত্বদীয় সানুতে বিশ্রাম করিয়া, অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করুন। অতএব হে কপিশার্দ্দূল! তুমি আমার সানুতে অবস্থান ও বিশ্রাম করিয়া গমন কর। হে হরিশ্রেষ্ঠ! আমার সানুতে এই যে সুস্বাদ ও সুগন্ধি কন্দ, মূল ও ফলরাশি লক্ষিত হইতেছে, তৎসমস্ত উপযোগ করিয়া, বিশ্রামান্তে গমন করিবে। হে কপিপ্রবর! যাহাতে পরস্পর সাহায্য করিতে পারা যায়, তোমার সহিত আমাদের সেপ্রকার সম্পর্কও আছে। দেখ, তুমি সদ্গুণের আধার বলিয়া, ত্রিভুবনে বিশেষ বিখ্যাত। হে মারুতাত্মজ! যে সকল বানর সাতিশয় বেগশীল ও প্লুতগমনে সমর্থ, তোমাকে তাহাদের মধ্যে মুখ্যতম বলিয়াও আমার জ্ঞান আছে। বিশেষতঃ, যে ব্যক্তি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইতে অভিলাষী, সামান্য অতিথিরও পূজা করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য; তোমার ন্যায় বিশিষ্ট অতিথির কথা আর কি বলিব? যিনি সমুদায় দেবতার বরিষ্ঠ, তুমি সেই মহাত্মা মারুতের পুত্র এবং বেগেও তাঁহার সদৃশ। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার পূজা করিলে, পবনদেবের পূজা করা হয়। এই কারণেই তুমি আমার পূজনীয়। এবিষয়ে অন্য কারণও আছে, শ্রবণ কর। হে তাত! পূর্ব্বে সত্যযুগে পর্ব্বত সকল পক্ষবিশিষ্ট হইয়া, গরুড়ের ন্যায়, সবেগে সকল দিকেই গমন করিতে আরম্ভ করিলে, দেবগণ, ঋষিগণ ও ভূতগণ সকলেই তাহাদের পতনশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে সহস্রাক্ষ শতক্রতু ক্রুদ্ধ হইয়া, বজ্রপ্রয়োগপুরঃসর শত শত ও সহস্র সহস্র পর্ব্বতের পক্ষ সকল ছেদন করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি সরোষে অশনি উদ্যত করিয়া, আমার নিকট সমাগত হইলেন। হে বানরোত্তম! মহাত্মা বায়ু তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ আমাকে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, এই লবণসাগরে পক্ষ গোপন পূর্ব্বক অক্ষত শরীরে প্রক্ষেপ ও সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিলেন। হে মারুতে। এই কারণেই তুমি আমার মান্য, অতএব ত্বদীয়

সংকার বিধান করিব। হে কপিশ্রেষ্ঠ! তোমার সহিত ইহাই সম্বন্ধ, এবং এই সম্বন্ধ অশেষ গুণের আধান। হে মহামতে! প্রত্যুপকার করিবার এই সময় উপস্থিত; অতএব তোমাকে প্রীতচিত্তে আমার ও সাগরের প্রীতি সাধন করিতে হইবে। হে কপিসত্তম! আমি তোমার পিতৃসম্বন্ধে মান্যও বটি। অতএব শ্রমাপনোদন ও পূজা গ্রহণ করিয়া, আমার প্রীতি সাধন কর। অদ্য তোমারে দর্শন করিয়া, আমার প্রীতি সমুপস্থিত হইয়াছে।

পর্ব্বতরাজ মৈনাক এইপ্রকার কহিলে, কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমার আতিথ্য করা হইয়াছে, আমি প্রীত হইলাম। অতএব পূজা গ্রহণ করিতে পারিলাম না বলিয়া, তজ্জন্য ক্ষোভ ত্যাগ কর। এরূপ গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত যে, ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিবার যো নাই; এদিকে দিনও শেষ হইয়া আসিতেছে। এবং আমিও, মধ্যে কোথাও বিশ্রাম করিব না, বলিয়া, সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। বীর্য্যবান্ কপিকেশরী এই বলিয়া সহাস্য আস্যে পাণি দ্বারা শৈলরাজ মৈনাককে স্পর্শ করিয়া, আকাশে অবগাহনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত ও সমুদ্র উভয়েই বহুমান বশতঃ তৎকালসমুচিত আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন, অবেক্ষা ও পূজা করিলেন। অনন্তর হনুমান শৈল ও মহার্ণব উভয়কে ত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উর্দ্ধে উত্থানপূর্ব্বক বায়ুমার্গ আশ্রয় করিয়া, সুনির্ম্মল অম্বরে গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে তিনি সমধিক ঊর্দ্ধগতি অবলম্বন পূর্ব্বক গিরিবর মৈনাককে দেখিতে দেখিতে নিরালম্ব গগনপথে প্রস্থান করিলেন।

সুরগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ সকলেই তাঁহার এই দ্বিতীয় সুদুষ্কর কার্য্য দর্শনে প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। মৈনাকস্থ ও গগনস্থ দেবগণও সুনাভিসম্পন্ন কাঞ্চনময় মৈনাকের উল্লিখিত কার্য্যে সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর শচীপতি সহস্রাক্ষ

ধীমান্ বাসব পরিতুষ্ট হইয়া, গদ্গদ বাক্যে সুনাভিবিশিষ্ট পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ মৈনাককে কহিতে লাগিলেন, হে হিরণ্যনাভ সৌম্য শৈলেন্দ্র! আমি তোমার প্রতি নিরতিশয় প্রীতিমান্ হইয়াছি এবং অভয় দিতেছি, তুমি যথাসুখে সাগরগর্ভ হইতে সমুত্থিত হও। হনুমান্ নির্ভয়ে ও অবিশ্রামে শতযোজন সাগর পার হইতেছেন। পাছে সঙ্কটে পড়েন, এই জন্য তুমি তাঁহার সবিশেষ সাহায্য করিয়াছ। দশরথনন্দন রামের উপকারার্থই এই কপিবর হনুমান গমন করিতেছেন। তুমি সাধ্যানুসারে তাঁহার সৎকার করিয়া, আমারে সবিশেষ সন্তুষ্ট করিয়াছ। সমুদায় দেবতার অধিপতি শতক্রতুকে সন্তুষ্ট দেখিয়া পর্ব্বতরাজ মৈনাক বিপুল হর্ষ লাভ করিলেন। এবং ইন্দ্রের নিকট ঐরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া, জলমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। হনুমানও মুহূর্ত্ত মধ্যে মৈনাকাধিষ্ঠিত সাগরপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন।

অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ সকলে সূর্য্যসম-দ্যুতিশালিনী নাগজননী সুরসাকে কহিলেন, বায়ুনন্দন শ্রীমান্ হনুমান্ সাগরের উপরি আকাশ পথে গমন করিতেছেন। তোমাকে মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার বিঘ্নাচরণ করিতে হইবে। অতএব তুমি অতিমাত্র ভয়ঙ্কর পর্ব্বতপ্রমাণ রাক্ষসরূপ ধারণ পূর্ব্বক পিঙ্গলবর্ণ-লোচনাঙ্কিত দংষ্ট্রা-করাল বদন কল্পনা করিয়া, তদ্দ্বারা নভোমণ্ডল স্পর্শ কর। পবননন্দন উপায়বলে তোমারে পরাজয় করেন, কি বিষণ্ণ হয়েন, পুনরায় তাঁহার এই বল ও পরাক্রম পরিজ্ঞাত হইতে আমাদের অভিলাষ হইয়াছে।

দেবগণ সবিশেষ সৎকার পূর্ব্বক এই প্রকার কহিলে, দেবী সুরসা সাগর মধ্যে বিকৃত, বিরূপ ও সকলের ভয়াবহ রাক্ষস-বিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক সাগরপারে গমনোদ্যত হনুমানকে আবরণ করিয়া কহিলেন, অয়ি বানরর্ষভ! দেবগণ তোমাকে আমার ভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অতএব আমি তোমায় ভক্ষণ

করিব। তুমি আমার এই বদনে প্রবেশ কর। বিধাতা পূর্ব্বে আমায় এইপ্রকার বর দান করিয়াছেন। এই বলিয়া সুরসা সত্বর হইয়া, বিপুল বদন বিস্তার পূর্ব্বক হনুমানের সম্মুখে অবস্থান করিল। পবননন্দন তাঁহার এই কথা শুনিয়া, প্রহৃষ্ট বদনে কহিলেন, দশরথনন্দন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত দণ্ডকবনে প্রবেশ করিয়াছেন। মায়ামৃগবধে প্রবৃত্ত হইয়া, রাক্ষসদিগের সহিত বৈরসংঘটন হওয়াতে, রাক্ষসরাজ রাবণ তদীয় যশস্বিনী সহধর্ম্মিণী জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়াছে। রামের আদেশে দৌত্যভার বহন পূর্ব্বক আমি সেই জানকীরই সান্নিধ্যে গমন করিতেছি। তুমি রামের অধিকারে বাস কর। অতএব এবিষয়ে তোমাকে তাঁহার সাহায্য করিতে হইবে। অথবা, আমি অক্লিষ্টকারী রাম ও সীতাকে দর্শন করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, তোমার বদনবিবরে প্রবেশ করিব, তোমার নিকট এই সত্যপ্রতিশ্রুত হইলাম। হনুমানের কথা শুনিয়া, কামরূপিণী সুরসা তাঁহাকে কহিলেন, কোন ব্যক্তিই আমায় অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে না, ইহাই আমার বর। অনন্তর হনুমান্ গমনে উদ্যত হইলেন, দেখিয়া, নাগমাতা সুরসা তদীয় বীর্য্য পরীক্ষাবাসনায় বলিতে লাগিলেন, অয়ি বানরোত্তম! যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে, আজি আমার বদনে প্রবেশ করিয়া, তোমাকে গমন করিতে হইবে। বিধাতা পূর্ব্বে আমায় এইপ্রকার বর প্রদান করিয়াছেন। এই বলিয়া নাগমাতা বিপুল বদন ব্যাদান পূর্ব্বক সত্বর গমনে পবননন্দনের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। সুরসার উল্লিখিত বাক্য শ্রবণে কপিকেশরী হনুমানের ক্রোধসঞ্চার হইল। তিনি কহিলেন, যাহাতে আমায় ধারণ করিতে পারিবে, তাদৃশ বদন বিস্তার কর। দশযোজনব্যায়তা সুরসাকে ক্রোধভরে এইপ্রকার কহিয়া, পবননন্দন তৎক্ষণাৎ দশযোজনবিস্তৃত হইলেন। তদ্দর্শনে সুরসাও স্বীয় বদন বিংশদ্‌যোজনবিস্তৃত করিলেন। পরম

বুদ্ধিমান্ বায়ুসুত সুরসার সেই বিংশদ্‌যোজনবিস্তৃত, সুদীর্ঘ-জিহ্বাসম্পন্ন, সাতিশয় ভীষণ, সাক্ষাৎ নরক ও জলদসদৃশ সুবিস্তৃত বদনমণ্ডল অবলোকন করিয়া, ক্রোধভরে ত্রিংশদ্‌যোজন বিস্তার অবলম্বন করিলেন। অনন্তর সুরসা চত্বারিংশদ্‌যোজন মুখ বিস্তার করিলে, মহাবীর্য্য হনুমান্ পঞ্চাশদ্‌যোজন সমুচ্ছ্রিত হইলেন। তদ্দর্শনে সুরসা ষষ্টিযোজন মুখ বিধান করিলে, তিনি স্বীয় কলেবর সপ্ততিযোজনবিস্তৃত করিলেন। পরে সুরসা অশীতিযোজন মুখ ব্যাদিত করিলে, সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায়, পবননন্দন নবতিযোজনবিস্তৃত হইলেন। অনন্তর সুরসার মুখ শতযোজনব্যায়ত হইলে, তিনি, জলদের ন্যায়, স্বীয় শরীর সংক্ষিপ্ত করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র কলেবর ধারণ করিলেন। এবং তদীয় মুখবিবরে প্রবেশ ও তৎক্ষণাৎ বিনির্গমন করিয়া, অন্তরীক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, অয়ি দাক্ষায়ণি! তোমারে নমস্কার। আমি তোমার মুখমণ্ডলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। অতএব তুমি যে বর পাইয়াছিলে, তাহা সত্য হইল। এক্ষণে আমি জানকীর নিকট গমন করিব। রাহু-মুখবিনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায়, হনুমানকে বদনবিমুক্ত অবলোকন করিয়া, দেবী সুরসা স্বীয় স্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন; কপিশ্রেষ্ঠ! কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত যথাসুখে গমন এবং রাম ও জানকী পরস্পরকে মিলিত কর। ঐ সময়ে ভূতগণ হনুমানের এই তৃতীয় সুদুষ্কর কর্ম্ম দর্শনে, বারংবার সাধুবাদসহকারে প্রশংসা করিতে লাগিল।

এদিকে পবননন্দন হনুমান্ বরুণালয় অনাধৃষ্য সাগর লক্ষ্য করিয়া, আকাশে অবগাহন পূর্ব্বক গরুড়ের ন্যায় বেগভরে চন্দ্র-সূর্য্যের গমনপথে বায়ুমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। জলধারা, বিহঙ্গমসমূহ, নৃত্যগীতবিদ্যাচার্য্য তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ববর্গ, সিংহ শার্দ্দূল মাতঙ্গ পতগ ও উরগবাহিত সুবিমল বিমানসমূহ, বজ্র ও অশনির ন্যায় প্রাণহর পাবকপ্রতিম পরমপুণ্যশীল মহাভাগ

স্বর্গজয়ী ব্যক্তিগণ, হব্যবাহ চিত্রভানু অনল, গ্রহনক্ষত্র চন্দ্রসূর্য্য ও তারকাস্তবক, মহর্ষি গন্ধর্ব্ব নাগ ও যক্ষসমূহ, দেবরাজের বাহন ঐরাবত, এবং বহুসংখ্যক বীর বিদ্যাধর, এই সকলে ঐ পথ অলঙ্কৃত, সুশোভিত, নিষেবিত, অধিষ্ঠিত, ব্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ। অধিকন্তু ঐ পথ বিবিক্ত, বিময়, বিশ্বের আশ্রয় ও জীবলোকের বিতানস্বরূপ। পিতামহ ব্রহ্মা ঐ নির্ম্মল পথের নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হনুমান্, বায়ুর ন্যায়, মেঘমালা আকর্ষণ করিয়া, পরম মঙ্গলময় উল্লিখিত পথে চন্দ্রসূর্য্যের সঞ্চারমার্গে গরুড়বৎ গমন করিতে লাগিলেন। রক্ত, পীত ও শ্বেতবর্ণ এবং কালাগুরুসবর্ণ মেঘজাল তৎকর্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া, নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিল। তিনি বারংবার মেঘমালা মধ্যে প্রবেশ ও বিনির্গমন করাতে, বর্ষাকালীন তদবস্থাপন্ন চন্দ্রের ন্যায়, বিরাজমান এবং সর্ব্বত্র বিশেষরূপে দৃশ্যমান হইয়া, পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতশ্রেষ্ঠের ন্যায়, নিরালম্ব আকাশ আশ্রয় করিয়া চলিলেন।

প্রকাণ্ডদেহশালিনী কামরূপিণী সিংহিকানাম্নী রাক্ষসী তদ্দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিল, অদ্য দীর্ঘ কালের পর আমি ভক্ষণ করিব। বহুকালের পর এই মহাপ্রাণী আমার বশে আসিল। মনে মনে এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, রাক্ষসী হনুমানের ছায়া আক্রমণ করিল। ছায়া গৃহীত হওয়াতে, পবননন্দন চিন্তা করিলেন, সহসা আক্রান্ত হওয়াতে, আমার পরাক্রম পঙ্গুভাবাপন্ন হইয়াছে। এবং আমি সাগর মধ্যে প্রতিকূলবায়ুবশা মহানৌকার ন্যায় অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছি। এই প্রকার চিন্তানন্তর তৎক্ষণমাত্রে তিনি তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধঃ সমন্তাৎ, দৃষ্টিপ্রসারণ করিয়া দেখিলেন, লবণসাগর মধ্যে কোন মহাপ্রাণী সমুত্থিত হইয়াছে। তিনি সেই বিকৃতবদন মহাপ্রাণী দর্শন করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব যে অদ্ভুতদর্শন মহাবীর্য্য ছায়াগ্রাহী প্রাণীর কথা বলিয়াছিলেন, এই জন্তুই সেই ছায়াগ্রাহী, ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি

উপস্থিত ঘটনা দর্শনে, ঐ প্রাণীকে সিংহিকা স্থির করিয়া, প্রাবৃটকালীন প্রকাণ্ডাকৃতি বলাহকের ন্যায়, স্বীয় কলেবর অতিমাত্র বর্দ্ধিত করিলেন। সিংহিকা তদীয় শরীর বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া আকাশ-পাতাল-সন্নিভ স্বীয় আস্য প্রসারিত করিল, এবং ঘনরাজীর ন্যায়, গর্জ্জন করিতে করিতে, সবেগে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। মেধাবী হনুমান্ তদীয় সুবিশাল বিকৃত বদনমণ্ডল, ক্ষুদ্র শরীর ও মর্ম্মপরম্পরা বিদীর্ণ করিবার জন্য দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর বজ্রবৎ দৃঢ়-শরীর মহাকপি মারুতি তৎক্ষণাৎ আত্মাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া, তদীয় বিকৃত বক্ত্রে নিপতিত হইলেন। সিদ্ধচারণগণ অবলোকন করিলেন, পর্ব্বসময়ে পূর্ণ চন্দ্র যেমন রাহুকবলে পতিত হয়, হনুমানও তেমনি সিংহিকার আস্যদেশে নিমগ্ন হইতেছেন। অনন্তর মনের ন্যায় বেগবান্ হনুমান্ খরনখরপ্রহার দ্বারা সিংহিকার মর্ম্মসকল সমুৎকৃত্ত করিয়া, তৎক্ষণাৎ সবেগে আকাশে উৎপতিত হইলেন। এই রূপে আত্মবান্ কপি-প্রবীর হনুমান্ সূক্ষ্মদৃষ্টি, ধৈর্য্য ও চতুরতা সহকারে সিংহিকাকে সংহার করিয়া, বেগভরে পুনরায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তৎকর্তৃক প্রাণস্থান বিধ্বস্ত হইলে, রাক্ষসী বিধুরা হইয়া, সলিল-মধ্যে পতিত হইল। ব্রহ্মা তাহার সংহার জন্য হনুমানকেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

হনুমান্ কর্তৃক নিহত হইয়া সিংহিকা আশু পতিত হইল, দেখিয়া, আকাশচারী ভূতগণ সেই বানরকেশরীকে কহিতে লাগিল, হে কপিশ্রেষ্ঠ! অদ্য তুমি এই মহাপ্রাণীকে সংহার করিয়া অতিদুষ্কর অনুষ্ঠান করিলে। এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে অভি-প্রেত অর্থ সাধন কর। হে বানরেন্দ্র! তোমার ন্যায়, যে ব্যক্তির ধৈর্য্য, সূক্ষ্মদর্শন, বুদ্ধি ও দক্ষতা এই চারি গুণ আছে, সে কখন কোন কার্য্যে অবসন্ন হয় না।

ভূতগণ প্রয়োজনপ্রতিপাদনপূর্ব্বক সবিশেষ পূজা করিলে,

পূজনীয় হনুমান্ গরুড়ের ন্যায়, আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন। এবং সমুদ্রের প্রায় পর পারে সমাগত হইয়া, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ পূর্ব্বক সেই শতযোজনান্তে বনরাজি অবলোকন করিলেন। অনন্তর শাখামৃগশ্রেষ্ঠ পবননন্দন গমন করিতে করিতে, বিবিধ দ্রুমভূষিত দ্বীপ ও মলয়ভূধরস্থ উপবন সকল অবলোকন করিলেন। পরে সেই মহামতি মারুতি সাগর, সাগরের কচ্ছদেশ সকল, কচ্ছদেশস্থ দ্রুমসমূহ এবং সাগরপত্নী নদী সকলের সঙ্গম স্থান সমস্ত অবলোকন করত, স্বীয় শরীর মেঘের ন্যায় যেন আকাশ রোধ করিতেছে, দেখিয়া, এই প্রকার কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিলেন, যে, রাক্ষসগণ আমার সমুন্নত শরীর ও অতিমাত্র বেগ দর্শন করিয়া, আমার বিষয়ে কৌতূহলপরতন্ত্র হইতে পারে। এই প্রকার নির্ণয় করিয়া তিনি পর্ব্বতপ্রমাণ স্বীয় শরীর তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত করত কামাদিমোহবিনির্ম্মুক্ত জীবন্মুক্ত যোগীর ন্যায়, পুনরায় প্রকৃতি অবলম্বন করিলেন। এবং হরি যেমন পদত্রয়প্রক্ষেপপূর্ব্বক বলির বীর্য্য হরণ করিয়া, প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন, তিনিও তদ্রূপ স্বীয় রূপ অতিমাত্র সঙ্কুচিত করিয়া, পূর্ব্বস্বভাবে অধিষ্ঠিত হইলেন।

এই রূপে তিনি বিবিধবর্ণাকৃতি রূপ ধারণ পূর্ব্বক সমুদ্রের পরপারে সমুত্তীর্ণ হইয়া, গিরিবর চিত্রকূটের শিখরদেশে প্রতিষ্ঠিত লঙ্কানগরী দর্শন করিয়া, সেই পর্ব্বতপৃষ্ঠে পদার্পণ করিলেন। এইপ্রকার রূপ ধারণ পূর্ব্বক মৃগ ও পক্ষিদিগকে ব্যথিত করিয়া, তিনি দানব ও পন্নগগণে পরিব্যাপ্ত উত্তালতরঙ্গমালী মহাসাগর পার ও তদীয় দুস্তর তীরে সমাগত হইয়া, ইহার পর কি করিতে হইবে, তদ্বিষয় পর্য্যালোচনান্তে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন পরিকলন পুরঃসর ক্ষুদ্র কলেবর পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর সেই মহামেঘকূটপ্রতিম মহাত্মা মারুতি লম্বনামক পর্ব্বতের শিখরদেশে অবতরণ করিলেন। ঐ শিখরদেশ বিচিত্র কূটপরম্পরায় অলঙ্কৃত ও পরম ঋদ্ধিসম্পন্ন এবং কেতক, উদ্দালক ও নারিকেল-

পাদপে পরিব্যাপ্ত। এই রূপে তিনি সমুদ্রতীরে সমাগত হইয়া, চিত্রকূটগিরিশিখরে লঙ্কানগরী দর্শন ও স্বীয় স্বরূপ সংহরণ পূর্ব্বক মৃগ ও পক্ষিদিগকে ব্যথিত করিয়া, উল্লিখিত পর্ব্বতে অবতীর্ণ হইলেন। তৎকালে, দানব ও পন্নগগণে পরিব্যাপ্ত মহোর্ম্মিমালী মহাসাগর বলপূর্ব্বক অতিক্রম ও তদীয় তীরদেশে পদার্পণ করিয়া, অমরাবতীর ন্যায়, লঙ্কানগরী তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল।

—০:০—

দ্বিতীয় সর্গ।

মহাবল হনুমান্ অপার সাগর পার হইয়া, ত্রিকূটতটে অবস্থান ও বিশ্রাম করিয়া, লঙ্কানগরী দর্শন করিলেন। তৎকালে তথায় তিনি পাদপগণের পরিমুক্ত পুষ্পবৃষ্টিতে অভিবৃষ্ট হইয়া, পুষ্পময় রূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। অত্যুৎকৃষ্ট-বিক্রম-বিশিষ্ট শ্রীমান্ পবননন্দন শতযোজন অতিক্রম করিয়াও নিশ্বাস ত্যাগ বা গ্লানি লাভ করিলেন না। প্রত্যুত, চিন্তা করিতে লাগিলেন, সাগরান্ত যে শতযোজন বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহার কথা দূরে থাক, আমি বহুশত যোজনও অনায়াসে পার হইতে পারি। ফলতঃ, তিনি সাতিশয় বেগবিশিষ্ট এবং সমুদায় বীর্য্যবান্ পুরুষের ও বানরগণের অগ্রগণ্য। মহোদধি লঙ্ঘন করিয়া, পর্ব্বতশিখর হইতে অবতরণ ও মধ্যমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক লঙ্কাপুরে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় ভূরি ভূরি শ্যামলবর্ণ শাদ্বলক্ষেত্র, গন্ধ ও মধুভূয়িষ্ঠ পর্ব্বতরাজিত অরণ্যপরম্পরা, পাদপরাজি-সুশোভিত ভূধর সমস্ত ও কুসুমিত কাননরাজি, এই সমস্ত অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি সেই লম্বপর্ব্বতে অবস্থান পূর্ব্বক ভূধরশিখরে প্রতিষ্ঠিত লঙ্কানগরী এবং তত্রত্য বন ও উপবন সমস্ত সন্দর্শন করিলেন। সরল, কর্ণিকার, সুপুষ্পিত খর্জ্জুর, প্রিয়াল, মুচুলিন্দ, কুটজ, কেতক, গন্ধপূর্ণ প্রিয়ঙ্গু, নীপ, সপ্তচ্ছদ, অসন, কোবিদার, কুসুমিত করবীর, এবং

অন্যান্য পুষ্পভারবদ্ধ, মুকুলালঙ্কৃত, বিহগাকীর্ণ ও পবনকম্পিতাগ্র পাদপপরম্পরা, পদ্মোৎপলপরিবৃত ও হংসকারণ্ডবসঙ্কীর্ণ বাপীসমূহ, বিবিধ রমণীয় ক্রীড়াপর্ব্বত ও জলাশয় এবং সকল ঋতুতেই ফলকুসুমসম্পন্ন নানাজাতীয় বৃক্ষে আচ্ছন্ন মনোরম উদ্যানসমূহ, এই সকলও তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। অনন্তর লক্ষ্মীবান্ পবনকুমার রাবণপালিত লঙ্কার সান্নিধ্যে সমাগত হইয়া, অবলোকন করিলেন, সরোজরাজিবিরাজিত পরিখাসমূহে তাহার শোভাসমৃদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সীতাকে হরণ করিয়া তথায় স্থাপন করাতে, রাজা রাবণ, এবং অন্যান্য রাক্ষসগণ ভয়ঙ্কর শরাসন হস্তে সমন্তাৎ বিচরণ করত, সর্ব্বতোভাবে তাহাকে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে। কাঞ্চনময় প্রাকার, শরৎকালীন-জলদ-সন্নিভ পর্ব্বতপ্রতিম গৃহসমূহ, পাণ্ডুরবর্ণ অত্যুচ্চ প্রতোলীপরম্পরা, শত শত অট্টালিকা, ধ্বজ ও পতাকাসমূহ এবং লতাপংক্তিবিরাজিত কাঞ্চনময় দিব্য তোরণ সমস্ত, এই সকলে মহাপুরী মনোহারিণী লঙ্কা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত ও সুশোভিত। দেবতা যেমন দেবপুরী দর্শন করেন, শ্রীমান্ পবননন্দন সেইরূপ গিরিশিখরে প্রতিষ্ঠিত, শত শত পাণ্ডুরবর্ণ পরম সুন্দর গৃহসমূহে পরিবেষ্টিত এবং সাক্ষাৎ আকাশপুরীপ্রতিম লঙ্কানগরী অবলোকন করিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ লঙ্কানগরীর রক্ষা করে এবং বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং উহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কপিকেশরী হনুমান অবলোকন করিলেন, চতুর্দ্দিকেই অত্যুচ্চ সৌধাদি গৃহপরম্পরা বিরাজ করাতে, লঙ্কাপুরী যেন আকাশে প্লবমান হইতেছে। বপ্র ও প্রাকারসমূহ উহার জঘন, সাগর ও বনরাজি উহার বসন, শতঘ্নী ও শূল সমস্ত উহার কেশান্ত এবং অট্টালিকা সকল উহার অবতংস। বিশ্বকর্ম্মা যেন মন দ্বারা বিধান করিয়া, উহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

তিনি ক্রমে ক্রমে উহার উত্তরদ্বারে উপনীত হইলেন। কৈলাসনিলয়সদৃশ উল্লিখিত উত্তরদ্বার অতিশয় সমুচ্ছ্রিত উৎ-

কূট ভবনসমূহের সহায়তায় যেন আকাশ আলিখন পূর্ব্বক তাহাকে ধারণ করিয়া আছে। তিনি তথায় সমাগত হইয়া, আশীবিষ-পরিব্যাপ্ত পর্ব্বতগুহার ন্যায়, রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ অতিমাত্র সুরক্ষিত লঙ্কানগরী, চতুর্দ্দিগ্ব্যাপী অপার মহোদধি ও ভয়ঙ্কর শত্রু রাবণ, ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, বানরগণ কোন রূপে এখানে আসিলেও, কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। দেবগণও যুদ্ধ করিয়া, লঙ্কা জয় করিতে সমর্থ হয়েন না। সুমহাবাহু রামও অতিমাত্র বৈষম্যশালিনী রাবণপালিতা এই দুর্গম লঙ্কায় আগমন করিয়া, কি করিবেন? রাক্ষসগণ যেরূপ উপচিতার্থ, বল-দর্প-পরাক্রমান্বিত ও সুস্নিগ্ধ-দৃঢ়-প্রকৃতিসম্পন্ন, তাহাতে কোন ক্রমেই সাম, দান ও ভেদের বিধেয় হইবে না এবং যুদ্ধ করিয়াও তাহাদের কিছুই করিতে পারা যাইবে না। অঙ্গদ, নীল, সুগ্রীব ও আমি, এই চারিজন বলবান্ বানরই এখানে আসিতে পারি, আর কাহারও সাধ্য নাই। যাহা হউক, জানকী বাঁচিয়া আছেন কি, না, অগ্রে সে বিষয় জানিব। অতএব প্রথম, জানকীদর্শনবিষয়েই চিন্তা করা যাউক; পরে তাঁহাকে দেখিয়া, পশ্চাৎ যাহা করা উচিত, চিন্তা করিব।

অনন্তর হনুমান্ লম্বশিখরে অবস্থান পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল রামের অভ্যুদয়চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বলবান্ ও ক্রূরপ্রকৃতি রাক্ষসগণ লঙ্কাপুরী রক্ষা করিতেছে। সুতরাং, বর্ত্তমান কলেবরে তথায় প্রবেশ করা সাধ্য হইবে না। জানকীর অন্বেষণার্থ ঐ সকল মহাবীর্য্য, মহাবল ও মহাতেজস্বী নিশাচরকে বঞ্চনা করিতে হইবে। অতএব অলক্ষ্য ভাবে রজনীযোগে লঙ্কাপুরী দর্শন করিব। এই গুরুতর কার্য্য সাধনার্থ উল্লিখিত রূপেই লঙ্কা নগরে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য।

এই রূপে হনুমান্ সুরাসুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ তাদৃশী লঙ্কা নগরী দর্শনে বারংবার নিশ্বাসভার পরিহার পূর্ব্বক চিন্তা করিতে

লাগিলেন, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে, দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের অসাক্ষাতে জনকদুহিতা সীতাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইব? ত্রিভুবন-বিদিত রামের কার্য্যই বা কিরূপে অবিহত ও সফল হইবে? কিপ্রকার উপায়েই বা একাকী একাকিনী বিজনবাসিনী জনকনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিব? অবিমৃশ্যকারী দূত সিদ্ধপ্রায় কার্য্য সকলও দেশ কালের বিরুদ্ধ করিয়া, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট করিয়া থাকে। এবং স্বয়ং স্বামী ও তদীয় মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া, যে কার্য্যবুদ্ধি বিনিশ্চিত হয়, তাহাও তাহাদের দোষে প্রস্ফুরিত হয় না। অধিক কি, পণ্ডিতাভিমানী দূতগণ সকল কার্য্যই নষ্ট করিয়া থাকে। অতএব কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে, কার্য্য পণ্ড, অবিমৃষ্যকারিতা উপস্থিত ও সমুদ্রলংঘনও ব্যর্থ হইতে না পারে? বিদিতাত্মা রাম রাবণবধে সমুৎসুক হইয়াছেন। আমি, রাক্ষসগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই তাঁহার এই কার্য্য পণ্ড হইবার সম্ভাবনা। আর, রাক্ষসকলেবর বা অন্যকোনরূপ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিলেও, নিশাচরগণের অজ্ঞাত হইয়া এখানে কোথাও থাকিতে পারা যাইবে না। আমার স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, বায়ুও এখানে অজ্ঞাতে বিচরণ করিতে সমর্থ নহেন। ফলতঃ, ভীমকর্ম্মা রাক্ষসগণের এখানে কিছুই অবিদিত নাই। যদি আমি স্বীয় রূপে সংবৃত হইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করি, তাহা হইলে বিনষ্ট হইব এবং প্রভুর কার্য্যও পণ্ড হইবে। অতএব আমি স্বস্বরূপ সংকুচিত করিয়া রামের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত রজনীতে লঙ্কায় প্রবেশ করিব। এইরূপে অতিমাত্র দুরাসদ রাবণপুরীতে প্রবেশ ও প্রতিগৃহে গমন করিয়া, সীতার অন্বেষণ করিব। এইপ্রকার অবধারণানন্তর মহাকপি হনুমান জানকীদর্শনে সমুৎসুক হইয়া, সূর্য্যাস্তসময় প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

অনন্তর সূর্য্য অস্তাচলচূড়া আশ্রয় করিলে, তিনি স্বীয় শরীর

সংকুচিত করিয়া, মার্জ্জারপ্রমাণ ও দেখিতে অতি অদ্ভুত হইলেন। পরে প্রদোষসময় সমুপস্থিত হইলে, সেই বীর্য্যবান্ মারুতি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, সর্ব্বতোভাবে সুবিভক্ত মহাপথ সকলে সমলঙ্কৃত রমণীয় লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, শত শত প্রাসাদশ্রেণী ভূরি ভূরি কাঞ্চনসন্নিভ স্তম্ভ ও গবাক্ষ এবং সপ্তভৌম ও অষ্টভৌম গৃহসমূহে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে, ঐ লঙ্কা গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। রাক্ষসগণের ভবন সকল স্ফটিকরত্নখচিত ও কার্ত্তস্বরবিভূষিত বিবিধ স্থল ও তত্তৎ প্রাসাদশ্রেণীর অধিষ্ঠানবশতঃ নিরতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে। এবং তাহাদের কাঞ্চনময় বিচিত্র তোরণপরম্পরায় চতুর্দ্দিক সমলঙ্কৃত হওয়ায় লঙ্কাপুরী সমুদ্ভাসিত হইতেছে। বৈদেহীসন্দর্শনোৎসুক মহাকপি হনুমান্ এইপ্রকার অচিন্ত্য ও অদ্ভুতাকৃতি লঙ্কাপুরী দর্শন করিয়া, যুগপৎ বিষণ্ণ ও হর্ষাবিষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন, রাবণবাহুপালিত যশস্বিনী লঙ্কানগরী পরস্পর শ্রেণীবদ্ধ সুধাধবল সপ্ততল প্রাসাদ, মহামূল্য জাম্বূনদময় জাল ও তোরণসমূহে অলঙ্কৃত এবং ভীমবল রাক্ষসবল চতুর্দ্দিকে উহার রক্ষা করিতেছে।

ঐ সময়ে নিশাকর অনেকসহস্র রশ্মি বিকিরণ ও জ্যোৎস্নাবিতানে সমুদায় লোক আবরণ পূর্ব্বক, তারাগণের মধ্যগত ও বিরাজমান হইয়া, হনুমানের সাহায্য করিবার মানসেই যেন, সমুদিত হইতে লাগিলেন। পবননন্দন সন্দর্শন করিলেন, সরোবর মধ্যে হংস যেমন নিরতিশয় প্রবমান হইয়া থাকে, ক্ষীর ও মৃণালবর্ণ, শঙ্খসন্নিভ শশাঙ্কও তেমনি সাতিশয় বিরাজমান হইয়া, উদীয়মান হইতেছেন।

—

তৃতীয় সর্গ।

কালোচিত-বিচারদক্ষ মহাপ্রাণ পবননন্দন হনুমান্ অভ্রচ্ছ-শেখরসম্পন্ন ও লম্বমান জলদ-সন্নিভ লম্ব পর্ব্বতে অবস্থান পূর্ব্বক সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া, রজনীর সমাগমে রমণীয় কানন ও জলাশয় এবং শরৎকালীন জলধরসন্নিভ ভবনসমূহে সুশোভিত রাবণ-পালিত লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিলেন। রাক্ষসগণ ঐ পুর মধ্যে জলধিসম গভীর গর্জ্জন করিতেছে; সাগরবায়ু ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে; পরম পরিপুষ্ট নিশাচরবল চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে, তোরণোপরি পরম সুন্দর মদমত্ত করী অবস্থিতি করিতেছে এবং সুধা ধবল দ্বারদেশে তোরণ বিরাজমান হইতেছে। দেখিলে, কুবেরনগরী অলকা বলিয়া প্রতীতি জন্মে। ভুজঙ্গগণে বেষ্টিত থাকাতে, ভোগবতী যেরূপ সুরক্ষিত, লঙ্কাও সেইরূপ বিশিষ্টরূপ রক্ষিত। চতুর্দ্দিকে রাক্ষসগণের অনবরত কোলাহল এবং স্বর্ণাদির প্রভা বিচ্ছুরিত হওয়াতে, বোধ হইতেছে, যেন প্রচণ্ড-মারুত-নাদিত, বিদ্যুদ্গর্ভ-জলধর-পূর্ণ ও জ্যোতির্গণ-নিষেবিত ইন্দ্রপুরী অমরাবতী বিরাজ করিতেছে। শাতকুম্ভময় সুবিশাল প্রাকার চতুঃসীমা বেষ্টিত করিয়া আছে। এবং কিঙ্কিণীজালপ্রতিধ্বনিত পতাকাসমূহে উহার নিরতিশয় শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে।

তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, প্রাচীরাভিমুখে গমন করিলেন এবং তথা হইতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্টহৃদয় হইলেন। দেখিলেন, লঙ্কার দ্বার সকল স্বর্ণময়। এবং মণি স্ফটিকমুক্তা ও বৈদূর্য্যময় বেদিসমূহ, মণিময় কুট্টিমপরম্পরা, তপ্ত-কাঞ্চননির্ম্মিত মদমত্ত হস্তী সকল, রৌপ্যময় সুনির্ম্মল উপরি-প্রদেশ সমস্ত, বৈদূর্য্যময় সোপানশ্রেণী, স্ফটিকময় পাংশুশূন্য অন্তঃপ্রদেশসমূহ, মনোহর চতুঃশাল গৃহপরম্পরা, ইত্যাদিতে অলঙ্কৃত ও ভূষিত। ক্রৌঞ্চ ও বর্হিগণ তথায় প্রতিনিয়ত শব্দ এবং

রাজহংসগণ বিচরণ করিতেছে। এবং ঐ সকল দ্বার এরূপ উন্নত, যেন আকাশ ভেদ করিতেছে, বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন, পুরীর চতুর্দ্দিকে তূর্য্য ও আভরণ সকলের প্রতিধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। হনুমান্ অবলোকন করিলেন, চারি দিকে অত্যুচ্চ গৃহশ্রেণী সন্নিবিষ্ট থাকাতে, বোধ হইতেছে, লঙ্কা যেন আকাশে উত্থিত হইয়াছে।

তিনি সাক্ষাৎ অলকার ন্যায়, পরম সমৃদ্ধি ও নিরতিশয় সৌভাগ্যশালিনী উল্লিখিত অত্যুৎকৃষ্ট লঙ্কানগরী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাবণরক্ষিত সৈন্য সকল সমুদ্যত আয়ুধ হস্তে সর্ব্বদা যেরূপ ইহার রক্ষা করিতেছে, তাহাতে, অন্য কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক ইহার ধর্ষণা করিতে সমর্থ হয় না। কুমুদ, অঙ্গদ, মহাকপি সুষেণ, অথবা মৈন্দ ও দ্বিবিদ, এই কয় জনই কেবল এখানে আসিতে পারে। আর, সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব, কুশপর্ব্বসদৃশ লোমবিশিষ্ট কপিশ্রেষ্ঠ ঋক্ষ ও আমি, আমরাও এখানে আসিতে পারি। তৎকালে মহাবাহু রামের পরাক্রম ও তদীয় অনুজের বিক্রম চিন্তা করিয়া, হনুমানের বিষাদ অপনীত হইল। তিনি দেখিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণের পরমসমৃদ্ধিশালিনী নগরী অলঙ্কৃতা প্রমদার ন্যায়, শোভা পাইতেছে। সমুদ্র উহার বসন, গোষ্ঠ ও আগার সকল উহার অবতংস এবং যন্ত্রগৃহ সকল উহার স্তনস্বরূপ। অতীব উজ্জ্বল প্রদীপ ও মহাগ্রহ সকলের সান্নিধ্যবশতঃ উহাতে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই।

অনন্তর কপিশার্দ্দূল মহাকপি পবননন্দন প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে স্বয়ং লঙ্কা মূর্ত্তিমতী হইয়া, তদীয় সাক্ষাৎকারে সমাগত হইল। বিকৃতাননা ও বিকৃতদর্শনা লঙ্কা হনুমানকে দেখিয়া, স্বয়ংই উত্থিত হইয়া, তদীয় পুরোভাগে অবস্থিতি করিল এবং গভীরগর্জ্জনপুরঃসর তাঁহাকে কহিল, হে বনালয়! যাবৎ দেহে প্রাণ আছে, সত্য করিয়া বল, তুমি কে, কি উদ্দেশে এখানে আসিয়াছ? বানর! তুমি এই লঙ্কায় কোন মতেই প্রবেশ

করিতে পারিবে না। রাবণের সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে সর্ব্বতো-ভাবে ইহাঁর রক্ষা করিতেছে।

অনন্তর হনুমান্ সম্মুখে অবস্থিতা লঙ্কানগরীকে কহিতে লাগিলেন, তুমি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সত্য করিয়া বলিব। কিন্তু তুমি কে, পুরদ্বারে অবস্থিতি করিতেছ। তোমার নয়নযুগল বিকৃতভাবাপন্ন। আর, তুমি কিজন্যই বা ক্রোধ-ভরে কঠোর বাক্যে আমাকে ভৎসনা করিতেছ?

হনুমানের কথা শুনিয়া কামরূপিণী লঙ্কা ক্রোধভরে পরুষ বাক্যে কহিল, আমি রাক্ষসরাজ মহাত্মা রাবণের আদেশবর্ত্তিনী কিঙ্করী; এই লঙ্কানগরীর রক্ষা করিয়া থাকি। আমাকে পরা-জয় করা সহজ নহে। তুমি আমায় অবজ্ঞা করিয়া, পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। অদ্য আমার হস্তে নিহত ও প্রাণবিযুক্ত হইয়া, তোমায় শয়ন করিতে হইবে। হে প্লবঙ্গম! আমিই সাক্ষাৎ লঙ্কানগরী। সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা রক্ষা করি-তেছি। এই জন্য তোমাকে এই কথা বলিলাম।

কপিশ্রেষ্ঠ পবনাত্মজ হনুমান্ লঙ্কার কথা শ্রবণ করিয়া, তদীয় পরাজয়কামনায় যত্নপর হইয়া, দ্বিতীয় অচলের ন্যায়, অধিষ্ঠিত হইলেন। অনন্তর সত্ত্বসম্পন্ন মেধাবী বানরশ্রেষ্ঠ পবননন্দন বিকৃত-স্ত্রীরূপধারিণী লঙ্কার প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, নিরতিশয় কৌতূহল হওয়াতে, প্রাকার, তোরণ ও অট্টালিকাপরিপূর্ণ লঙ্কা নগরীর দর্শনার্থই আমি এখানে আগমন করিয়াছি। অত্রত্য বন, উপবন, কানন ও উৎকৃষ্ট ভবন সমস্ত দেখিবার আশয়েই আমার আগমন হইয়াছে।

কামরূপিণী লঙ্কা হনুমানের কথা শুনিয়া, পুনরায় পরুষা-ক্ষরে কহিতে লাগিল, হে দুর্বুদ্ধে বানরাধম! রাক্ষসরাজ রাবণের পরিপালিতা আমাকে পরাভব না করিয়া, তুমি অদ্য এই পুরী দর্শন করিতে পারিবে না।

তখন কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান সেই নিশাচরীকে কহিলেন, ভদ্রে! এই নগরী দর্শন করিয়া, পুনরায় আমি স্বস্থানে প্রস্থান করিব। এই কথায় লঙ্কানগরী ঘোরগভীর গর্জ্জন করিয়া, বেগভরে হনুমানকে তলপ্রহার করিল। বীর্য্যবান্ মারুতি লঙ্কাকর্ত্তৃক নিরতিশয় তাড়িত হইয়া, উচ্চৈস্বরে গভীর শব্দ করত বামহস্তের অঙ্গুলী সকল সংবর্দ্ধিত করিয়া, মুষ্টি বন্ধন করিলেন এবং ক্রোধভরে মূর্চ্ছিত হইয়া, তদ্দ্বারা লঙ্কাকে আঘাত করিলেন। স্ত্রীবোধে অতিমাত্র রোষবশ হইলেন না, বামহস্তেই সামান্য প্রহার করিলেন। কিন্তু বিকৃতানন ও বিকৃতদর্শন নিশাচরী লঙ্কা সেই প্রহারেই অবসন্ন দেহে তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তদ্দর্শনে তেজস্বী ও বীর্য্যসম্পন্ন মারুতি স্ত্রী ভাবিয়া, তাহার প্রতি করুণাপরতন্ত্র হইলেন। অনন্তর লঙ্কা নিরতিশয় উদ্বিগ্না হইয়া, অগর্ব্বিত বাক্যে গদ্গদস্বরে হনুমানকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহাবাহো কপিশ্রেষ্ঠ! প্রসন্ন হইয়া, আমারে পরিত্রাণ কর, প্রাণে মারিও না। হে সৌম্য! সত্ত্বসম্পন্ন মহাবল পুরুষগণ স্ত্রীলোককে বধ করেন না। হে প্লবঙ্গম! আমিই স্বয়ং লঙ্কাপুরী। হে মহাবল! হে বীর! তুমি স্ববিক্রমে সর্ব্বতোভাবে আমারে জয় করিলে। হে কপিপুঙ্গব! স্বয়ং স্বয়ম্ভু আমায় যে বর দিয়াছেন, সেই রহস্য শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন, যখন কোন বানর বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক তোমায় বশে আনয়ন করিবে, তখনই তুমি জানিবে, রাক্ষসগণের ভয় উপস্থিত হইয়াছে। সৌম্য! অদ্য তোমার সাক্ষাৎকারে সেই বিধাতৃবিহিত সময় সমাগত হইল। ঐ অবশ্যম্ভাবী সময়ের কোন মতেই অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। সীতানিমিত্ত দুরাত্মা রাজা রাবণ ও সমুদায় রাক্ষসগণের বিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব হে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি রাবণপালিত পুরীমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে সমুদায় কার্য্য বিধান কর। বলিতে কি, এই রাক্ষসপ্রধান দশাননের অধিকৃত লঙ্কানগরী, শাপগ্রস্ত হই-

য়াছে। তুমি ইহাতে প্রবেশ করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে সর্ব্বত্র যথাসুখে গমনপূর্ব্বক জনকাত্মজা সীতার সন্ধান কর।

চতুর্থ সর্গ।

মহাবল, মহাবীর্য্য, মহাতেজা, কপিকুঞ্জর পবনকুমার বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক কামরূপিণী পুরীশ্রেষ্ঠা লঙ্কাকে সর্ব্বথা জয় করিয়া, অদ্বারযোগে পুরপ্রাচীর পার হইয়া, রাত্রিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং প্রবেশ পূর্ব্বক শত্রুগণের মস্তকে বাম পদ ন্যস্ত করিলেন। এই রূপে সত্ত্বসম্পন্ন মারুতি রজনীতে পুরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিকসিত-কুসুমরাজিত রাজমার্গ অবলম্বন করিয়া, গমন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, অট্টহাস-জনিত উৎকৃষ্ট নিনাদ, বিবিধ বাদ্যধ্বনি এবং হীরকময় গবাক্ষপরম্পরা, এই সকলে সুশোভিত বজ্রাঙ্কুশপ্রতিম গৃহসমূহের সান্নিধ্যবশতঃ জলদজালবিরাজিত গগনমণ্ডলের ন্যায়, লঙ্কানগরীর শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, রাক্ষসগণের পদ্মস্বস্তিক-সংস্থিত, সিতাভ্রসদৃশ, পরমসুন্দর বিচিত্র গৃহ এবং বর্দ্ধমান নামক অন্যান্য ভবনসমূহে উহা তৎকালে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কপিরাজ সুগ্রীবের হিতকর শ্রীমান্ হনুমান্ রামের জন্য বিচরণ পূর্ব্বক বিচিত্র-মাল্যাভরণমণ্ডিত উল্লিখিত লঙ্কানগরী দর্শন করিয়া, নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন এবং গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করত বিবিধাকৃতি ও বিবিধরূপ ভবন সমস্ত ইতস্ততঃ দর্শন করিতে লাগিলেন। উর, কণ্ঠ ও শির এই তিন স্থান হইতে সমুদ্ভূত মন্দ মধ্য ও তার স্বর বিভূষিত মনোহর গীত, স্বর্গস্থ অপ্সরাগণের ন্যায় মদনাভিভূত রমণীগণের কাঞ্চীনিনাদ ও নূপুরনিস্বন, মহাত্মাগণের ভবনসমূহে সোপানপরম্পরায় পদাঘাতশব্দ, বিলাসার্থ করাস্ফালন জন্য নিনাদ, বীরগণের সিংহধ্বনি, এবং রাক্ষসগণের গৃহমধ্যে জপপরায়ণ ব্যক্তিগণের মন্ত্রপাঠশব্দ

এই সকল তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল। কোথাও রাক্ষসগণ স্বাধ্যায়ে নিরত ও কোথাও বা রাবণের স্তবে ব্যাপৃত রহিয়াছে এবং বহুসংখ্য রাক্ষস রাজপথ সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, দেখিলেন।

অনন্তর তিনি মধ্যম গুল্মে সমাগত হইয়া, বহুসংখ্যক নিশাচর অবলোকন করিলেন। তাহারা মুণ্ডিতমুণ্ড, দীক্ষিত, জটাজূটধর ও গবাজিনবাস পরিধান করিয়াছে। দর্ভমুষ্টি তাহাদের প্রহরণ ও অগ্নিকুণ্ড তাহাদের আয়ুধ। তাহাদের হস্তে কূট, মুদ্গর ও দণ্ডায়ুধ। তাহারা সকলেই একাক্ষ, বিচিত্রবর্ণ, চলদেকপয়োধর, ভীষণস্বভাব, ভুগ্নবক্তু, বিকট ও খর্ব্বাকৃতি; সকলেরই হস্তে ধনু, খড়্গ, শতঘ্নী, মুষল ও অত্যুৎকৃষ্ট পরিঘ; সকলেরই শরীর বিচিত্র কবচে সমুজ্জ্বলিত, সকলেই নাতিস্থূল, নাতিকৃশ, নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, নাতিগৌর, নাতিকৃষ্ণ, নাতিকুব্জ ও নাতিবামন; সকলেই বিরূপ, বহুরূপ, সুরূপ ও সুবর্চা; সকলেই ধ্বজ, পতাকা, বিবিধ আয়ুধ, শক্তি, বৃক্ষ, পট্টিশ, অশনি, ক্ষেপণী, পাশ, মাল্য, অনুলেপন, উৎকৃষ্ট আভরণ, বিবিধ বেশ, তীক্ষ্ণশূল ও বজ্র ধারণ করিয়াছে এবং সকলেই মহাবল ও যথেচ্ছবিহারপরায়ণ।

অনন্তর মহাকপি হনুমান অবলোকন করিলেন, মধ্যকক্ষায় অন্তঃপুররক্ষক সৈন্যমণ্ডলী সাবধানে অবস্থিতি করিতেছে। তিনি অন্তঃপুরের সম্মুখে রাক্ষসাধিপতি রাবণের নির্দ্দিষ্ট সুবিশাল হৈমতোরণমণ্ডিত উল্লিখিত রক্ষিসৈন্যগৃহ অবলোকনান্তে স্বয়ং রাক্ষসরাজ দশাননের গৃহ দর্শন করিলেন। ঐ গৃহ পর্ব্বতশেখরে প্রতিষ্ঠিত, শ্বেতসরোজসমলঙ্কৃত পরিখাবলয়ে পরিবেষ্টিত, অত্যুচ্চ প্রাচীরে আবৃত, সাক্ষাৎ স্বর্গসদৃশ, দিব্য ভাবে অলঙ্কৃত, দিব্য শব্দসমূহে প্রতিধ্বনিত ও অশ্বগণের হ্রেষা শব্দে পরিপূর্ণ। অদ্ভুত অশ্ব, রথ, যান, বিমান, ক্ষুদ্র হস্তী, শ্বেতাভ্রনিচয়োপম চতুর্দ্দন্ত অলঙ্কৃত মাতঙ্গ এবং মদমত্ত মৃগ ও বিহঙ্গম-

সমূহ এই সকলে উহার দ্বারদেশ যার পর নাই শোভা ও সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। অতিনিরতিশয় বীর্য্যবিশিষ্ট সহস্র সহস্র রাক্ষস উহা রক্ষা করিয়া আছে। মহাকপি হনুমান্ রাক্ষসপতি রাবণের তাদৃশ সুরক্ষিত গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। এইরূপে তিনি রাবণের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উহার প্রাকারমণ্ডল সপ্তবর্ণ স্বর্ণখচিত ষোড়শবর্ণ সুবর্ণে বিনির্ম্মিত, শিরোভাগ মহামূল্য মুক্তামণিতে বিরাজিত এবং অত্যুৎকৃষ্ট কালাগুরু ও চন্দনসম্পর্কে উহার বর্ত্তমান প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

—০ঃ০—

পঞ্চম সর্গ।

অনন্তর ধীমান্ হনুমান অবলোকন করিলেন, সূর্য্যের ন্যায় সমধিক প্রকাশমান শশলাঞ্ছন, গোষ্ঠমধ্যে ভ্রমণশীল মত্ত বৃষের ন্যায়, তারাগণ মধ্যে সমাগত হইয়া, বারংবার জ্যোৎস্নারাশি বিকিরণ করত বিহার করিতেছেন। তাঁহার উদয়ে লোকের পাপ সকল বিনষ্ট, মহোদধি পরিবর্দ্ধিত এবং ভূতমাত্রেই বিরাজিত হইয়াছে। যে লক্ষ্মী পৃথিবীতে মন্দরে, প্রদোষ সময়ে সাগরে, এবং দিবসে সলিল মধ্যে পদ্মসমূহে সমধিক সন্নিহিত হইয়া থাকে, সেই লক্ষ্মী নিশাকরে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক বিরাজমান হইয়া উঠিয়াছে। রৌপ্যপঞ্জরস্থ হংস, মন্দরকন্দরস্থ সিংহ, এবং গর্ব্বিতকুঞ্জরস্থ বীর, এই সকলের ন্যায়, অম্বরস্থ চন্দ্রমার সমধিক শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তদীয় কলঙ্করূপ হরিণশৃঙ্গ সুস্পষ্ট প্রকাশিত হওয়াতে, বোধ হইল, যেন তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষ, সমুন্নতশৃঙ্গ শ্বেতমহাচল, অথবা জাম্বূনদবদ্ধশৃঙ্গ হস্তী শোভা পাইতেছে। বর্ষা অতীত হওয়াতে, তাঁহার শীতল জলবিন্দুরূপ পঙ্ক বিনষ্ট হইয়াছে। মহাগ্রহ সূর্য্যের কিরণসম্পর্কে তিনি সমস্ত অন্ধকার তিরোহিত করিয়া, বিরাজমান হইতেছেন। প্রকাশলক্ষ্মীর আশ্রয় বশতঃ তদীয় কলঙ্কচিহ্ন সমধিক প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে।

গুহাস্থিত মৃগেন্দ্র, মহারণ্যস্থিত গজেন্দ্র এবং রাজ্যস্থিত নরেন্দ্রের ন্যায়, তাঁহার সমধিক শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

প্রকাশমান চন্দ্রের উদয়প্রযুক্ত সমস্ত অন্ধকার বিনষ্ট, রাক্ষসগণের মাংসভক্ষণদোষের আতিশয্য সংঘটিত, রমণীগণের স্ব স্ব নায়কের প্রতি প্রণয়কলহ নিরস্ত এবং স্বর্গসুখ প্রকাশিত হওয়াতে, প্রদোষসময়ের গৌরব ও শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শ্রুতিসুখাবহ তন্ত্রীঝঙ্কার ইতস্ততঃ সঞ্চরিত হইতেছে। সুবৃত্তিশালিনী রমণীগণ পতির সহিত শয়ন করিতেছে। এবং অতিশয় অদ্ভুত ও ভয়ঙ্করবৃত্তি নিশাচর প্রাণিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পরম বুদ্ধিমান্ হনুমান পুনরায় অবলোকন করিলেন, রাক্ষসগণের গৃহ সকল রথ অশ্ব ও স্বর্ণপীঠে পরিপূর্ণ, বীরশ্রীতে পরিব্যাপ্ত এবং মত্ত ও প্রমত্ত নিশাচরগণে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। রাক্ষসগণ মত্ত হইয়া, পরস্পর অধিকতর উত্তর প্রত্যুত্তর, স্ব স্ব স্থূল বাহু পরস্পরের প্রতি বিক্ষেপ, মত্ত প্রলাপ সকল প্রয়োগ ও পরস্পর তিরস্কার করিতেছে। এবং কখন বা বক্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক আস্ফালন, স্ত্রীর প্রতি হস্তাদি বিক্ষেপ, বিবিধ বেশ বিধান ও দৃঢ় ধনু বিস্ফারণ করিতেছে।

অনন্তর হনুমান্ অবলোকন করিলেন, রমণীগণ, কেহ চন্দনাদি ম্রক্ষণ, কেহ শয়ন, কেহ প্রফুল্ল বদনে হাস্য এবং কেহ সরোষে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। মদমত্ত মাতঙ্গ সকল কোথাও গর্জ্জন, বিভীষণাদি পরমপূজিত সাধুগণ কোথাও বিচরণ এবং কোথাও বা বীরগণ নিশ্বাসভার বিসর্জ্জন করিতেছে। তাহাতে, নিশ্বসন্ত সর্পগণে বেষ্টিত হ্রদের ন্যায়, লঙ্কার শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। অনন্তর তিনি সেই পুরীমধ্যে আস্তিক, মিষ্টভাষী, বিবিধ-বেশধারী, জগতের মধ্যে প্রধান ও সুন্দর নামধেয় বিশিষ্ট রাক্ষসদিগকে দর্শন করিলেন। উহারা স্বভাবতঃ সমধিক ধীশক্তিসম্পন্ন। বিবিধগুণবিশিষ্ট, আত্মগুণানুরূপ ও পরম সুন্দর ঐ সকল রাক্ষসকে দর্শন করিয়া, তিনি আহ্লাদিত হই-

লেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিরূপ হইলেও, সমধিক দ্যুতিবৈশিষ্ট্যপ্রযুক্ত, সুরূপের ন্যায়, তদীয় দর্শনবিষয়ে নিপতিত হইল।

অনন্তর তিনি অবলোকন করিলেন, ঐ সকল নিশাচরের রমণীগণ স্ব স্ব স্বামির প্রতি ও মধুপানে আসক্ত রহিয়াছে। তাহারা তারকার ন্যায় পরমসৌন্দর্য্যবিশিষ্ট এবং বহুমূল্য ভূষণাদি ধারণের উপযুক্ত। উহাদের স্বভাব সাতিশয় বিশুদ্ধ এবং আশয় অতি উন্নত। পুনশ্চ, তিনি নিশীথসময়ে দর্শন করিলেন, বিহঙ্গী যেমন বিহগকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হয়, তদ্রূপ স্ব স্ব বল্লভ বাহুপাশে বদ্ধ করাতে, কোন কোন রমণী যুগপৎ লজ্জা ও হর্ষের বশীভূত হইয়া, স্ব স্ব রূপাতিশয্যে যেন প্রজ্বলিত হইতেছে। ধীমান্ পবনতনয় পুনরায় নিরীক্ষণ করিলেন, কোন কোন রমণী হর্ম্ম্য-তলে এবং কেহ বা স্ব স্ব বল্লভের উৎসঙ্গ দেশে মদনাবিষ্ট চিত্তে উপবিষ্ট রহিয়াছে। উহারা সকলেই স্বামির অতি প্রণয়পাত্রী ও নিরতিশয় পতিব্রতা এবং সকলেই যথাবিধানে বিবাহিতা। পুনশ্চ, তিনি অবলোকন করিলেন, কোন রমণীর উত্তরীয় নাই; কাহারও আকার কনকরেখাসদৃশ, কেহ কেহ যারপর নাই উৎ-কৃষ্ট স্বরূপ বিশিষ্ট; কাহার বর্ণ স্বর্ণ ও কাহারও বা চন্দ্রের ন্যায়, কাহারও দেহকান্তি নিরতিশয় সুন্দর এবং কোন রমণী স্বামি-হীন। কেহ বা মনোভিরাম স্বামির সহবাসে নিরতিশয় প্রীতি-মতী; কেহ কেহ কুসুমগুচ্ছ ধারণ করিয়া অতিশয় মনোহারিণী ও হর্ষাবিষ্ট হইয়াছে এবং কেহ কেহ স্বভাবতই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। শশধরসদৃশ পরম সুন্দর বদনপরম্পরা, বক্র দৃষ্টি ও সুকুমার পক্ষ্মবিশিষ্ট সুচারু নয়নপংক্তি এবং সুরুচির বিদ্যুন্মণ্ড-লীর ন্যায় বিভূষণসমূহ তাঁহার দর্শনপথে নিপতিত হইল।

কিন্তু যিনি স্বধর্ম্মপরায়ণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; যিনি নিরতিশয় আভিজাত্যশালিনী; বিধাতা যাঁহাকে মনের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি উৎকৃষ্টজাতিসমুৎপন্ন বিকসিত

লতার ন্যায়, যার পর নাই সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্য্যের আধার ; যিনি অবিচ্ছেদ-প্রবৃত্ত পাতিব্রত্যপথে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিতি করেন ; রামেই যাঁহার একমাত্র দৃষ্টি ও রামেই যাঁহার একমাত্র মদনাভিনিবেশ ; যিনি স্বামীর সমুন্নত মনে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন ; যিনি সমুদায় উৎকৃষ্ট ললনাগণের ললামস্বরূপ ; যিনি স্বামিবিরহে বিধুরা হইয়া সাশ্রুকণ্ঠে সর্ব্বদাই অবস্থিতি করিতেছেন ; রামসহবাসে বাসসময়ে অত্যুৎকৃষ্ট ভূষণাগ্রগণ্য নিষ্ক যাঁহার কণ্ঠদেশ অলঙ্কৃত করিত , যাঁহার পক্ষ্মসকল সুকুমার ও স্বর অতি মধুর ; যিনি অরণ্যমধ্যে নৃত্যপরায়ণা ময়ূরীর ন্যায় দেখিতে অতি মনোহারিণী , যিনি স্বামিবিরহে, অব্যক্তরেখা চন্দ্ররেখার ন্যায়, পাংশুসমাচ্ছন্ন স্বর্ণরেখার ন্যায়, ক্ষতপূর্ণ বর্ণরেখার ন্যায়, অথবা পবনপরিচ্ছিন্ন জলদরেখার ন্যায়, সাতিশয় শোচনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, সেই মনুজেশ্বর রামের সহধর্ম্মিণী সীতাকে তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও দেখিতে পাইলেন না। তজ্জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ দুঃখে অভিভূত ও মূঢ়ের ন্যায় হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

কামরূপধর শ্রীমান্ হনুমান্ সপ্ততল প্রাসাদপরম্পরায় নিকাম বিচরণ করত লঙ্কা মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। এবং ত্বরান্বিত হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের নিবেশনে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ গৃহ সূর্য্যসমবর্ণ, সমুজ্জ্বল প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। সিংহ যেমন মহারণ্য, সেইরূপ ভীষণস্বভাব রাক্ষসগণ উহা রক্ষা করিয়া আছে। তদ্দর্শনে কপিকুঞ্জর হনুমান্ তথায় পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, রৌপ্যখচিত স্বর্ণালঙ্কৃত বিচিত্র তোরণ , বিচিত্র কক্ষ্যা ও সুন্দর দ্বার ; শৌর্য্যশালী শ্রমহীন গজারূঢ় হস্তিপক ; অপ্রতিহতবেগবিশিষ্ট স্যন্দনবাহী অশ্ব ; সিংহ ও ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত, স্বর্ণ রৌপ্য ও হস্তিদন্তময়

প্রতিমাসমূহে অলঙ্কৃত ও গভীরগর্জ্জনশালী বিচিত্র রথ, বহুবিধ রত্ন, অত্যুৎকৃষ্ট আসন, বৃহৎ বৃহৎ রথ ও মহারথসমূহ এবং পরম সুন্দর ও সুদৃশ্য নানাজাতীয় বহুসহস্র মৃগ ও পক্ষী, এই সকলে রাবণগৃহ অলঙ্কৃত ও বেষ্টিত। পর্য্যন্তরক্ষক পরমশিক্ষিত নিশাচরগণ সাবধানে উহা রক্ষা করিতেছে। প্রধান প্রধান বরাঙ্গনাগণে উহার চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং তাহারা সকলেই আহ্লাদিত চিত্তে তাহাতে অবস্থিতি করিতেছে। অত্যুৎকৃষ্ট আভরণসমূহের ঝঙ্কারধ্বনিতে তথায় সমুদ্রস্বনসদৃশ নিস্বন সমুত্থিত হইতেছে। অধিকন্তু ঐ গৃহ রাজভবনসুলভ যাবতীয় গুণ, অত্যুৎকৃষ্ট মহামূল্য চন্দন ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণে অলঙ্কৃত ও পরিব্যাপ্ত, ভেরী মৃদঙ্গ ও শঙ্খ শব্দে প্রতিধ্বনিত ও নিত্য অর্চ্চিত, রাক্ষসগণ সর্ব্বদাই উহার পূজা করে, পর্ব্ব সময়ে যজ্ঞার্থ উহাতে সোম সবন হইয়া থাকে। উহার গাম্ভীর্য্য ও নিস্বন উভয়ই সমুদ্র সদৃশ। মহাকপি হনুমান্ রাক্ষসরাজ রাবণের গজ অশ্ব ও রথ সঙ্কুল, মহামূল্য রত্নসমূহে অলঙ্কৃত ও পরিব্যাপ্ত এবং পরম সুদৃশ্য উল্লিখিত গৃহ দর্শন পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেন, উহা সমুদায় লঙ্কার আভরণ স্বরূপ। তথায় তিনি প্রাকারপ্রদেশ সকলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এবং তদন্তর্বর্ত্তী প্রধান প্রধান নিশাচরগণের প্রত্যেকের গৃহ ও উদ্যান সমস্ত নিরীক্ষণ করত অবিশঙ্কিত হৃদয়ে প্রাসাদ সমূহে পরিক্রমণ আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যশালী হনুমান্ মহাবেগে লম্ফ দিয়া প্রথমে প্রহস্তের গৃহে, তদনন্তর মহাপার্শ্বের ভবনে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে কুম্ভকর্ণের জলদসন্নিভ গৃহ অতিক্রম করিয়া, যথাক্রমে বিভীষণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, বিদ্যুন্মালী, বজ্রদংষ্ট্র, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, বজ্রকায়, ধূম্রাক্ষ, সম্পাতি, বিদ্রূপ, ঘন, বিঘন, শুকনাভ, চক্র শঠ, কপট, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, রোমশ, ধ্বজগ্রীব, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দ্বিজিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল,

শোণিতাক্ষ, এই সকল রাক্ষসের গৃহে গমন ও তত্তৎ মহার্হ ভবন সমূহে ঐ সকল ঋদ্ধিশালী রাক্ষসের পরমসমৃদ্ধিদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে মহাযশা শ্রীমান্ মহাকপি হনুমান্ ইতস্ততঃ তত্তৎ গৃহ সকল অতিক্রম করিয়া, রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহে সমাগত হইলেন। দেখিলেন, বিকৃতদর্শনা রাক্ষসীগণ পর্য্যায়ক্রমে রাবণের শয়নস্থান রক্ষা করিতেছে। অনন্তর তিনি রাবণগৃহে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে শূল মুদ্গর ও শক্তি তোমর ধারিণী বহুসংখ্য রাক্ষসী, বিবিধায়ুধধর মহাকায় রাক্ষসসমূহ, রক্ত শ্বেত ও সিতবর্ণ মহাবেগ তুরঙ্গমনিচয়; প্রশস্ত জাতিতে সমুৎপন্ন, বিশিষ্টরূপ রূপ বিশিষ্ট, পরগজ-বিদারণ-ক্ষম, গজ-শিক্ষায় শিক্ষিত, যুদ্ধে ঐরাবত সদৃশ, শত্রু সৈন্যের নিহন্তা, মেঘ ও পর্ব্বতের ন্যায় ক্ষরণশীল, সমরে শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ ও মেঘ-গম্ভীর-নির্ঘোষ গজসমূহ; বহুসংখ্যক সেনা; হেমজাল-পরিব্যাপ্ত, তরুণাদিত্যসন্নিভ ও জাম্বূনদপরিষ্কৃত বিবিধাকার শিবিকা; বিচিত্র লতাগৃহ, চিত্রশালাগৃহ, ক্রীড়াগৃহ ও দারু-নির্ম্মিত ক্রীড়াপর্ব্বত, রমণীয় রতিগৃহ ও দিবাবিহারগৃহ; এই সকল দর্শন করিলেন। এবং দেখিলেন, রাবণের গৃহ অতি উৎকৃষ্ট, মন্দরতলসদৃশ; ময়ূরস্থানসমূহে পরিব্যাপ্ত, ধ্বজযষ্টি পরম্পরায় আকীর্ণ, এবং অনন্ত রত্ন ও নিধি জালে সমন্তাৎ আচ্ছন্ন। নির্ভয় ও স্থিরচিত্ত পুরুষগণ তথায় নিধি-রক্ষাদি কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন যক্ষেশ্বরের গৃহ বিরাজমান হইতেছে। রত্ন সকলের প্রভা ও রাবণের তেজ এই উভয়ের সন্নিপাতযোগে করসহস্রপরিপূর্ণ দিবাকরের ন্যায়, ঐ গৃহের শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। স্বর্ণময় শয়ন, আসন, ও পাত্র সকল তথায় তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি সেই মহাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহ মধু ও আসবে আর্দ্রতা বাপন্ন, মণিময় ভাজনসমূহে পরিপূর্ণ, কুবেরগৃহের

ন্যায় মনোরম ও সর্ব্বথা নির্ব্বিঘ্ন, নূপুর কাঞ্চী মৃদঙ্গতাল ও অন্যান্য বাদ্য শব্দে প্রতিধ্বনিত, ভূরি ভূরি প্রাসাদ ও শত শত ললনারত্নে পরিবেষ্টিত, এবং উহার কক্ষাসমূহ সাতিশয় সুরক্ষিত।

সপ্তম সর্গ।

অনন্তর বলবান্ হনুমান্ বৈদূর্য্যখচিত স্বর্ণময় গবাক্ষ যুক্ত গৃহপরম্পরা; বর্ষাকালীন বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত ও বিহগাবলী-রাজিত মহামেঘমালার ন্যায় সুপ্রশস্ত শস্ত্র আয়ুধ ও শরাসন শোভিত বিবিধ অবান্তর গৃহ এবং পর্ব্বত তুল্য ভবনসমূহের উপরিভাগে মনোহর সুবিশাল গৃহসমূহ অবলোকন করিলেন। তদনন্তর অন্যান্য গৃহসমূহ তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। ঐ সকল গৃহ বিবিধ ধনে সুশোভিত, দেবাসুরগণেরও পরম-পূজিত, সর্ব্বদোষপরিবর্জ্জিত এবং দশানন স্বকীয় বলে উহা-দের সংগ্রহ ও সাক্ষাৎ ময় যত্নাতিশয় সহকারে উহাদের নির্মাণ ও সমাধান করিয়াছে। পৃথিবীতে যাবতীয় গুণশালী পদার্থ আছে, ঐ সকল গৃহ তৎসর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট।

অনন্তর হনুমান্ রাক্ষসরাজ রাবণের আত্মবলানুরূপ অত্যুৎ-কৃষ্ট গৃহ অবলোকন করিলেন। ঐ গৃহ অপ্রতিরূপ-রূপবিশিষ্ট; জলদ-সাদৃশ্যে অলঙ্কৃত, অতিশয় উন্নত, মনোহর, এবং ভূস্বর্গ স্বরূপ, স্বকীয় শ্রীতে যেন প্রজ্বলিত হইতেছে। সুবর্ণ সকল খচিত হওয়াতে, উহার রূপ দেখিতে সাতিশয় মনোহর; বিবিধ রত্নে পূর্ণ হওয়াতে, নানাজাতীয় তরু কুসুমে আচ্ছন্ন ও পরাগপরিবেষ্টিত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় এবং বহুসংখ্য ললনারত্নের অধিষ্ঠান বশতঃ বিদ্যুদ্দাম বিরাজিত জলধরের ন্যায়, অথবা প্রধান প্রধান হংসগণে বাহ্যমান পরম শ্রীমান্ ও সুঘটিত বিমা-নের ন্যায়, উহার শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তথায় তিনি বহু-

ধাতু-বিচিত্রিত শৈলশৃঙ্গ, গ্রহচন্দ্র-বিচিত্রিত গগনমণ্ডল এবং বহুবর্ণ বিচিত্রিত মনোহর মেঘের ন্যায়, বিবিধ-রত্ন-বিচিত্রিত দিব্য বিমান অবলোকন করিলেন। ঐ বিমানে বহুজনের বসিবার যে স্থান আছে, তাহা স্বর্ণাদি নির্ম্মিত কৃত্রিম পর্ব্বত-সমূহে পরিপূর্ণ; সেই পর্ব্বতসমূহ আবার বৃক্ষসমূহে পরি-ব্যাপ্ত, সেই বৃক্ষসমূহ আবার পুষ্পসমূহে আচ্ছন্ন, এবং সেই কুসুমসমূহ আবার কেশরসমূহে সমাবৃত। তথায় পাণ্ডুরবর্ণ বিবিধ ভবন, কুসুমিত পুষ্করিণী, কেশরসহিত পদ্ম, বিচিত্র বন ও সরোবর সকলও বিনির্ম্মিত হইয়াছে।

অনন্তর মহাকপি হনুমান তথায় পুষ্পাহ্বয় নামে মহাবিমান অবলোকন করিলেন। ঐ বিমান রত্নপরম্পরার প্রভাপুঞ্জে বিরাজমান ও নিরতিশয় ঘূর্ণমান এবং অত্যুৎকৃষ্ট ভবনসমূহের অপেক্ষাও যার পর নাই সৌভাগ্য সম্পন্ন। তথায় প্রবাল রৌপ্য ও বৈদূর্য্য নির্ম্মিত বিহঙ্গম, স্বর্ণাদি গঠিত বিচিত্র ভুজঙ্গম এবং জাতি-তুরগ সদৃশ সুন্দরশরীর তুরঙ্গমসমূহও তাঁহার দর্শনপথে নিপতিত হইল। যাহাদের পক্ষ সকল প্রবাল ও স্বর্ণনির্ম্মিত পুষ্পে অলঙ্কৃত, সংকুচিত ও বক্রভাবাপন্ন এবং সাক্ষাৎ কামের পক্ষের ন্যায় শোভমান, তাদৃশ সুমুখ ও সুপক্ষ বিহঙ্গম সকল তথায় চিত্রিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, তথায় কমলাকর পুষ্করিণী মধ্যে কমল হস্তে বিরাজমানা সুকোমলকর-কমলশালিনী দেবী কমলা এবং তদীয় অভিষেকে নিযুজ্যমান, সুন্দর-শুণ্ডশোভিত, কেশরসমলঙ্কৃত উৎপলদলহস্ত হস্তী সকলও নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে।

এই রূপে হনুমান্ উল্লিখিত সুশোভন ভবনে পুনরায় প্রবেশ করিয়া, পরম বিস্মিত হইলেন। ঐ গৃহ সুন্দর কন্দর বিশিষ্ট ভূধর এবং বসন্তাগমে সুগন্ধি সুন্দর বৃক্ষের ন্যায়, বিচিত্র ভাবা-পন্ন। অনন্তর হনুমান সেই দশমুখবাহুবিনির্জ্জিত পরম প্রশং-সিত লঙ্কানগরীর ইতস্ততঃ গমন করত বিচরণ করিতে লাগি-

লেন। কিন্তু যিনি স্বামিবিরহে নিরতিশয় দুঃখিতা হইলেও নিরন্তর তদীয় গুণগ্রাম স্মরণ করত সমুদায় দুঃখ পরিহার করিয়াছেন, সকলের সবিশেষ পূজনীয়া সেই জনকদুহিতাকে দেখিতে পাইলেন না। নানা প্রকারে হনুমানের চরিত্র সমস্ত জগতের বিশিষ্টরূপ সম্মানভাজন ও হৃদয় অতি শিক্ষিত এবং তিনি শ্রুতি ও ন্যায় রূপ চক্ষু বিস্তার পূর্ব্বক পরম প্রশস্ত নয়-বর্ত্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার আত্মাও অতিশয় উন্নত। ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক জনকসুতা সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, তিনি অতিশয় দুঃখিতচিত্ত হইলেন।

অষ্টম সর্গ।

ধীমান্ হনুমান্ রাবণের গৃহমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক পুষ্পক নামক মহাবিমান অবলোকন করিলেন। ঐ বিমান মণি ও রত্নসমূহে চিত্রিত,-প্রতপ্ত-চামীকর নির্ম্মিত গবাক্ষপরম্পরায় অলঙ্কৃত, এবং নিরুপম-সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন প্রতিমা প্রভৃতির সান্নিধ্য বশতঃ বিচিত্র-সুষমা-বিশিষ্ট। স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা সম্যক্ বিধানে উহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এবং আকাশমধ্যস্থ বায়ুপথে আদিত্যপথের চিহ্ন স্বরূপে উহা বিরাজমান হইতেছে। তথায় এমন কিছুই নাই, যাহা যত্নাতিশয়সহকারে নির্ম্মিত হয় নাই, অথবা, এমন কিছুই নাই, যাহাতে মহামূল্য রত্ন সকল খচিত নাই; দেবগণের বিমানসমূহেও লক্ষিত হয় না, এরূপ বিশেষ বিশেষ রচনা সকল তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তত্রত্য পদার্থমাত্রই লোকোত্তর-গুণসম্পন্ন। রাবণ তপস্যা ও সমাধি-লব্ধ পরাক্রম সহায়ে উহা অর্জ্জন করিয়াছে। উহা মনঃ-সংকল্পিত দেশমাত্রেই গমন করিতে সক্ষম। বহুবিধ বিশিষ্ট-রূপ রচনা এবং নানাস্থান হইতে দিব্য-বিমান-নির্ম্মাণোপযোগী বিশিষ্ট পদার্থ সকল আহরণ করিয়া, উহার নির্ম্মাণ হইয়াছে।

ঐ বিমান স্বীয় প্রভুর ইচ্ছাগতে শীঘ্র গমন করিয়া থাকে। পাপিগণ উহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না, উহা পবনতুল্য বেগবিশিষ্ট এবং নিরতিশয় যশ, সমৃদ্ধি ও সুখসম্পন্ন মহানুভাব পুণ্যশীল ব্যক্তিগণই উহাতে অধিষ্ঠান করেন। অধিকন্তু, ঐ বিমান গতিবিশেষ অবলম্বন পূর্ব্বক আকাশলক্ষিত দেশবিশেষে অধিষ্ঠান করিয়া থাকে। এবং উহা অদ্ভুত পদার্থ সকলের সমষ্টিস্বরূপ, বহুসংখ্যক গৃহে বিভূষিত, অতিশয় মনোহর, শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল, এবং বিচিত্র অবান্তরশৃঙ্গশোভিত গিরিশেখরের ন্যায় বিরাজমান। যাহাদের লোচনপরম্পরা সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান, নির্নিমেষ ও সাতিশয় বিস্তৃত, তাদৃশ ব্যোমচর নিশাচর ও মহাবেগবিশিষ্ট কুণ্ডলালংকৃত সহস্র সহস্র ভূতগণ ঐ গভীর নির্ঘোষে বিমান বহন করিয়া থাকে। এইরূপে বানরবীরসত্তম হনুমান বাসন্ত পুষ্প ও সাক্ষাৎ বসন্তমাস অপেক্ষা পরম সুন্দরদর্শন উল্লিখিত উৎকৃষ্ট পুষ্পক বিমান বিলোকন করিলেন।

নবম সর্গ।

পবননন্দন হনুমান উল্লিখিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভবনের মধ্যভাগে বিমলায়ত এক শ্রেষ্ঠ গৃহ দর্শন করিলেন। ঐ গৃহ রাবণের অধিকৃত, অতিশয় বৃহৎ, বিস্তারে অর্দ্ধ যোজন ও দৈর্ঘ্যে এক যোজন এবং বহুসংখ্য প্রাসাদে পরিবেষ্টিত। শত্রুনিসূদন হনুমান্ তথায় আয়তলোচনা রামললনার অন্বেষণক্রমে চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিলেন। এবং রাক্ষসগণের সাধারণ বাসস্থান অবলোকন করত দশাননের বাসগৃহে সমাগত হইলেন। এই গৃহ অতিশয় বিস্তৃত; চতুর্দ্দন্ত ও ত্রিদন্ত হস্তিসমূহে পরিব্যাপ্ত, উদ্যতায়ুধ নিশাচরগণে রক্ষিত, এবং রাবণের নিশাচরজাতীয় পত্নী ও বলপূর্ব্বক অপহৃত রাজ কন্যাগণে পরিবৃত। নক্র, মকর,

তিমিঙ্গিল, ঝষ ও পন্নগপূর্ণ এবং বায়ুবেগপরিক্ষিপ্ত সাগরের ন্যায়. এই গৃহ তদীয় নয়নপথে নিপতিত হইল। কুবের ও ইন্দ্রের ভবনে যে লক্ষ্মী বিরাজমান, রাবণের এই গৃহে সেই সর্ব্বভুবনমনোহারিণী অনপায়িনী লক্ষ্মী নিত্য অধিষ্ঠান করিতেছেন। এবং রাজা কুবের, যম, ও বরুণ ইহাঁদের যে ঋদ্ধি, রাবণের ঐ গৃহে তাদৃশী বা তাহা অপেক্ষাও অধিক সমৃদ্ধির অধিষ্ঠান। পবনাত্মজ হনুমান উল্লিখিত হর্ম্ম্যের মধ্যভাগে আর এক সুনির্ম্মিত ও মত্তমাতঙ্গলাঞ্ছিত গৃহ অবলোকন করিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা স্বর্গে থাকিয়া ব্রহ্মার জন্যে যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহা সর্ব্বরত্নবিভূষিত; কুবের কঠোর তপস্যা করিয়া পিতামহের নিকট হইতে যাহা লাভ করেন; রাবণ বল পূর্ব্বক কুবেরকে জয় করিয়া যাহা অধিকার করিয়াছে, যাহা স্বর্ণ হিরণ্য ও রৌপ্যময় এবং চিত্রিত ঈহামৃগবিশিষ্ট সুঘটিত স্তম্ভসমূহে ও স্বকীয় শ্রীতে যেন প্রজ্বলিত হইতেছে; যাহা মেরু ও মন্দরের ন্যায় অত্যুন্নত, সূর্য্যাগ্নিসন্নিভ, গগনস্পর্শী কূটগৃহ ও বিহারগৃহপরম্পরায় সকল দিকেই সমলংকৃত; বিশ্বকর্ম্মা সুন্দর বিধানে যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন; যাহা স্বর্ণময় সোপান ও অত্যুৎকৃষ্ট বেদিতে অলংকৃত, যাহা সুবর্ণময় ও স্ফটিকময় গবাক্ষ ও বাতায়নসমূহে বিরাজমান; যাহাতে ইন্দ্রনীল, মহানীল ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট মণিময় বেদি সকল শোভা পাইতেছে; বিচিত্র বিদ্রুম, মহামূল্য মণি, বর্ত্তুলাকৃতি মুক্তা ও কুট্টিমপ্রদেশ এই সকলে যাহা নিরতিশয় শোভমান, যাহা সুপুণ্যগন্ধি ও সূর্য্যসন্নিভ রক্তচন্দনে চর্চ্চিত; সেই তরুণাদিত্যপ্রতিম পুষ্পকনামক দিব্য বিমানে মহাকপি হনুমান আরোহণ করিলেন। তথায় অবস্থান কালে চতুর্দ্দিকে গন্ধপান ও ভক্ষ্যান্নসম্ভূত দিব্যগন্ধবহ বায়ু তাঁহার ঘ্রাণপথে উপনীত হইল। এই বায়ু সর্ব্বত্রব্যাপ্ত এবং যেন সাক্ষাৎ গন্ধস্বরূপ ধারণ করিয়াছে। বন্ধু যেমন অকৃত্রিম বন্ধুকে আহ্বান করে, তদ্রূপ উল্লিখিত গন্ধময় বায়ু মহাসত্ত্ব হনু-

মানকে যেন এই কথা বলিল, যে, রাবণ যেখানে, ওস্থান হইতে সেই প্রদেশে আগমন কর।

অনন্তর তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, রাবণের সুবৃহৎ শয়নমন্দির অবলোকন করিলেন। ঐ গৃহ অতিশয় রমণীয় ও সর্ব্বতোভাবে নির্বিঘ্ন এবং উৎকৃষ্ট রমণীর ন্যায়, রাবণের নিরতিশয় প্রণয় ভাজন। তত্রত্য সোপান সকল মণিময় ও সুঘটিত; গবাক্ষ সকল স্বর্ণময়, কুট্টিম প্রদেশ স্ফটিকে আবৃত; এবং মধ্য ভাগ হস্তিদন্ত, মুক্তা, বজ্র, প্রবাল, রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্ম্মিত বিবিধ প্রতিমায় অলঙ্কৃত। সম, সরল, সমন্তাৎ সুবিভূষিত ও পক্ষের ন্যায় অত্যুচ্চ, বহুসংখ্য স্তম্ভে ঐ গৃহ যেমন বিরাজিত, সেইরূপ, যেন আকাশে উত্থিত হইয়াছে। পৃথিবীর ন্যায় চতুরস্র সুবিশাল বিচিত্র কম্বল উহাতে আস্তীর্ণ রহিয়াছে। অধিকন্তু, ঐ শয়নশালা সরাষ্ট্রগৃহশালিনী পৃথিবীর ন্যায়, বিস্তীর্ণ, মদমত্ত বিহঙ্গমগণে প্রতিধ্বনিত, দিব্যগন্ধে আমোদিত, অত্যুৎকৃষ্ট আভরণ বিশিষ্ট, অগুরু ধূপে ধূম্রবর্ণ, হংসের ন্যায় পাণ্ডুর, অতিশয় নির্ম্মল, পত্র ও পুষ্প রচনার সান্নিধ্য বশতঃ বিচিত্রবর্ণা বশিষ্ঠধেনুর ন্যায়, সুন্দর প্রভাশালিনী, এবং হৃদয়ের আনন্দ সম্পাদন, দেহকান্তি সংসাধন, সমুদায় শোকবিনাশন এবং যেন সাক্ষাৎ শোভারও সমুদ্ভাবন করে। দর্শনমাত্র জননীর ন্যায়, রূপ রসাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়বিষয় দ্বারা, হনুমানের চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি বিধান করিল। তাহাতে, তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, ইহা সাক্ষাৎ স্বর্গ, দেবলোক, অথবা অমরাবতী কিংবা উৎকৃষ্ট সিদ্ধি হইবে। তথায় যে সকল কাঞ্চনপ্রদীপ প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহারা, অক্ষ ক্রীড়ায় মহাধূর্ত্ত কর্ত্তৃক পরাজিত ধূর্ত্তের ন্যায়, যেন প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, দেখিলেন। প্রদীপ সকলের প্রভা, রাবণের তেজ ও ভূষণসমূহের দীপ্তি, এই সকলে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইতেছে, বলিয়া, তাঁহার মনে হইল।

অনন্তর তিনি অবলোকন করিলেন, নিশীথ সময় সমুপস্থিত হওয়াতে, সহস্র সহস্র বরাঙ্গনা বিচিত্র বেশ, বিচিত্র বস্ত্র ও বিচিত্র মাল্যদামে বিভূষিত হইয়া, বিচিত্র কম্বলে শয়ন পূর্ব্বক পান ও নিদ্রাবশে ক্রীড়া পরিহার পুরঃসর গাঢ় প্রসুপ্ত হইয়াছে। এইরূপে সকলে সুষুপ্ত ও নূপুর প্রভৃতির শব্দ তিরোহিত হওয়াতে, রাবণের ঐ গৃহ, ভ্রমর ও হংসধ্বনি বিরহিত সুবৃহৎ পদ্মবনের ন্যায়, শোভা ধারণ করিয়াছে। অনন্তর মারুতনন্দন হনুমান্ পরমাসুন্দরী ললনাগণের পদ্মগন্ধী বদনপরম্পরা অবলোকন করিলেন। নিদ্রাসমাগমে তাহাদের লোচনপংক্তি মুকুলিত ও দশনরাজি সংবৃত হইয়াছে। তাহাদের ঐ বদন রজনীর অবসানে পদ্মের ন্যায় বিকসিত হইয়া, পুনরায় রাত্রির সমাগমে মুকুলিতপত্র সরোজের ন্যায়, পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। তদ্দর্শনে শ্রীমান্ মহাকপি হনুমান্ যুক্তি পূর্ব্বক এই প্রকার বিবেচনা করিলেন, যে, মত্ত ষট্পদগণ পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল এই সকল মুখপদ্মের প্রতিনিয়ত বারংবার কামনা করিয়া থাকে। এই প্রকার বিচার করিয়া তিনি তত্তৎ মুখপদ্মকে গুণে সলিলজাত পদ্মের সমান জ্ঞান করিলেন। সে যাহা হউক, রাবণের শয়নগৃহ ঐ সকল বর স্ত্রীতে বিরাজিত হইয়া, শরৎকালীন তারকস্তবকসমলঙ্কৃত সুনির্ম্মল গগনমণ্ডলের ন্যায়, শোভা বিস্তার করিয়াছে এবং স্বয়ং দশাননও তাহাদের কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, তারামণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শ্রীমান্ শশাঙ্কের ন্যায় বিরাজমান হইতেছেন। যে সকল তারকা পুণ্যক্ষয়ে অম্বর হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তাহারাই সকলে এই স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, এই প্রকার প্রতীতি হনুমানের অন্তঃকরণে পদ গ্রহণ করিল। ফলতঃ, সুনির্ম্মলদীপ্তিসম্পন্ন সুপ্রশস্ত তারকার ন্যায়, তত্রত্য রমণীগণের প্রভা ও সুবিমল বর্ণের সুষমা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। পান ও ব্যায়াম সময়ে ঐ সকল রমণীর কচ ও অতি স্থূল মাল্যদাম ব্যাবৃত্ত এবং উৎকৃষ্ট

আভরণ সমস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তদবস্থায় তাহারা শ্রমবশতঃ গাঢ়নিদ্রায় অচেতন হইয়া উঠিয়াছে। কাহার কাহার তিলক বিভ্রষ্ট, কাহার নূপুর স্বস্থানচলিত, কাহার কাহার একপার্শ্বে গলিত, কাহার মুক্তাহার ছিন্ন, কাহার বস্ত্র বিস্রস্ত, কাহার রসনাদাম বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহাতে অতি ভারে আক্রান্তা ভ্রষ্টবন্ধনা বড়বার ন্যায়, তাহাদের শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। কুণ্ডল বিগলিত এবং মাল্যদাম বিচ্ছিন্ন ও বিমর্দিত হওয়াতে, কোন রমণী, মহাবনে গজেন্দ্রমর্দ্দিত প্রফুল্ল-লতার ন্যায় হইয়াছে। কাহার কাহার চন্দ্রকিরণসন্নিভ হার-যষ্টি বিপর্য্যস্ত হইয়া, প্রসুপ্ত হংসের ন্যায়, স্তনমধ্যে বিরাজমান হইতেছে। কাহারও বৈদর্য্য মণিমালা কাদম্বের ন্যায়, কাহারও বা হেম সূত্র চক্রবাকের ন্যায়, শোভা বিস্তার করিয়াছে। ফলতঃ, ঐ সকল সুপ্তা রমণী নদীর ন্যায় বিরাজমান হইতেছে। যশ তাহাদের তীর, বিলাস ও বিভ্রমাদি তাহাদের মকর ও কুম্ভী-রাদি হিংস্র জলজন্তু, কিঙ্কিণীজাল তাহাদের প্রতিভা, এবং স্বর্ণ তাহাদের বিপুল অম্বুজ; জঘন তাহাদের পুলিন এবং নানাজাতীয় অলঙ্কার সমস্ত হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাক।

কোন কোন রমণীর সুকোমল অঙ্গে ও কাহার কাহার কুচাগ্রে বিমর্দ জনিত যে রেখারাজি, লাঞ্ছিত হইয়াছে, তৎ সমস্ত সুন্দর ভূষণের কার্য্য করিতেছে। কাহার কাহার অংশু-কের প্রান্তভাগ মুখমারুতে কম্পিত হইয়া, বদনের উপর্য্যুপরি বারংবার বিধূত হইতেছে, বোধ হয়, যেন নানাবর্ণে রঞ্জিত সুবর্ণতন্তুবিনির্ম্মিত বস্ত্রের সুরুচির পতাকা উদ্ধূত হই-তেছে। কোন কোন সুন্দরপ্রভাশালিনী রমণীর কুণ্ডলযুগল মুখমারুত সংযোগে মন্দ মন্দ আন্দোলন পুরঃসর কম্পিত হই-তেছে। তাহাদিগের স্বাভাবিকসুগন্ধি মুখমারুত শর্করাসবের গন্ধে অধিকতর সুগন্ধিত হইয়া রাবণের সুখসাধন করিতেছে। রাবণের কোন কোন স্ত্রী রাবণের মুখ মনে করিয়া বারম্বার

সপত্নীদিগের মুখ আঘ্রাণ করিতেছে। সেই সকল উৎকৃষ্ট ললনার মন রাবণেই একান্ত আসক্ত, তাহাতে আবার তাহারা মধুপানে বিহ্বল হইয়াছে, সুতরাং সপত্নী মুখ আঘ্রাণ করি-করিলেও কিছু বলিতেছে না। অঙ্গদবিভূষিতা কতক গুলিন কামিনী সুন্দর পরিধেয় বসন বিস্তার করিয়া বাহুতে মস্তক দিয়া শয়ন করিয়াছে। একজন আর একজনের বক্ষে, আর এক জন আবার তাহার বাহুতে, আর এক জন তাহার ক্রোড়ে, আর এক জন আবার তাহার স্তনোপরি শয়ান আছে। মাদকতা ও পতিপ্রেমের বশবর্ত্তিনী হইয়া অঙ্গনা সকল এইরূপে পরস্পরের উরু, কটি, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় পূর্ব্বক পরস্পরের অঙ্গ বন্ধন করিয়া শয়ন করিয়াছে। সুমধ্যমা রমণী সকল পরস্পরের অঙ্গস্পর্শে সুখানুভব করত, সকলে বাহু একত্র করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। অন্যোন্যের ভুজসূত্রে গ্রথিতা সেই রমণীমালা এক সূত্রে গ্রথিতা ষট্‌পদনিষেবিতা সুন্দর পুষ্প মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। রাবণের সেই রমণীবন দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, চৈত্রমাসে প্রস্ফুটিত লতাবন বায়ুবলে একত্র উড়িয়া পড়িয়াছে, পরস্পর মালার ন্যায় গ্রথিত হইয়াছে, সকলের কুসুম-স্তবক পরস্পরে সংলগ্ন হইয়াছে, সকলে এক সঙ্গে বৃক্ষের স্কন্ধদেশ বেষ্টন করিয়াছে, তাহাতে ভ্রমর সকল আকুল হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইতেছে। কামিনীদিগের ভূষণ সকল স্পষ্ট যথাস্থানেই সংলগ্ন রহিয়াছে; কিন্তু স্থির করা কঠিন কোনখানি ভূষণ, কোনটী মালা, আর কোনটীই বা তাহাদিগের অঙ্গ। রাবণ এক্ষণে সুষুপ্ত হইয়াছেন দেখিয়াই যেন, বিবিধপ্রভ কাঞ্চনময় জ্বলন্ত প্রদীপ সকল অনিমিষ লোচনে রাবণের অঙ্গনা সকলকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব এবং রাক্ষসদিগের কন্যারা সকল রাবণের প্রণয়িনী হইয়াছিল। রাবণ যুদ্ধের প্রত্যাশা করিয়া কতকগুলিকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, কোন কোন

তরুণী মদনে মোহিত হইয়া স্বেচ্ছায় আগমন করিয়াছিল। বীর্য্যশালী হইলেও রাবণ বল পূর্ব্বক কাহাকেও আনয়ন করেন নাই; বরবর্ণিনী জানকী ভিন্ন আর সকলেই গুণে স্বয়ং আকৃষ্ট হইয়াছিল; অন্যের প্রতি কাহারও অভিলাষ ছিল না; পূর্ব্বে অন্যেও কাহাকেই উপভোগ করে নাই। সকলেই সৎকুলজাতা, সকলেই সুন্দরী, সকলেই দক্ষিণা, সকলেই উৎকৃষ্ট আভরণে বিভূষিতা, সকলেই মনস্বিনী, সকলেই কান্তের অভিলাষিতা।

স্ত্রীদিগকে দর্শন করিয়া হনুমান মনে করিলেন, মহারাক্ষসরাজ রাবণের এই যে সকল ভার্য্যা দেখিতেছি, রাঘবের ধর্ম্মপত্নী যদি ইহাদিগের এক জন হন, তাহা হইলে ত রাবণের মঙ্গল। আবার ভাবিলেন, সীতার পাতিব্রত্যাদি গুণ ত অতি প্রবল; কারণ আমরা দেখিয়াছি যখন নিয়তঐশ্বর্য্যশালী লঙ্কেশ্বর তাঁহাকে হরণ করিয়া আনে, তিনি তখন উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া স্বীয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দশম সর্গ।

ঐ স্থানে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে মারুতি রত্নবিভূষিত স্ফটিকময় দিব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্কস্থাপনবেদিকা দর্শন করিলেন। ঐ বেদিকায় বিচিত্রপাদাদিযুক্ত, মহামূল্য আস্তরণে আচ্ছাদিত, মহামূল্য গজদন্ত ও কাঞ্চন নির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক সকল স্থাপিত রহিয়াছে। এই সকল পর্য্যঙ্কের এক দিকে এক চন্দ্রপ্রভ দিব্যমাল্যশোভিত শ্বেত ছত্র এবং সুবর্ণমণ্ডিত-সূর্য্যসমপ্রভ, অশোকের মালায় আচ্ছন্ন বিচিত্র পর্য্যঙ্ক পৃথক্ ভাবে স্থাপিত আছে। এই পর্য্যঙ্কের চতুর্দ্দিকে স্ত্রীমূর্ত্তি সকল চামর ব্যজন হস্তে করিয়া বীজন করিতেছে; নানাবিধ গন্ধ বহির্গত হইতেছে; ধূপের ধূম পরিপূর্ণ হইয়াছে। উহা মেষচর্ম্মে আবৃত, উৎকৃষ্ট আস্তরণে আবৃত

এবং অত্যুত্তম মাল্যদামে বিভূষিত। রাক্ষসকামিনীদিগের প্রিয়, রাক্ষসজনের সুখজনক রাবণ ক্রীড়া ও পানাবসানে উৎকৃষ্ট আভরণ পরিধান অবস্থাতেই ঐ ভাস্বর পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া হস্তীর ন্যায় নিশ্বাসত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার আকৃতি মেঘের ন্যায়, কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল জ্বলিতেছে; চক্ষু রক্তবর্ণ; বাহু আজানু-লম্বিত; পরিধান সুবর্ণতন্তুনির্ম্মিত বস্ত্র; সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধি রক্তচন্দনে চর্চ্চিত, যেন বিদ্যুদ্দামজড়িত আরক্তিম সান্ধ্য পয়োধর। মূর্ত্তি অতি মনোহর, বিবিধ উৎকৃষ্ট আভরণ পরিধান করিয়া আছেন, বোধ হইতেছে যেন বহুতর তরুগুল্মে পরিপূরিত মন্দর পর্ব্বত নিদ্রা যাইতেছে।

হনুমান্ রাবণকে দেখিয়াই নিতান্ত বিচলিত হইয়া ভীতের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; পরে সোপানশ্রেণীর মধ্যভাগে আরোহণ করিয়া মদমত্ত রাক্ষসরাজকে দেখিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ নিদ্রা যাইতেন, তাঁহার পর্য্যঙ্ক যেন গন্ধগজাধিষ্ঠিত প্রস্রবণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হনুমান্ দেখিলেন মহাত্মা রাক্ষসরাজের দুই অঙ্গদমণ্ডিত বাহু দুই ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় দুই দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ঐরাবতের দন্তাঘাতে দুই বাহুতেই ব্রণ জন্মিয়াছে; স্কন্ধদেশে বজ্রাঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে, এবং বিষ্ণুর চক্র উভয়কেই বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়াছে। দুই বাহুই অতি স্থূল, সম-সুগোল-সুসংবদ্ধ-স্কন্ধসম্পন্ন, বলিষ্ঠ, সুলক্ষণযুক্ত নখ, অঙ্গুলি ও অঙ্গুষ্ঠে ভূষিত, সুগোল, পরিঘ সদৃশ দীর্ঘ, ও হস্তি-শুণ্ডের ন্যায় গঠিত, যেন দুই পঞ্চমুণ্ড আশীবিষ শয়নোপরি বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। শশকের ন্যায় রক্তবর্ণ উৎকৃষ্ট চন্দনে উভয় বাহু চর্চ্চিত, সুন্দর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, উত্তম নারীদিগের আলিঙ্গনে বিমর্দ্দিত ও উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্যে ম্রক্ষিত। হনুমান্ যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, দেব ও দানবগণের নিবারণকারক, শয়নবিক্ষিপ্ত ঐ দুই বাহু দর্শন করিলেন, যেন মন্দরের পাদদেশে দুই রোষা-ন্বিত মহাসর্প নিদ্রিত রহিয়াছে। ঐ দুই অতি স্থূল বাহু

থাকাতে, অচলপ্রকাশ রাক্ষসরাজ যেন দুই শৃঙ্গধারী মন্দরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার মুখ হইতে চূত, পুন্নাগ, বকুল, ষড়্‌রসসম্পন্ন অন্ন ও মদ্যের সুগন্ধমিশ্রিত নিশ্বাস বায়ু ঐ গৃহ পূর্ণ করিয়া বহির্গত হইতেছে। মুক্তামণিবিরাজিত কাঞ্চন মুকুট নিদ্রাবশে স্খলিত হইয়াছে; মুখ কুণ্ডলের প্রভায় জ্বলিতেছে; এবং পীনায়ত বিপুল বক্ষঃস্থল রক্তচন্দনলিপ্ত মনোহর হারে শোভা পাইতেছে। নয়ন রক্তবর্ণ; পরিধান বিগলিতশুভ্র ক্ষৌম এবং পীত উত্তরীয় বস্ত্র। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন পাপের রাশি; যেন ভুজঙ্গ গর্জ্জন করিতেছে; যেন গঙ্গার অগাধ-জল-প্রান্তে মহাগজ নিদ্রিত রহিয়াছে। চারি কাঞ্চন প্রদীপ চারি দিক্ আলোকিত করিতেছে, তাহাতে, বিদ্যুৎ দ্বারা মেঘের ন্যায়, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে।

পবননন্দন দেখিলেন, গৃহমধ্যে সেই পত্নীপ্রিয় মহাত্মা রাক্ষসাধিপতির পাদমূলে তাঁহার পত্নী সকল শয়ান রহিয়াছে। তাহাদিগের বদন চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে; কর্ণে উৎকৃষ্ট কুণ্ডল ভূষণ, এবং কণ্ঠে অম্লান মাল্যদাম; সকলেই নৃত্যবাদিত্রে পণ্ডিতা; রাবণের ভুজমধ্যে এবং ক্রোড়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে। এতাদৃশী বরাভরণধারিণী কামিনী সকল নিদ্রা যাইতেছে। তাহাদিগের কর্ণপ্রান্তে বজ্র ও বৈদূর্য্যমণিখচিত কুণ্ডল সকল শোভা পাইতেছে; বাহুকেই উপধান করাতে অঙ্গদও কর্ণপ্রান্তে সংলগ্ন রহিয়াছে। তাহাদিগের ললিতকুণ্ডলমণ্ডিত সুন্দর বদনসমূহে ঐ বিমান, তারাপুঞ্জে গগণতলের ন্যায়, শোভিত হইয়াছে। রতিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া, রাক্ষসরাজের পত্নী সকল, যে যেখানে পাইয়াছে, সে সেই খানেই শয়ন করিয়া আছে। কোন সুগঠিতসর্ব্বাঙ্গী কামিনী নিদ্রাবস্থাতেই কোমল অঙ্গ বিক্ষেপ করিয়া নৃত্য করিতেছে। কেহ বীণা আলিঙ্গন করিয়াই নিদ্রা যাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন মহানদীর প্রবাহে ভাসমান হইয়া নলিনী দৈবক্রমে কোন নৌকায় আসিয়া সংলগ্ন

হইয়াছে। আর এক অসিতলোচনা মণ্ডুকযন্ত্র কক্ষদেশে করিয়াই শয়ান আছে, যেন কোন পুত্রবৎসলা কামিনী শিশুসন্তান ক্রোড়ে লইয়া নিদ্রা যাইতেছে। কোন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী চারুস্তনী পটহ আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়াছে, যেন চিররমণের পর প্রিয়কে আলিঙ্গন করিয়াই নিদ্রা যাইতেছে। কোন কমললোচনা বীণা আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা গিয়াছে, যেন সকামাকামিনী প্রিয়তম স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া সুপ্ত হইয়াছে। নিয়ত নৃত্যশালিনী আর এক ভামিনী বিপঞ্চী ক্রোড়ে লইয়া যেন কান্তের সহিত নিদ্রা যাইতেছে। কোন মদিরনয়না সুবর্ণসমবর্ণ কোমল মাংসল মনোরম অঙ্গে মৃদঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছে। আর এক কৃশোদরী রতি জন্য শ্রমে শ্রান্ত হইয়া ভুজপাশে পণব বন্ধন করিয়া নিদ্রা গিয়াছে। ডিম্‌ডিমপ্রিয়া কোন কামিনী ডিম্‌ডিম আলিঙ্গন করিয়া, বৎসকে ক্রোড়ে লইয়া বালবৎসা কামিনীর ন্যায়, নিদ্রার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে। কোন পদ্মপত্রাক্ষী, মদে বিহ্বলা হইয়া ভুজপাশে আড়ম্বর যন্ত্র ধারণ করিয়া নিদ্রা গিয়াছে। আর এক কামিনী জলকলস আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে, কলসের জলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়াছে, বোধ হইতেছে যেন বসন্তকালে শীতল করিবার জন্য মাল্যে জলসেক করা হইয়াছে। কোন ভামিনী হস্ত দ্বারা সুবর্ণ কলস সদৃশ কুচদ্বয় আবরণ করিয়া নিদ্রা গিয়াছে। আর এক পূর্ণচন্দ্রবদনা কমলপত্রাক্ষী চারুনিতম্বিনী আর এক জনকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে। কোন কোন সুন্দরী কান্তের ন্যায় স্ব স্ব বীণা আলিঙ্গন পূর্ব্বক কুচ দ্বারা মর্দ্দন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে।

দেখিতে দেখিতে হনুমান্ অবশেষে দেখিতে পাইলেন, ঐ সকল কামিনীর শয্যা হইতে পৃথক্ আর এক মনোরম শয্যায় এক অপূর্ব্বরূপশালিনী ললনা শয়ন করিয়া আছেন। তিনি মুক্তামণিসংযুক্ত বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা, নিজরূপে ঐ উৎকৃষ্ট

ভবন যেন ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ গৌর, কান্তি স্বর্ণের সদৃশ। তিনি অন্তঃপুরাধীশ্বরী, রাবণের প্রিয় মহিষী, চারুরূপিণী মন্দোদরী। বানরযূথপতি মহাবাহু পবননন্দন বিভূষিতা মন্দোদরীর রূপযৌবনসম্পত্তি দর্শনে তাঁহাকেই সীতা মনে করিয়া নিতান্ত আনন্দিত হইলেন, এবং বানর স্বভাব প্রকটন করিয়া এক প্রান্তে গিয়া বাহু আস্ফোটন, লাঙ্গূল চুম্বন, আনন্দে নৃত্য, বিবিধ ভাবভঙ্গি, গান, ও লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক স্তম্ভে আরোহণ করিয়া পুনর্ব্বার ভূমিতে পতিত হইতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ।

অনন্তর মহাকপি পূর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সুস্থির ভাবে উপবিষ্ট হইলেন; এবং সীতা বিষয়ে অন্য প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভামিনী একণে রামবিরহিণী, সুতরাং তিনি কখনই নিদ্রা যাইতে পারেন না, ভোজন, অলঙ্করণ বা পান করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে; সাক্ষাৎ দেবরাজ হইলেও, তিনি পর পুরুষকে সেবন করিবেন না; আর, দেবগণের মধ্যেও রামের সমান কেহই নাই; সুতরাং এ অন্যা কামিনী।

এইপ্রকার নিশ্চয় করিয়া, হরিশ্রেষ্ঠ সীতা দর্শন জন্য উৎসুক হইয়া পান ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কতকগুলিন কামিনী ক্রীড়া করিয়া, আর কতক গুলিন গীত করিয়া, কতক গুলিন নৃত্য করিয়া ক্লান্ত, আর কতক গুলিন মদ্য পানে বিহ্বল হইয়া তথায় নিদ্রা গিয়াছে। আর আর ভামিনী, কেহ বা মুরজ, কেহ মৃদঙ্গ, কেহ চেলিকা অবলম্বন করিয়াই নিদ্রিত হইয়াছে। আর কতকগুলিন স্ত্রী উৎকৃষ্ট আস্তরণে নিদ্রা যাইতেছে। বানরযূথপতি দেখিলেন পান ভূমিতে উত্তম ক্রীড়াশালিনী বিভূষ-ভূষিতা সহস্র সহস্র কামিনী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নাবস্থায় তৎ তৎ কামিনীর রূপ বর্ণনা পূর্ব্বক সীতার্থ

ব্যাখ্যা করিতেছে এবং দেশকালোপযুক্ত বাক্য বলিতেছে। তিনি অন্য স্থানেও দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সহস্র যুবতী নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নাবস্থায় রূপ বর্ণনা করিতেছে। হরি-যূথপতি দর্শন করিলেন, ঐ সকল কামিনী রতান্তে গাঢ় নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে দেশকালানুযায়ী বাক্য বলিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে মহাবাহু রাক্ষসরাজ, মহৎ গোষ্ঠে উৎকৃষ্ট গাভী সকলের মধ্যে বৃষের ন্যায়, শোভা পাইতেছেন। স্বয়ং রাক্ষসেশ্বর তাহাদিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, অরণ্য মধ্যে করেণুগণ দ্বারা পরিবৃত মহাগজের ন্যায় শোভিত হইয়াছেন। কপিশার্দ্দূল সেই মহাত্মা রাক্ষসপতির গৃহে সর্ব্বোত্তম বস্তু সম্পন্ন পান-ভূমি দর্শন করিলেন। দেখিলেন, পানভূমিতে মৃগ, মহিষ ও বরাহগণের মাংস ভাগ ভাগ স্থাপিত রহিয়াছে। সুবিস্তৃত সুবর্ণ পাত্র সকলে ভক্ষিত কুক্কুট ও ময়ূর সকল পড়িয়া আছে। দধি ও সৌবর্চ্চল লবণ মিশ্রিত শূল্য মৃগ, ময়ূর, অর্দ্ধভক্ষিত কৃকল, বিবিধ ছাগ ও শশক কৃতপাক মহিষ, একশল্য ও ছাগ, এবং অম্ল ও লবণ রস দ্বারা জিহ্বার জড়তা নিবারক বিবিধ শর্করা মিশ্রিত তরল ও গাঢ় দ্রাক্ষা ও দাড়িমের রস সহিত নানা প্রকার উচ্চাবচ লেহ্য পেয় ও ভোজ্য দর্শন করিলেন। স্খলিত মহামূল্য হার নূপুর ও কেয়ূর এবং পান-ভাজনে পতিত বিবিধ ফল দ্বারা, পান-ভূমি যেন পুষ্পোপহার প্রাপ্ত হইয়া অধিক শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ইতস্ততঃ স্থাপিত সুসংশ্লিষ্ট শয্যা ও আসন দ্বারা, ভূমি, অগ্নি বিনাও, প্রদীপ্তের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। উৎকৃষ্ট সংস্কারক দ্রব্য সংযুক্ত, নিপুণ পাচক কর্তৃক পক্ক বিবিধ মাংসের সহিত বিবিধ সুনির্ম্মল দিব্য সুরা এবং নানা গন্ধ দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত বিবিধ শৌণ্ডিককৃত সুরা, শর্করাসব, মাধ্বীক, পুষ্পাসব ও ফলাসব ভূমিমধ্যে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপিত আছে। বহুপ্রকারে গ্রথিত বহুতর মাল্য, হিরণ্ময় কলস, স্ফটিকময় পাত্র এবং সুবর্ণময় করক সকলে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভূমি শোভিত হইয়া,

আছে। তথায় রজত ও স্বর্ণকুম্ভ সকলের মধ্যে উৎকৃষ্ট পেয় সঞ্চিত রহিয়াছে। মহাকপি আরও দেখিলেন, সুবর্ণময় ও মণিময় পাত্র সকল স্থানে স্থানে সীধুতে পরিপূর্ণ আছে। কোন কোন পাত্র অর্দ্ধপীত হইয়াছে; কোন কোনটী নিঃশেষে পান করা হইয়াছে, কোন কোনটী আদৌ পান করা হয় নাই। কোন স্থানে বিবিধ ভক্ষ্য, কোথাও কোন প্রকার পেয়, কোন স্থানে বা অর্দ্ধাবশিষ্ট পান ভোজন পতিত রহিয়াছে। হনুমান্ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া এই সমস্ত দর্শন করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। আর এক স্থানে নারীগণের বহুবিধ শয্যা শূন্য পতিত আছে। কতক গুলি সুন্দরী পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। কোন অবলা, নিদ্রাবলে পরাজিতা হইয়া, অন্য কামিনীর বস্ত্র আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ দেহ বেষ্টন করিয়া উহার শয়ন স্থানে যাইয়া নিদ্রিত রহিয়াছে। নিশ্বাসবায়ু দ্বারা কম্পিত হইয়া তাহাদিগের গাত্রলগ্ন বসন ও মাল্য, মন্দ মন্দ বায়ু দ্বারা কম্পিত হইলে যেরূপ শোভা পাইত, সেই রূপ শোভাই পাইতেছে। শীতল চন্দন, মদ্য, মধুর রস, বিবিধ মাল্য, বিবিধ পুষ্প এবং চন্দনে কৃতস্নান কামিনীগণ ও ধূপ, এই সমস্তের বিবিধ গন্ধ বহন করিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে ভূমির বহিস্থিত পুষ্পক-বিমান সুগন্ধে ব্যাপ্ত হইয়াছে। হনুমান্ রাক্ষসের অন্তঃপুর মধ্যে অন্য কতকগুলি নিরতি-নির্ম্মল-গৌরাঙ্গী প্রমদা দর্শন করিলেন। আর কতক গুলি কৃষ্ণাঙ্গী; কতকগুলি বর্ণ বা কাঞ্চনের বর্ণ সদৃশ। রতি-খেদে ক্লান্ত হইয়া ঐ সকল কামিনী নিদ্রা যাইতেছিল। তৎকালে তাহাদিগের রূপ, রাত্রিকালে মুকুলিত পদ্মিনীর রূপের ন্যায়, প্রকাশ পাইতেছিল।

মহাতেজা হনুমান্ এই প্রকারে রাবণের অন্তঃপুরের সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থান দর্শন করিলেন, কিন্তু জানকীকে দেখিতে পাইলেন না। ঐ সকল স্ত্রীকে দর্শন করিতে করিতে, অবশেষে ঐ মহা-

কপি ধর্ম্মলোপ আশঙ্কায় মহাভয়ে ভীত হইলেন; ভাবিলেন, আমি এই যে নিদ্রিতাবস্থায় পরনারী সকল দর্শন করিলাম, নিশ্চয়ই ইহাতে আমার গুরুতর ধর্ম্মহানি করিবে। আমার দৃষ্টি কখনও পরদারের প্রতি পতিত হয় না। আবার, পরদার ভোগী এই রাবণকেও আমি এই স্থানে দর্শন করিলাম।

মনস্বী হনূমান্ প্রমাণসিদ্ধ সিদ্ধান্ত বিষয়ে মনোযোগ পূর্ব্বক এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন; ইতি মধ্যে তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্দ্ধারণসমর্থা অন্য চিন্তা উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, রাবণের স্ত্রীসকল নিঃশঙ্ক চিত্তে নিদ্রা যাইতেছে, এই অবস্থায় আমি ইহাদিগকে দর্শন করিলাম বটে, কিন্তু আমার মনোমধ্যে কোন বিকারই জন্মে নাই। পাপ পুণ্য বিষয়ে যে কোন ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি উৎপাদন পক্ষে একমাত্র মনই কারণ; সেই মন আমার দৃঢ়তর অবিকৃত অবস্থাতেই রহিয়াছে। আর, আমি অন্য কোন স্থানে, জানকীর অনুসন্ধান করিতে পারি না। কারণ দেখা যায়, লোকে স্ত্রীলোকের অন্বেষণ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই করিয়া থাকে। যে প্রাণীর যে জাতি, তাহাকে সেই জাতি মধ্যেই অন্বেষণ করিতে হয়; মানুষী অনুদ্দিষ্ট হইলে, হরিণীদলের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই জন্যই আমি শুদ্ধ মনে রাবণের এই অন্তঃপুরের সর্ব্বস্থান অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু জানকীকে দেখিতে পাইতেছি না।

বীর্য্যবান্ হনূমান্ অনেকানেক দেবকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, ও নাগকন্যা দর্শন করিলেন, কিন্তু জানকীকে দেখিতে পাইলেন না। বিবিধ সুন্দরী কামিনীকে দর্শন করিয়াও, যখন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন মহাকপি তথা হইতে বহির্গত হইয়া প্রস্থান করিতে উপক্রম করিলেন।

শ্রীমান্ পবননন্দন পানভূমি পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার সযত্ন হইয়া সর্ব্বস্থানে জানকীর অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

সেই পবননন্দন পুরীর মধ্যে থাকিয়া সীতার দর্শন বিষয়ে সমুৎসুক হইয়া সমস্ত লতাগৃহ, চিত্রগৃহ, ও রাত্রিনিবাসগৃহে গমন করিলেন, কিন্তু সেই চারুদর্শনাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন সেই মহাকপি রঘুনন্দনের সেই প্রিয়াকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; নিশ্চয় জানকী জীবিত নাই; কারণ, আমি বিশেষ করিয়া অন্বেষণ করিতেছি, মৈথিলী তথাপি আমার দৃষ্টি পথে পতিত হইতেছেন না। বালিকা জানকী সতী, সুতরাং নিজ সৎ স্বভাব রক্ষা করা তাঁহার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য; পতিব্রতার পরম পথে অবস্থিতি করাতেই সাধুজনের অনিষ্টকারী এই রাক্ষসরাজ তাঁহাকে হত্যা করিয়া থাকিবে। অথবা রাবণের কদর্য্যরূপা, বিকৃতাকারা, বিকৃতবর্ণা, বিস্তৃতবদনা, দীর্ঘবিকৃতনয়না চেটীদিগকে দর্শন করিয়া জনকরাজদুহিতা ভয়েই বিনষ্ট হইয়া থাকিবেন। সীতার অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না, সাগর লঙ্ঘন রূপ পৌরুষের ফল পাইলাম না, বানরগণের সহিত বহুকালও অতিবাহিত করিলাম সুতরাং আমি এখন আর সুগ্রীবের নিকট যাইতে পারি না; সুগ্রীব অতি বলবান; তাঁহার দণ্ডও অতি নিদারুণ। সমুদায় অন্তঃপুর দর্শন করিলাম, রাক্ষসকামিনীদিগকেও দেখিলাম; কিন্তু সাধ্বী সীতাকে প্রাপ্ত হইলাম না, সুতরাং আমার সকল পরিশ্রমই বৃথা হইল। আমি প্রত্যাগমন করিলে পর, বানরগণ সকলে একত্রিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, বীর! তুমি তথায় গমন করিয়া কি করিয়া আসিয়াছ, আমাদিগকে বল। আমি জনকাত্মজাকে দেখিতে পাইলাম না, তাহাদিগকে উত্তরই বা কি করিব। অতএব প্রায়োপবেশন করিতেই হইল; সময়ও অতিবাহিত হইয়াছে। আমি সমুদ্রের পারে গমন করিলে, বৃদ্ধ জাম্ববান্ কি বলিবে। অঙ্গদই বা কি বলিবে।

বানরগণ একত্রিত হইয়াই বা কি বলিবে। অথবা, উৎসাহ সিদ্ধির মূল; উৎসাহ পরম সুখ। অতএব যে যে স্থানে গমন করি নাই, সেই সেই স্থানে পুনর্ব্বার অন্বেষণ করিব। উৎসাহই সর্ব্বসময়ে সর্ব্ব কার্য্যে প্রবৃত্তিজনক। জীব যে কর্ম্ম করে, উৎসাহই তাহার সফলতা উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব উৎসাহ জনক দৃঢ় যত্নই অবলম্বন করিব; রাবণ-রক্ষিত যে যে দেশ দর্শন করি নাই, তথায় অনুসন্ধান করিব। সমস্ত পান গৃহ ও অপূপ গৃহ অন্বেষণ করিয়াছি। যাবদীয় চিত্রশালা এবং ক্রীড়াগৃহ সকলও বারম্বার অনুসন্ধান করিয়াছি। গৃহ ও আরাম বীথিকা এবং বিমান সকল, সমস্তই অন্বেষণ করিয়াছি।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া যাবতীয় ভূমধ্যস্থ গৃহ, চৈত্যগৃহ, ও গৃহের উপরিগৃহ সকল অন্বেষণ করিবার জন্য পুনর্ব্বার উদ্যুক্ত হইলেন। কোথাও উপরে আরোহণ, কোথাও নিম্নে অবরোহণ, কোথাও অবস্থিতি, কোথাও গমন, কোথাও দ্বার উদ্‌-ঘাটন, কোথাও কবাট সংঘটন, কোথাও প্রবেশ, কোথাও নিষ্ক্রমণ করিয়া, কোথাও বা প্রপতিত, কোথাও বা নিপতিতের ন্যায় হইয়া, সেই মহাকপি সর্ব্বস্থান বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং সাগরলঙ্ঘন বৃথা হইল দেখিয়া, পুনর্ব্বার চিন্তিত হইলেন।

অনন্তর বিমান হইতে অবতরণ করিয়া পবননন্দন হনুমান্ শোকাভিভূতচেতা হইয়া চিন্তান্বিত হইলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

বানরযূথপতি বেগবান্ সেই হনুমান্ বিমান হইতে প্রাকারের উপর গমন করিয়া মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন। সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, রাবণের ভবন হইতে

বহির্গত হইয়া, হনুমান্ বলিতে লাগিলেন রামের প্রেয়সীকে অন্বেষণ করিতে করিতে আমি অনেকবার লঙ্কা অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিদেহনন্দিনী সীতাকে দেখিতে পাইলাম না। যাবতীয় পল্বল, তড়াগ, সরোবর, তরঙ্গিণী নদী, অনূপদেশ, বনান্ত, দুর্গ, ভূধর, এবং সমস্ত ভূমি বহুবার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু জানকীকে দেখিতেছি না। গৃধ্ররাজ সম্পাতি বলিয়া দিয়াছেন, সীতা এই রাবণের আলয়ে আছেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিতেছি না কেন। রাবণ বলপূর্ব্বক হরণ করাতে, জনকনন্দিনী সীতা অগত্যা রাবণকে ভজনা করেন নাই ত? বোধ হয়, রাক্ষসে সীতাকে হরণ করিয়া রামের বাণের ভয়ে ভীত হইয়া যখন শীঘ্র শীঘ্র আকাশে উত্থান করিতেছিল, সেই সময় সীতা পথিমধ্যে কোথাও পতিত হইয়া থাকিবেন। অথবা সিদ্ধগণবিচরিত আকাশপথে যখন হরণ করিয়া লইয়া আইসে, তখন সাগর দর্শন করিয়া আর্য্যার প্রাণ বিগলিত হইয়াছে। রাবণের মহাবেগ এবং ভুজদ্বয় দ্বারা পীড়ন নিবন্ধন বোধ হয় বিশালাক্ষী আর্য্যা জীবিত ত্যাগ করিয়াছেন। সাগর পার হইবার সময় রাবণ যখন ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল, নিশ্চয়ই জনকতনয়া তখন বিলুণ্ঠিত হইতে হইতে সাগরে পড়িয়া গিয়াছেন। আহা, আপন চরিত্র রক্ষার নিমিত্ত যত্ন পাওয়াতে, এই ক্ষুদ্রাশয় রাবণ অনাথা তপস্বিনী সীতাকে ভক্ষণ করিয়াছে। অথবা রাক্ষসরাজের দুষ্টাশয়া পত্নী সকল সদাশয়া সেই অসিতলোচনাকে ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। অথবা রামের পূর্ণচন্দ্রসঙ্কাশ পদ্মপলাশসদৃশলোচন-শোভিত বদন চিন্তা করিতে করিতে শোকে অভিভূতা হইয়া সীতা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। কিম্বা হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা অযোধ্যা! এই বলিয়া বার বার বিলাপ করিয়া ভামিনী বিদেহনন্দিনী দেহ রাখিয়া থাকিবেন। অথবা বোধ হয়, রাবণের ভবনমধ্যে কোন গুপ্তস্থানে রক্ষিতা হইয়া, বালা পঞ্জরস্থা শারিকার ন্যায় সাতিশয় বিলাপ

করিতেছেন। পদ্মপলাশলোচনা সুমধ্যমা রামপত্নী জনকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনিই বা রাবণের বশীভূতা হইবেন কেন। যাহাই হউক, জনকাত্মজাকে দেখিতে না পাই, দেখিতে পাওয়া নিতান্ত অসম্ভবই হয়, অথবা তিনি মরিয়াই থাকেন, আমি রামকে ইহার কোন কথাই নিবেদন করিতে পারিব না, কারণ রাম ভার্য্যাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। নিবেদন করিলেও দোষ, নিবেদন না করিলেও দোষ ঘটে, কর্ত্তব্য কি; আমার বিষম সমস্যা বোধ হইতেছে। কার্য্যের ত এতাদৃশী অবস্থা উপস্থিত, এক্ষণে সময়োচিত কর্ত্তব্য কি হয়; বিচার করিতে করিতে হনুমানের এইরূপ চিন্তা উপস্থিত হইল। যদি সীতাকে দর্শন না করিয়া, আমি এই স্থান হইতে বানররাজের নগরীতে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে আমার কোন্ পুরুষার্থই বা সিদ্ধ হইবে। আমার এই সাগরলঙ্ঘন, লঙ্কাপ্রবেশ এবং রাক্ষসগণকে দর্শন করাও বৃথা হইবে। কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইলে সুগ্রীবই বা কি বলিবেন। বানরগণই বা নিকটে আসিয়া কি বলিবে। দশরথের সেই দুই পুত্রই বা কি বলিবেন। আমি যাইয়া যদি কাকুৎস্থকে নিদারুণ সংবাদ দান করি যে, সীতাকে দেখিতে পাইলাম না, তাহা হইলে তিনি জীবিত ত্যাগ করিবেন। শ্রুতিকঠোর, ভয়ঙ্কর, অসহ্য, উগ্র, ইন্দ্রিয়সন্তাপজনক সীতাবিষয়ক অমঙ্গল বাক্য শ্রবণ করিলে তিনি জীবিত থাকিবেন না। তাঁহাকে শোকাভিভূত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইতে দেখিলে, নিরতিশয় অনুরক্ত লক্ষ্মণ আর থাকিবেন না। দুই ভ্রাতা মরিয়াছেন শুনিলে, ভরতও মরিবেন। ভরতকে মরিতে দেখিলে শত্রুঘ্নও থাকিবেন না। তখন পুত্রদিগের মরণ দর্শন করিয়া মাতা কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং কেকয়ীও নিশ্চয় জীবিত থাকিবেন না। বানররাজ সুগ্রীব কৃতজ্ঞ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; রামের তাদৃশী দশা দর্শন করিলে, জীবন ত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে স্বামীর শোকে পীড়িতা, দুর্ম্মনা, ব্যথিতা, দীনভাবাপন্না ও

নিরানন্দা হইয়া তপস্বিনী কৃশাও প্রাণত্যাগ করিবেন। রাজ্ঞী তারা বালির জন্য দুঃখে পীড়িতাই আছেন, শোকে আকৃষ্ট হইয়া তিনিও থাকিবেন না, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন। মাতা পিতার মরণ এবং সুগ্রীবের মরণ হেতু কুমার অঙ্গদও জীবিত ত্যাগ করিবেন। বনবাসী বানরাদি প্রভুর নিধন জন্য দুঃখে অভিভূত হইয়া মস্তকে করাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত করিবে। বানররাজ সান্ত্বনাবাক্য, দান ও মান দ্বারা বানরদিগকে লালন করিয়া আসিতেছেন; সুতরাং তাহারা প্রাণ ত্যাগ করিবে। কি বন, কি শৈল, কি গুহাদি আবৃত স্থান, কোন স্থানেই একত্রিত হইয়া বানরশ্রেষ্ঠগণ আনন্দ অনুভব করিতে পারিবে না। প্রভুর শোকে কাতর হইয়া, পুত্র, দার ও অমাত্যগণের সমভিব্যাহারে শৈলাগ্র হইতে সমবিষম স্থানে পতিত হইবে; না হয়, বিষপান, উদ্বন্ধন, অগ্নিপ্রবেশ, উপবাস বা নিজ নিজ দেহে শস্ত্র প্রহার করিবে। দেখিতেছি, আমি প্রত্যাগমন করিলে, ঘোর ক্রন্দন আরম্ভ হইবে, ইক্ষ্বাকুবংশের ও যাবতীয় বনবাসী বানরাদিরও ধ্বংস হইবে। অতএব আমি এই স্থান হইতে কিষ্কিন্ধানগরী গমন করিব না। মৈথিলী ব্যতীত, আমি সুগ্রীবকে যাইয়া দর্শন করিতে পারিব না, আমি বরং না যাইয়া এই স্থানে যদি অবস্থিতি করি, তাহা হইলে সেই দুই ধর্ম্মাত্মা মহারথ এবং বলবান্ বানরগণ আশায় প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিবে। জনকাত্মজাকে দেখিতে না পাইলে আমি বানপ্রস্থ হইয়া হস্তে বা মুখে পতিত ফলাদি মাত্র আহার করিয়া নিয়ত বৃক্ষ মূলে বাস করিব। অথবা সাগরের বহু মূল-ফল-ও জল সম্পন্ন অনূপদেশে চিতা প্রস্তুত করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিব। কিম্বা আত্মলাভার্থ যথোক্ত বিধানে উপবেশন করিয়া থাকিব, পক্ষী ও শ্বাপদ সকল আমার শরীর ভক্ষণ করিবে। ঋষিগণ আর এক মুক্তির উপায় উপদেশ করিয়াছেন; আমি জানকীকে না দেখিতে পাইলে, বিধানানুসারে জলেই বা

প্রবেশ করিব। আমার যে বিবিধ সৎকার্য্যসম্ভূতা বিখ্যাতা কীর্ত্তিমালা ছিল, সীতার দর্শন প্রাপ্ত না হওয়াতে, সেই সুন্দরী মালা চিরকালের জন্য ছিন্ন হইল। সেই অসিতলোচনাকে দেখিতে না পাইলে আমি না হয় নিয়মধারী যতি হইয়া বৃক্ষমূলে বাস করিব, এস্থান হইতে আর প্রতিগমন করিব না। সীতার উদ্দেশ প্রাপ্ত না হইয়া আমি যদি এ স্থান হইতে প্রতিগমন করি, তাহা হইলে অঙ্গদ সকল বানরের সহিত জীবন ত্যাগ করিবে।

অথবা মরণে নানাদোষ, জীবিত থাকিলেই মঙ্গল লাভ করিতে পারিব। অতএব প্রাণ ধারণ করিব, আমি জীবিত থাকিলে সুখ সংযোগ অবশ্যই হইবে।

কপিশ্রেষ্ঠ মনোমধ্যে উক্তপ্রকার নানা দুঃখ চিন্তা করত, তৎকালে দুঃখের পার পাইলেন না। অনন্তর ধৈর্য্যশালী কপিকুঞ্জর বিক্রম অবলম্বন করিয়া চিন্তা করিলেন, না হয় মহাবল দশগ্রীব রাবণকেই সংহার করিব, সীতা অপহরণ করিয়াছে করুক; শোধ গ্রহণ করা হইবে। অথবা মূল হইতে এই নগরকে উত্তোলন করিয়া, পশুপতির নিকট পশুর ন্যায়, রামের নিকটে লইয়া উপহার প্রদান করিব।

সীতাকে প্রাপ্ত না হইয়া এইপ্রকার ভাবনায় আক্রান্ত এবং চিন্তা ও শোকে নিমগ্নচেতা হইয়া, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, যতক্ষণ যশস্বিনী রামপত্নী সীতাকে না দেখিতেছি, সম্পাতির বচনানুসারে ততক্ষণ এই লঙ্কাপুরী বার বার অন্বেষণ করি। রামকেই বা এই স্থানে আনয়ন করি, কিন্তু রাম যদি ভার্য্যাকে দেখিতে না পান তাহা হইলে সকল বানরকেই দগ্ধ করিবেন। অথবা নিয়মিত আহার ও ইন্দ্রিয় সংযমন করিয়া এই স্থানেই বসতি করিব, আমার জন্যে বানরদিগকে মরিতে না হয়। আর এই মহা মহা বৃক্ষ শালিনী অশোকবনিকাও রহিয়াছে, এই বনে গমন করিব আমি এ বন অন্বেষণ করি নাই।

বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুদ্‌গণকে নমস্কার করত গমন করিয়া আমি রাক্ষসদিগের শোকবৃদ্ধি করিব। রাক্ষসদিগকে জয় করিয়া, তপস্বীকে তপঃসিদ্ধির ন্যায়, আমি রামকে দেবী ইক্ষ্বাকুকুলনন্দিনী সমর্পণ করিব।

চিন্তায় ব্যাকুলেন্দ্রিয় মহাবাহু পবননন্দন হনুমান্ মুহূর্তকাল উক্তরূপ ভাবনা করিয়া উত্থিত হইলেন। রাম লক্ষ্মণকে নমস্কার; দেবী জনকাত্মজাকে নমস্কার; রুদ্র, ইন্দ্র, যম, বায়ু, চন্দ্র অগ্নি ও মরুদ্‌গণকে নমস্কার। এই সকলকে এবং সুগ্রীবকে নমস্কার করিয়া পবননন্দন সর্ব্বদিক্ অবলোকন পূর্ব্বক অশোকবনিকার দিকে যাত্রা করিলেন। মারুততনয় হনুমান্ মনোদ্বারা ইতিপূর্ব্বেই শোভনীয় অশোকবনে গমন করিয়াছিলেন; গমনের পর কি করিবেন, এক্ষণে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। বিবিধ কাননে বেষ্টিত ও খনন সেকাদি সংস্কারে সংস্কৃত পুণ্য অশোকবনের নিশ্চয়ই অনেক রক্ষক থাকিবে। অবশ্যই রক্ষিগণ এই বনে স্থাপিত হইয়া বৃক্ষ সকল রক্ষা করিতেছে। ভগবান্ জগৎপ্রাণ বায়ুও অধিক বেগে প্রবাহিত হন না। রামের কার্য্য সাধন, এবং রাবণ দেখিতে না পায় এই জন্য আমি শরীর সংক্ষেপ করিয়াছি। ঋষিগণ ও দেবগণ এই কার্য্যে আমাকে সিদ্ধি দান করুন। স্বয়ং ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, দেবগণ, তপস্বিগণ, অগ্নি, বায়ু, বজ্রধারী ইন্দ্র, পাশহস্ত বরুণ, সোম, আদিত্য, মহাত্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যাবতীয় মরুদ্‌গণ, সর্ব্বভূত, ও ভূতনাথ, এবং যাত্রাকালীন সিদ্ধিদাতার মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রে গণিত হন নাই, তাঁহারাও সকলে আমাকে সিদ্ধি দান করিবেন। আমি কতক্ষণে আর্য্যার সেই উন্নতনাসিকামণ্ডিত, শুভ্র-দন্ত-শোভিত, অনিন্দিত-বিষদ-হাস্যলাঞ্ছিত, পদ্মপলাশ-তুল্য-লোচনশালি প্রসন্ন-চন্দ্র-তুল্য-কান্তি বদন দর্শন করিব। আমি ক্ষুদ্র, হীন, কর্কশমূর্ত্তি ও ভীষণাকৃতি, কিন্তু যাহাতে বিশ্বাস হইতে পারে এরূপ বেশ ধারণ করিয়াছি, বলে পরাজিত্য

তপস্বিনী বালা আজ কি করিলে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

মহাতেজা হনুমান্ মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা ও মনোমধ্যে সীতাকে ভাবনা করিয়া, সেই ভবন হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নিম্নতর প্রাচীরে উপস্থিত হইলেন। প্রাচীরে অবস্থিতি করিয়া মহাকপি আনন্দে সর্ব্বাঙ্গে পুলকিত হইয়া দেখিলেন, আম্র বনে আচ্ছন্ন ও শত শত লতায় সমাবৃত শাল, অশোক, ভব্য, সুন্দরপুষ্প চম্পক, উদ্দালক, নাগ, এবং কপিমুখাকৃতি ফলশালি চূত প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষের অগ্রভাগ সকল পুষ্পিত হইয়াছে। অনন্তর লম্ফ প্রদান করিয়া জ্যানির্ম্মুক্ত নারাচের ন্যায়, বৃক্ষবাটিকামধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া বলবান্ হনুমান্ দেখিলেন, ঐ বাটিকা অতি বিচিত্র, বিবিধ বিহঙ্গম তন্মধ্যে রব করিতেছে, রৌপ্য ও সুবর্ণময় বৃক্ষ সকল সর্ব্বত্র আবরণ করিয়া আছে। নানাপ্রকার মৃগ ও পক্ষিগণে বাটিকা নানারূপ শোভা ধারণ করিয়াছে; বিচিত্র বৃক্ষগণে বিচিত্র হইয়া আছে; বালোদিত সূর্য্যের ন্যায় আভা বিকিরণ করিতেছে, নানাবিধ-পুষ্প ফল শালী বৃক্ষে আবৃত হইয়া আছে; মত্ত কোকিল ও ভৃঙ্গরাজকুলের শব্দে নিনাদিত হইতেছে। তথায় মনুষ্যগণ সর্ব্ব সময়েই প্রফুল্ল ও মৃগপক্ষী মত্ত হইয়া আছে। ময়ূর সকল মত্ত হইয়া কেকারব করিতেছে; এবং নানা পক্ষী বাস করিতেছে। হনুমান্ বরবর্ণিনী অনিন্দিতা রাজনন্দিনীর অন্বেষণ করিতে করিতে সুখপ্রসুপ্ত বিহঙ্গমদিগকে জাগরিত করিয়া তুলিলেন। পক্ষী সকল পক্ষ বিস্তার করত উড্ডীন হওয়াতে বিবিধ বৃক্ষ নানাবর্ণ পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল। পবননন্দন হনুমান পুষ্প দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অশোক-

বন মধ্যে পুষ্পময় পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি বৃক্ষোপরি আরূঢ় হইয়া সর্ব্বদিকে ধাবিত হইতে থাকিলে তাঁহাকে দেখিয়া সর্ব্বপ্রাণী বসন্ত জ্ঞান করিতে লাগিল। বৃক্ষ হইতে পতিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পুষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া তত্রত্য ভূমি, বিভূষিতা প্রমদার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বলবান্ হনুমান্ বলপূর্ব্বক নানাপ্রকারে কম্পিত করাতে বৃক্ষ সকল কম্পিত হইয়া নানাপ্রকার পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। পত্র ও অগ্রভাগ অপহৃত হইল, পুষ্প ও ফল পতিত হইল; অতএব শাখী সকল ত্যক্তবস্ত্র ও ত্যক্তভূষণ দ্যূত ক্রীড়কদিগের ন্যায় পরাজিত হইল। বেগবান্ হনুমান কম্পিত করাতে ফলশালী উৎকৃষ্ট বৃক্ষ সকল ঝর ঝর করিয়া পুষ্প পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পবননন্দন চালন করাতে, পক্ষী সমস্ত উড়িয়া গেল, স্কন্ধমাত্র অবশিষ্ট হইল, এতাদৃশ অবস্থায় বৃক্ষ সকল আর সেবন করিবার উপযুক্ত রহিল না। লাঙ্গুল, হস্ত, ও চরণ-দ্বয় দ্বারা মর্দ্দিত হওয়াতে অশোকবনিকার বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইয়া গেল; তদবস্থা দর্শন করিয়া বোধ হইল যেন কোন যুবতীর কেশপাশ বিস্রস্ত, অঙ্গরাগ বিদলিত, শুক্ল দন্ত ও ওষ্ঠ নিপীত এবং অঙ্গ নখ ও দন্ত দ্বারা বিক্ষত হইয়াছে। বর্ষাকালে বায়ু যেমন মেঘজাল বিচ্ছিন্ন করে, মহাকপি তেমনি বেগে বৃহতী লতা সকল ছিন্ন করিলেন। তন্মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে হনুমান্ মণিময়, রজতময়, ও কাঞ্চনময় মনোরম ভূমি সকল দর্শন করিলেন। উৎকৃষ্ট জল পূরিত বিবিধাকার বাপী সকলও দেখিলেন। ঐ সকল বাপীর স্থানে স্থানে মহামূল্য বিবিধ মণি দ্বারা সোপান বন্ধন করা হইয়াছে। এবং উহাদিগের সিকত মুক্তা ও প্রবাল এবং অস্তরকুট্টিম স্ফটিক দ্বারা নির্ম্মিত। তীরজাত বিচিত্র কাঞ্চনবৃক্ষরাজি দ্বারা উপশোভিত ঐ সমস্ত বাপীতে পদ্ম ও উৎপলবন বিকসিত হইয়াছে এবং চক্রবাক সকল শোভা সম্পাদন আর দাত্যূহ, হংস ও সারস সকল রব

করিতেছে। তীরজাত ক্রমশালিনী অমৃততুল্যতোয়া স্বাস্থ্যদায়িনী দীর্ঘ দীর্ঘ নদী সকল চারিদিক্ হইতে আসিয়া ঐ সমস্ত বাপীতে নিয়ত জল সঞ্চয় করিতেছে। শত শত লতা আসিয়া উহাতে অবনত হইয়া পড়িয়াছে এবং কল্পবৃক্ষজাত কুসুমরাশি সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। লতাদাম মধ্যে করবীররাজি মধ্যে মধ্যে অবকাশ করিয়াছে।

অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ মেঘসঙ্কাশ, উন্নতশিখর, বিচিত্রশৃঙ্গ সম্পন্ন, সর্ব্বত্র শৃঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত, শিলাগৃহ সকলে অবকীর্ণ, নানাবৃক্ষে আচ্ছন্ন জগতের মধ্যে মনোহর এক পর্ব্বত দর্শন করিলেন। দেখিলেন, সেই পর্ব্বত হইতে এক নদী, প্রিয়ের ক্রোড় হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া কামিনীর ন্যায়, পতিত হইয়াছে। পাদপ সকলের অগ্রভাগ জলে পতিত হইয়া উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন, প্রিয়সখীগণ ক্রুদ্ধা ঐ প্রমদাকে নিবারণ করিতেছে। মহাকপি দেখিলেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া জল আবার কোন স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতেছে, যেন কামিনী প্রসন্ন হইয়া পুনর্ব্বার প্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইতেছে। ঐ নদী হইতে দূরে পদ্মসরোবর সকল অবস্থিতি করিতেছে। পবনতনয় কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ দেখিলেন, নানা পক্ষী ঐ সকলে বিহার করিতেছে। শীতল জলে পরিপূরিতা এক কৃত্রিমদীর্ঘিকাও দর্শন করিলেন। ঐ দীর্ঘিকার সোপান উৎকৃষ্ট মণি দ্বারা নির্ম্মিত এবং মুক্তাময় সিকত উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে, বিবিধ মৃগ নানা স্থানের নানা রূপ শোভা সম্পাদন এবং বিচিত্র বৃক্ষ সকল উহাকে বিচিত্র করিয়াছে। চারি দিকে বিশ্বকর্ম্মা অতি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কৃত্রিম কানন সকলও নির্ম্মিত হইয়াছে; তদ্দ্বারা উহার অতি মনোরম শোভা হইয়াছে। তথায় পুষ্পিত ও ফলবান্ যে কোন বৃক্ষ ছিল, তাহারই উপর ছত্রাকার আশ্রয় এবং চতুর্দ্দিকে রজতাদিবদ্ধ সুবর্ণবেদিকা নির্ম্মিত।

মহাকপি এক প্রধান শিংশপাবৃক্ষ দেখিলেন, উহা বহুবিধ লতা-বিতান দ্বারা বেষ্টিত এবং উহার আভা কাঞ্চনের ন্যায়। অন্য কোন বৃক্ষের সহিতও উহার কোন সংস্রব নাই। উহার চতুর্দ্দিক্ হেমময় বেদিকা দ্বারা বেষ্টিত। হনুমান্ বিবিধ ভূবি-ভাগ, পর্ব্বত প্রস্রবণ এবং অন্যান্য পাবকসমকান্তি সুবর্ণ বৃক্ষ সকলও দর্শন করিলেন। সুমেরুসমপ্রভ ঐ সমস্ত বৃক্ষের প্রভায় ব্যাপ্ত হইয়া তৎকালে বীর হনুমান্ আপনার সর্ব্ব গাত্র সুবর্ণময় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এবং বায়ুচালিত শত শত কিঙ্কিণী শব্দে নিনাদিত, সুন্দর পুষ্পশালী, নূতন অঙ্কুর ও পল্লব শোভিত মনোরম ঐ সমস্ত কাঞ্চনবৃক্ষ দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইলেন।

অনন্তর মহাবেগশালী হনূমান্ পত্রাচ্ছাদিত পূর্ব্বোক্ত শিংশপা-বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ভাবিলেন, আমি এই স্থান হইতে রামদর্শনলালসা জানকীকে দর্শন করিব; তিনি দুঃখে কাতর হইয়া অবশ্যই যদৃচ্ছা ক্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। চন্দন, চম্পক ও বকুলগণ দ্বারা বিভূষিত এই অশোকবন অবশ্য দুরাত্মা রাবণেরই হইবে। পক্ষিকুলনিষেবিত এই পদ্মসরোবরও রহিয়াছে; রাজমহিষী জানকী নিশ্চয়ই এই সরোবরে আগমন করিবেন। রামবিরহিতা রামপ্রিয়া জানকী রাজ-মহিষী, অতএব সর্ব্বদা উদ্যান বিচরণে সম্পূর্ণ পটু; অব-শ্যই আগমন করিবেন। এতাদৃশ বনবিচরণনিপুণা মৃগশাবক-লোচনা জানকী রামের চিন্তায় আকৃষ্ট হইয়া অবশ্যই এক্ষণে এই উদ্যানে আগমন করিবেন। রামলোচনা দেবী বনচারিণী হইয়া নিত্য বনবাসে প্রণয়িনী হইয়াছেন, এক্ষণে রামশোকে সন্তপ্ত হইয়াছেন, অতএব এই বনে আগমন করিবেন। রামের প্রিয়া ভার্য্যা সাধ্বী জনকদুহিতা নিশ্চয়ই ইতিপূর্ব্বে সতত বনেচর মৃগপক্ষী ভাল বাসিতেন। এক্ষণে প্রাতঃকাল উপস্থিত, শ্যামাঙ্গী জানকীর প্রাতঃকাল কর্ত্তব্য স্নানাদিতে নিষ্ঠা আছে।

অতএব বরবর্ণিনী প্রাতঃকৃত্যের জন্য পুণ্যতোয়া এই নদীতে আগমন করিবেন। তিনি রাজেন্দ্র রামের অভিমত ভার্য্যা ও মঙ্গলময়ী; অতএব এই পবিত্র অশোক বন তাঁহার উপযুক্তও বটে। চন্দ্রসদৃশবদনা দেবী যদি জীবিতা থাকেন; তাহা হইলে শীতলজল এই নদীতে অবশ্যই আগমন করিবেন।

মহাত্মা হনুমান্ তথায় গমন করিয়া এইরূপে রাজেন্দ্রপত্নীর প্রতীক্ষা এবং নিবিড়পত্রযুক্ত সুন্দরপুষ্পসম্পন্ন শিংশপারক্ষে লুক্কায়িত হইয়া সমুদায় দর্শন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

ঐ বৃক্ষে অবস্থিতি করিয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ ও সীতার অন্বেষণ ক্রমে সমস্ত ভূভাগ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সমগ্র অশোকবন দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, বন নন্দনকাননের লতা ও পাদপ সকলে উপশোভিত হইয়া নন্দন কাননের ন্যায় শোভা পাইতেছে ও মৃগপক্ষিগণে সর্ব্বত্র আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তন্মধ্যে হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ সকল পরস্পর সংঘটিত ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে; কোকিলকুল আকুল হইয়া রব করিতেছে। দীর্ঘিকা সকল সুবর্ণময় উৎপল ও পদ্ম ধারণ করিয়া শোভা সম্পাদন করিতেছে; বহুতর আসন আস্তরণে আবৃত হইয়া আছে; বহু ভূমিগৃহ এবং সর্ব্ব ঋতুর কুসুম ও ফলশালী বৃক্ষ সকল রহিয়াছে। পুষ্পিত অশোক বৃক্ষগণের কান্তিতে যেন সূর্য্যোদয়ের আভা প্রকাশ পাইতেছে। হনুমান্ তথায় অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন যেন সমস্ত বন প্রজ্বলিত হইতেছে। নানাপ্রকার শত শত পক্ষী উপর্য্যুপরি পতিত ও পুষ্পভূষণে ভূষিত হইয়া বৃক্ষসমূহের পত্র আচ্ছাদন করিতেছে, অতএব বোধ হইতেছে, যেন ঐ সকলের পত্র নাই। মূল হইতে পুষ্পিত শোকনাশন অশোক সমস্ত পুষ্পভারজনিত

অতিভারে নম্র হইয়া যেন মেদিনী অবলম্বন করিয়াছে। এতাদৃশ অশোক, এবং কুসুমিত কর্ণিকার ও কিংশুক বৃক্ষ সকলের প্রভায় তত্রত্য প্রদেশ যেন সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত হইয়াছে। প্রবৃদ্ধমূল শত শত পুন্নাগ, সপ্তচ্ছদ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষ সুন্দর পুষ্পে পুষ্পিত হইয়া শোভা পাইতেছে। ঐ কাননে সহস্র সহস্র অশোক বৃক্ষ রহিয়াছে, তন্মধ্যে কতক কাঞ্চনবর্ণ, কতক অগ্নিশিখ.তুল্য আভাশালী, আর কতকগুলিন নীলাঞ্জনের সমবর্ণ। বন নন্দন বনের ন্যায় আনন্দজনক এবং কুবেরের উদ্যানের ন্যায় বিচিত্র, অথবা ঐ উভয় উদ্যানকেই অতিক্রম করিয়াছে। অচিন্ত্য রম্য শ্রীযুক্ত ঐ দিব্য কানন পুষ্প রূপ নক্ষত্রমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে; শত শত পুষ্পরূপ রত্ন থাকাতে বোধ হইতেছে যেন পঞ্চম সাগর। সর্ব্ব ঋতুর কুসুমশালী মধুগন্ধি পাদপ সকল উদ্যানকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং বিবিধ মৃগপক্ষী রব করিয়া উহাকে রম্য করিয়া তুলিয়াছে। নানা প্রকার গন্ধ উদ্যানমধ্যে প্রবাহিত হইতেছে; তাহাতে পুণ্যগন্ধি ঐ উদ্যান মনোহর হইয়া উঠিয়াছে।

ঐ অশোক বনের মধ্যে বানরশ্রেষ্ঠ অতি দূরে দ্বিতীয় গন্ধমাদনের ন্যায় গন্ধ সম্পন্ন হিমাচল সদৃশ অত্যুন্নত এক বর্ত্তুলাকার প্রাসাদ দর্শন করিলেন। কৈলাসধবল ঐ প্রাসাদ সহস্র স্তম্ভের উপর স্থাপিত। এবং উহার সোপানশ্রেণী প্রবাল ও বেদিকা তপ্ত কাঞ্চন দ্বারা নির্ম্মিত। কান্তি প্রজ্বলিত হইয়া নির্ম্মল প্রাসাদ দৃষ্টি শক্তি হরণ এবং অত্যুন্নতি বশতঃ যেন অম্বরতল বিলিখন করিতেছে।

শুক্লপক্ষের আরম্ভে লোকে বিমল চন্দ্রপ্রভাকে যেরূপ দর্শন করে, অনন্তর হনুমান্ সেই রূপ প্রাসাদতলে মলিনবসনপরিধানা, রাক্ষসীগণে বেষ্টিতা, অনাহারকৃশা দীনভাবাপন্না, পুনঃ পুনঃ নিশ্বাসন্তী সীতাকে দর্শন করিলেন। রুচিরকান্তি

সীতার রূপ দেখিয়া, ধূমজালে আচ্ছন্ন অগ্নিশিখার ন্যায়, অতি কষ্টে অনুমান করা যাইতেছে। তিনি এক খানি জীর্ণ উৎকৃষ্ট পীত বসন পরিধান করিয়া পঙ্কলিপ্তা অপরিস্কৃতা পদ্মহীনা মৃণালযষ্টির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। তপস্বিনী দুঃখে সন্তপ্ত, পীড়িত ও অতিক্ষীণ হইয়া, কেতুগ্রহপীড়িতা রোহিণীর রূপধারণ করিয়াছেন; মুখমণ্ডল অশ্রুবারিতে পরিপূর্ণ; অনাহারে কৃশ ও দীন ভাব ধারণ করিয়াছেন; নিয়ত শোক, চিন্তা এবং নিরন্তর দুঃখেই কাল যাপন করিতেছেন। রাক্ষসীদিগকে দেখিতেছেন, রামকে দেখিতেছেন না; বোধ হইতেছে যেন যূথভ্রষ্টা হরিণী কুক্কুরগণে বেষ্টিত রহিয়াছে। কৃষ্ণসর্পসদৃশী লম্ববেণী জঘনতলে আসিয়া পতিত হইয়াছে, যেন বর্ষাবিগমে মেদিনী নীল বনরাজিতে বেষ্টিত হইয়াছে। বিশালাক্ষী সুখভোগেরই যোগ্যপাত্রী, কখন কোন দুঃখের নামমাত্রই জানিতেন না; এক্ষণে দুঃখে নিরতিশয় তাপিত হইয়াছেন। হনুমান্ সেই কৃশাঙ্গী মলিনাকে দর্শন করিয়া প্রত্যয়জনক নানা কারণে অনুমান করিলেন, তিনিই সীতা। কামরূপী রাক্ষস যখন হরণ করিয়া লইয়া আইসে, তখন আমি সীতার যে প্রকার রূপ দর্শন করিয়াছিলাম; এই অঙ্গনারও সেই প্রকার রূপই দেখিতেছি। পূর্ণচন্দ্রবদনা সুভ্রু, সুন্দর সুগোলপয়োধরশালিনী দেবী দেহ কান্তিতে যেন সর্ব্বদিকের অন্ধকার নাশ করিয়াছেন। ইহাঁর কণ্ঠ ইন্দ্রনীল মণির প্রভায় নীলবর্ণ; ওষ্ঠ বিম্ব সদৃশ, কটিদেশ ক্ষীণ, ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন অতি সুন্দর। পদ্মপলাশাক্ষী সীতা যেন সাক্ষাৎ মদনের রতি; এবং পূর্ণ চন্দ্রের প্রভার ন্যায় সর্ব্ব জগতের প্রিয়। সুতনু নিয়মচারিণী তাপসীর ন্যায় ভূতলে উপবেশন করিয়া আছেন। ভীরু সর্পরাজকামিনীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। মহৎ শোক জালে আচ্ছন্ন হইয়াছেন, সুতরাং ইহাঁর আর তাদৃশী শোভা নাই, যেন অগ্নির শিখা ধূমজালে আবৃত রহিয়াছে।

ইহাঁর অবস্থা অস্পষ্টার্থ স্মৃতির ন্যায় সন্দিগ্ধ, অন্যায়প্রযুক্ত ঐশ্বর্য্যের ন্যায় পতিত; নাস্তিক বুদ্ধি দ্বারা শ্রদ্ধার ন্যায় অধঃকৃত; নিষ্ফল আশার ন্যায় প্রতিহত; সিদ্ধির ন্যায় নানা বিঘ্নে বিঘ্নিত; রাগ দ্বেষাদি হেতু বুদ্ধির ন্যায় কলুষিত; এবং অযথা অপবাদ নিবন্ধন কীর্ত্তির ন্যায় নিপতিত। রামসেবায় ব্যাঘাত হওয়াতে অবলা ব্যথিত হইয়াছেন, তাহাতে আবার রাক্ষসীগণ নিতান্ত পীড়ন করাতে মৃগশাবকলোচনা চঞ্চল ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। ইহাঁর কৃষ্ণবর্ণ-আকুঞ্চিত-পক্ষ্মশোভিত অশ্রুজলে পরিপূর্ণ অপ্রসন্ন বদন হইতে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে। ইনি ভূষার উপযুক্ত, কিন্তু এক্ষণে কোন ভূষাই নাই; মলকর্দ্দমে লিপ্ত হইয়া দীনভাব ধারণ করিয়াছেন, যেন চন্দ্রের প্রভা কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে।

অভ্যাস অভাবে শিথিলিত বিদ্যার ন্যায়, সীতাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া হনুমানের মনে সন্দেহ জন্মিল। হনুমান্ সীতাকে অনলঙ্কৃতা দর্শন করিয়া, সংস্কারহীন, অতএব অর্থান্তর প্রতিপাদক বাক্যেরন্যায় অনেক কষ্টে বুঝিতে পারিলেন। অনবদ্যাঙ্গী বিশালাক্ষী রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া, তিনি নানা হেতু দ্বারা প্রতিপাদন পূর্ব্বক অনুমান করিলেন, যে তিনিই সীতা। আসিবার সময় রাম বৈদেহীর গাত্রশোভিত যে যে অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত দর্শন করিলেন। ভাবিলেন, এই যে সুগঠিত কুণ্ডলদ্বয়, এই যে সুন্দর রূপে পরিহিত দংষ্ট্র-যুগল, এবং এই যে হস্তের যথোক্ত স্থানে পরিহিত বহুকাল সংস্কারাভাবে মলিনীভূত আভরণ সমস্ত দেখিতেছি, আমার বোধ হইতেছে, রাম যে সকলের কথা কহিয়াছিলেন, এই সমস্তই সেই। তন্মধ্যে যে গুলিন পতিত হইয়াছিল, আমি কেবল সেই গুলিই দেখিতেছি না; কিন্তু যে গুলিন পতিত হয় নাই, নিঃসন্দেহ সমস্তই সেই। ইহাঁর যে কনকপট্টসদৃশ সুন্দর পীত উত্তরীয় বসন বিগলিত হইয়া পর্ব্বতে পতিত হইয়াছিল, তৎকালে বান-

রেরা সকলেই তাহা দর্শন করিয়াছে। ইনিই পরিত্যাগ করাতে যে সকল মহামূল্য উৎকৃষ্ট আভরণ শব্দ করত পতিত হইয়াছিল, তাহাও দেখিয়াছে; অনেক দিন পরিধান করাতে পরিধান বস্ত্র অতি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অপর খানির অপেক্ষা ইহার বর্ণের ন্যূনতা জন্মে নাই। ইনি নিরুদ্দিষ্ট হইলেও রামের মন হইতে নিরুদ্দিষ্ট হইতেছেন না, এই কনকবর্ণাঙ্গীই রামের সেই প্রিয় মহিষী; স্নেহ, দয়া, শোক ও মদন, যাঁহার জন্য রাম এই চতুষ্টয়ে তাপিত হইতেছেন, ইনি সেই। স্ত্রী অপহৃত হইয়াছে, এই জন্য স্নেহ; আশ্রিত জনকে রক্ষা করিতে পারিলাম না, এই জন্য দয়া; পত্নীর উদ্দেশ হইতেছেনা, এই জন্য শোক; আর প্রিয়া এই জন্য মদন। এই দেবীর যে প্রকার রূপ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব, আর রামের যে প্রকার রূপ, তাহাতে বোধ হইতেছে, এই অসিতলোচনাই রামের মহিষী। এই দেবীর মন তাঁহাতে, এবং তাঁহার মন এই দেবীতে প্রতিষ্ঠিত; সেই জন্যই ইনি এবং সেই ধর্ম্মাত্মা ক্ষণমাত্রও জীবিত রহিয়াছেন। ইহাঁর বিরহে প্রভু রাম যে শোকে অভিভূত না হইয়া নিজ দেহ ধারণ করিতেছেন, ইহাতে তিনি অতি দুষ্কর কার্য্যই সাধন করিতেছেন।

এতাদৃশ গুণবতী সীতাকে এতাদৃশ অবস্থায় দর্শন করিয়া হনুমান মনোদ্বারা রামের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ প্রভুর স্তব করিলেন।

ষোড়শ সর্গ।

বানরশ্রেষ্ঠ উক্তরূপে প্রশংসার যোগ্যা সীতার ও গুণাভিরাম রামের প্রশংসা করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া তেজস্বী হনুমানের চক্ষু অশ্রুজলে আকুল হইয়া উঠিল; তিনি সীতাকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতে

লাগিলেন। যিনি গুরুগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত লক্ষণের জ্যেষ্ঠের পত্নী, এবং লক্ষণ যাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিয়া থাকেন, সেই সীতাকেই যখন দুঃখে কাতর হইতে হইল, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে, কালকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। দেবী রামের এবং লক্ষণের পরাক্রম জ্ঞাত আছেন, সেই জন্যই, বর্ষাগমে গঙ্গার ন্যায়, একবারে অধীর হইতেছেন না। স্বভাব, বয়স, চরিত্র, কুল ও সুলক্ষণ বিষয়ে বৈদেহী রামের অনুরূপ; অত-এব, রাম ইহাঁর উপযুক্ত এবং ইনি রামের উপযুক্ত। নবমার্জ্জিত সুবর্ণের ন্যায় কান্তিমতী, লোকানন্দদায়িনী সেই সীতাকে দর্শন করিয়া হনুমান্ মনোমধ্যে রামকে স্মরণ করিলেন এবং বলিলেন, এই বিশালাক্ষীর জন্যই মহাবল বালী এবং বীর্য্যে রাবণের সমান কবন্ধ নিহত হইয়াছে। মহেন্দ্র যেরূপ শম্বর দৈত্যকে নাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বন মধ্যে বিক্রম প্রকাশ করিয়া রাম ইহাঁরই জন্য ভীষণ বিক্রমশালী বিরাধ রাক্ষসকে সংহার করিয়াছেন। জন স্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র ভীম-কর্ম্মা রাক্ষস, অগ্নি শিখা সদৃশ বাণগণ দ্বারা, ইহাঁর নিমিত্তই নষ্ট হইয়াছে। মহাত্মা রাম ইহাঁর জন্যই যুদ্ধে খর, ত্রিশিরা ও মহাতেজা দূষণকে নিপাতন করিয়াছেন। লোকবিখ্যাত সুগ্রীব ইহাঁর জন্যই বানরগণের উপর বালিপালিত দুর্লভ আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমিও এই বিশালাক্ষীর জন্য নদনদী-পতি শ্রীমান্ সাগর উল্লঙ্ঘন এবং এই লঙ্কাপুরী দর্শন করিয়াছি। ইহাঁর জন্য রাম যদি সসাগরা পৃথিবী এবং সমগ্র জগৎ উলট্ পালট্ করিতেন, আমার বিবেচনায়, তাহা করিলেও তাঁহার পক্ষে দোষ হইত না। ত্রিলোকের রাজত্ব, আর জনকনন্দিনী সীতা, উভয়ের তুলনা করিলে, ত্রৈলোক্যরাজ্য সীতার শতাংশের একাংশের সমান হইবে না। মৈথিলরাজ ধর্ম্মশীল মহাত্মা জনকের দুহিতা এই দৃঢ়পতিব্রতা সীতা পদ্মপরাগসদৃশ শুভ কেদারধূলিতে ব্যাপ্ত হইয়া লাঙ্গলমুখকর্ষিত ক্ষেত্রে

মেদিনী ভেদ করিয়া উৎথিত হইয়াছিলেন। ইনি সচ্ছীলসম্পন্ন অপরাঙ্মুখবিক্রমশালী রাজা দশরথের যশস্বিনী জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ। এই সেই ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, জিতক্রোধ রামের দয়িতা ভার্য্যা রাক্ষসীগণের বশবর্ত্তিনী হইয়াছেন। ইনি ভর্তৃস্নেহবলে আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্ব ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কোন কষ্টই লক্ষ্য না করিয়া জনশূন্য বন মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; এবং স্বামিসেবায় নিরত হইয়া ফলমূলাহারে সন্তুষ্ট থাকিয়া বন মধ্যেই গৃহের তুল্য প্রীতি অনুভব করিতেন। যিনি কখন কোন আপদে পতিত হন নাই, নিয়ত মিষ্ট হাস্য করিয়া আলাপ করিতেন, এই সেই কনকবর্ণাঙ্গী এতদূর যাতনা সহ্য করিতেছেন। পিপাসিত ব্যক্তি প্রপার ন্যায়, রাম রাবণমথিতা এই সৎস্বভাবাকে দেখিতে উৎসুক হইয়াছেন। নষ্ট রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলে রাজা যে রূপ আনন্দিত হন, ইঁহার পুনর্লাভে রাঘব নিশ্চয়ই সেই রূপ প্রীতি প্রাপ্ত হইবেন। ইনিও কামভোগে বঞ্চিত ও বন্ধুজনবিরহিত হইয়া রামের সমাগম প্রত্যাশায় নিজ দেহ ধারণ করিতেছেন। এই সকল রাক্ষসী, এবং এই সমস্ত ফলপাদপ, নিশ্চয়ই ইনি ইহার কিছুই দর্শন করিতেছেন না; এক মনে কেবল রামকেই চিন্তা করিতেছেন। স্ত্রীদিগের পক্ষে স্বামীই ভূষণ অপেক্ষাও অধিক শোভাকর, রামবিরহিতা সীতা শোভনসমর্থা হইয়াও সেই জন্যই শোভা পাইতেছেন না। প্রভু রাম যে ইঁহার বিরহে দুঃখে অবসন্ন না হইয়া নিজ দেহ ধারণ করিতেছেন, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিতেছেন। এই সেই কৃষ্ণকেশা পদ্মসদৃশলোচনা যে সুখের যোগ্যা হইয়াও এই দুঃখ ভোগ করিতেছেন, ইহাতে আমার মন ব্যথিত হইতেছে। মেদিনীর ন্যায় ধৈর্য্যশালিনী যে জলজনয়নাকে রাম ও লক্ষণ রক্ষা করিতেন, আজ তাঁহাকে বিকৃতদর্শনা রাক্ষসী সকল বৃক্ষমূলে রক্ষা করিতেছে। দুঃখ পরম্পরায় পীড়িত হইয়া হিমনিপীড়িত নলিনীর ন্যায় সীতার

শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; জনকতনয়া প্রিয়বিরহিতা চক্রবাকীর ন্যায় দীন দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুষ্পভারে অবনত অশোকের অগ্রশাখা সকল জানকীর শোক আরও বৃদ্ধি করিতেছে ; এই বসন্তের প্রাক্‌কালে সহস্র কর বিস্তার পূর্ব্বক উৎথিত হইয়া চন্দ্রও ইহঁার শোক বৃদ্ধি করিতেছেন।

বলশালী বেগবান্ বানরশ্রেষ্ঠ উক্তবিষয় সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া, ইনিই সীতা, এইরূপ স্থির করিয়া, ঐ বৃক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ সর্গ।

অনন্তর নির্ম্মলভাবে প্রকাশমান, কুমুদ-সঙ্ঘ-সদৃশ-কান্তি চন্দ্রমা, হংস যেমন জলের, তেমনি নির্ম্মল আকাশের আরও অধিক দূরে গমন করিলেন। বিশদপ্রভাশালী নিশাকর সীতা-দর্শনপক্ষে যেন সহায়ের কার্য্য করিয়াই, পবনতনয়কে শীতল কিরণজাল দান করিতে লাগিলেন। তখন হনুমান্ দেখিলেন, ভারহেতু নৌকা যেমন জলে মগ্ন হয়, পূর্ণচন্দ্র-বদনা সীতা তেমনি শোকভারে যেন মগ্ন হইতেছেন। জানকীকে দেখিতে দেখিতে পবননন্দন হনুমান দূর স্থিত বিকট-মূর্ত্তি রাক্ষসীদিগকে দেখিতে পাইলেন। কাহারও এক মাত্র কর্ণ ; কাহারও একমাত্র চক্ষু ; কাহারও কর্ণ বিশাল, কাহারও কর্ণ নাই ; কাহারও কর্ণ শঙ্কুর সদৃশ ; কাহারও নাসিকা ঊর্দ্ধমুখ ; কাহারও দেহের উপরিভাগ অতি দীর্ঘ ও স্থূল ; কাহারও গ্রীবা সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ, কাহারও কেশ মুণ্ডিত ; কাহারও কেশ নাই ; কাহারও গাত্রে এত লোম যে, বোধ হয় যেন কম্বলে বেষ্টিত হইয়া আছে ; কাহারও কর্ণ লম্ব. কাহারও ললাট লম্ব ; কাহারও উদর লম্ব, কাহারও পয়োধর লম্ব, কাহারও ওষ্ঠ চিবুকদেশে, কাহারও মুখ লম্ব, কাহারও জানু লম্ব। কেহ খর্ব্ব,

কেহ দীর্ঘ; কেহ কুব্জ, কেহ বিকট; কেহ বামন; কাহারও বর্ণ অতি ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ; কাহারও বদন ভগ্ন; কাহারও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ; কাহারও মুখ বিকৃত। কেহ বিরূপাকৃতি; কেহ পিঙ্গলবর্ণা; কেহ কৃষ্ণবর্ণা; কেহ ক্রোধনস্বভাবা; কেহ কলহপ্রিয়া; কেহ কালায়স মহাশূল, কূট ও মুদ্গর ধারণ করিয়া আছে। কাহারও মুখ বরাহের, কাহারও মৃগের, কাহারও শার্দ্দূলের, কাহারও মহিষের, কাহারও অজের, কাহারও শিবার তুল্য। কাহারও পদ উষ্ট্রের, কাহারও গজের, কাহারও বা অশ্বের পাদসদৃশ। কাহারও মস্তক বক্ষোদেশে প্রবেশ করিয়াছে। কাহারও একমাত্র হস্ত, কাহারও বা একমাত্র পদ। কাহারও কর্ণ গর্দ্দভের, কাহারও অশ্বের, কাহারও গোর, কাহারও হস্তীর, কাহারও সিংহের কর্ণসদৃশ। কাহারও নাসা অতি বৃহৎ; কাহারও নাসা বক্র; কাহারও বা নাসা নাই; আবার কাহারও নাসা গজের নাসাসদৃশ, কাহারও বা নাসিকাদ্বয় ললাটে। কাহারও পাদ হস্তীরপাদসদৃশ, কাহারও পাদ অতি প্রকাণ্ড, কাহারও পাদ গোপাদের তুল্য, কাহারও পাদে চূড়ার ন্যায় কেশগুচ্ছ। কাহারও গ্রীবা ও মস্তক বৃহৎ প্রমাণ, কাহারও কুচ কাহারও উদর, কাহারও বদন, কাহারও বা নেত্র স্বাভাবিক প্রমাণাতিরিক্ত। কাহারও জিহ্বা, কাহারও বা আনন দীর্ঘ। কেহ অজামুখী, কেহ হস্তিমুখী, কেহ গোমুখী, কেহ শূকরমুখী, কেহ হয়মুখী, কেহ খরমুখী। কোন কোন রাক্ষসী দেখিতে অতি ভয়ানক। কোন কোন ক্রোধনপ্রকৃতি কলহপ্রিয়া রাক্ষসী হস্তে শূল, কেহ বা মুদ্গর ধারণ করিয়া আছে। কোন কোন বিকৃতাননা ভীষণা রাক্ষসীর কেশ ধূম্রবর্ণ। সকলেই নিরন্তর সুরাপান করিতেছে, সুরা ও মাংস সর্ব্বদাই ভাল বাসে। সকলেরই গাত্র মাংস ও শোণিতে লিপ্ত; মাংস এবং শোণিতই আহার করিয়া থাকে। বানরশ্রেষ্ঠ দেখিলেন, এই প্রকার ভীষণদর্শনা রাক্ষসী সকল বিস্তৃত শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন বনস্পতিকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিয়া

আছে। লক্ষ্মীবান্ হনুমান্ ঐ বৃক্ষের মূলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজপুত্রী দেবী জনকাত্মজাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি প্রভাহীন শোকে সন্তপ্ত, কেশপাশ মলায় ব্যাপ্ত, যেন পুণ্য শেষ হওয়াতে তারা ভূমিতে পতিত হইয়াছে। তিনি পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাতা, এক্ষণে তাঁহার ভর্ত্তৃদর্শন দুর্ল্লভ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট ভূষণ কিছুই নাই; এখন ভর্ত্তৃপ্রণয়ই তাঁহার একমাত্র ভূষণ। রাক্ষসরাজ তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; বন্ধুজন কেহই নিকটে নাই, যেন যূথভ্রষ্টা বদ্ধা গজবধূকে সিংহে আক্রমণ করিয়াছে; যেন বর্ষান্তে চন্দ্রলেখা শারদীয় মেঘে আবৃত রহিয়াছে। স্বামীর স্পর্শাভাবে তাঁহার রূপ, বহুকাল বাদকের করস্পর্শ ও বাদনের অভাবে বীণার ন্যায় মলিন হইয়াছে। তিনি সতত স্বামীর হিতচিন্তায় নিরতা; রাক্ষসদিগের বশবর্ত্তিনী থাকা তাঁহার পক্ষে সমুচিত নহে। অশোকবনের মধ্যে তিনি শোকসাগরে নিমগ্ন, এবং গ্রহগ্রস্তা রোহিণীর ন্যায় ঐ সকল রাক্ষসী কর্ত্তৃক বেষ্টিতা রহিয়াছেন। হনুমান্ ঐ বনে তাঁহাকে কুসুমহীনা লতার ন্যায় দর্শন করিলেন। সর্ব্ব গাত্রে মলায় লিপ্তা ও অঙ্গে অলঙ্কার বিহীনা হইয়া তিনি পঙ্কলিপ্তা পদ্মিনীর ন্যায় প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছেন না। হনুমান্ দেখিলেন, মৃগশাবাক্ষী একখণ্ড মলিন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন। দেবীর বদন তেজোহীন হইয়াছে, কিন্তু স্বামীর পরাক্রমে বিশ্বাস থাকাতে তাঁহার হৃদয়ের তেজ নষ্ট হয় নাই। মৃগশাবকসদৃশলোচনা অসিতাপাঙ্গী সীতা নিজ সৎস্বভাববলে আপনাকে রক্ষা করিতেছেন। ত্রস্তা মৃগবধূর ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন এবং নিশ্বাসে যেন ফলশালী বৃক্ষ সকল দগ্ধ করিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ শোকের রাশি; যেন দুঃখের তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হইয়াছেন। ক্ষীণাঙ্গীর অঙ্গ সকল যথোপযুক্ত প্রমাণানুসারে গঠিত;—আভরণ ব্যতিরেকেও শোভা পাইতেছেন। হনুমান্ এতাদৃশী জানকীকে দর্শন করিয়া অতুল সন্তোষ লাভ করিলেন। সেই মদিরাক্ষীকে দর্শন করিয়া মারুতির

লোচন হইতে আনন্দ বারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি ঐ স্থান হইতে রামের চরণে নমস্কার করিলেন।

রামকে এবং লক্ষ্মণকেও নমস্কার করিয়া বীর্য্যবান্ হনুমান্ সীতাদর্শনজনিত আনন্দে প্রফুল্লিত হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ।

হনূমান্ পুষ্পিত-পাদপশোভি ঐ বন পর্য্যবেক্ষণ ও সীতাকে স্পষ্ট দর্শন করিবার জন্য অবসর প্রতীক্ষা করিতে করিতে রাত্রির আর যামমাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন মারুতি সেই শেষ রাত্রিতে ষড়ঙ্গবেদবেত্তা অগ্নিহোত্রযাজী ব্রহ্মরাক্ষসদিগের বেদ-পাঠ শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মঙ্গল বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল; ঐ সকল বাদিত্রের শ্রুতিমনোহর শব্দে মহাবল মহাবাহু দশানন জাগরিত হইলেন। মহাভাগ প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ যখন জাগ-হইলেন, তখন তাঁহার মাল্য ও বসন বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই অবস্থায় সীতা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইলেন। মদন অতিকামী রাক্ষসের চিত্ত সীতাতেই নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, অতএব রাক্ষস সে কাম সংযমন করিতে সমর্থ হইলেন না। সর্ব্বাভরণ পরিধান পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া, পথ দর্শন করিতে করিতে, সর্ব্ব ঋতুর পুষ্প-ফলশালি বিবিধ-বৃক্ষসম্পন্ন নানা পুষ্পে শোভিত, নিয়ত মত্ত পরমাদ্ভুত পক্ষিগণে বিচিত্রিত, দৃষ্টিমনোহর বিবিধ ঈহামৃগগণে পরিবৃত, মনিকাঞ্চনতোরণে শোভিত, নানা মৃগগণে সমাকীর্ণ, পতিত ফলনিকরে পরিব্যাপ্ত, নিবিড় বৃক্ষ ভূয়িষ্ঠ সেই অশোক বনেই প্রবেশ করিলেন। এক শত দেবগন্ধর্ব্বকামিনী, মহেন্দ্রের ন্যায়, পুলস্ত্যনন্দনের অনুগামিনী হইলেন। কোন কোন কামিনীর হস্তে কাঞ্চনময়ী দীপিকা;

কেহ কেহ চামরব্যজন, কেহ কেহ তালবৃন্ত ধারণ করিল। কেহ কেহ সুবর্ণ ভৃঙ্গারে জল লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। কেহ কেহ আস্তরণাচ্ছাদিত কাঞ্চনসিংহাসন লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কোন প্রণয়িণী দক্ষিণ হস্তে পানীয়-পূর্ণ সমুজ্জ্বল পান পাত্র গ্রহণ করিল। আর এক কামিনী রাজ-হংসসঙ্কাশ পূর্ণচন্দ্রপ্রভ সুবর্ণদণ্ডযুক্ত ছত্র লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। এই প্রকার রাবণের সুন্দরী মহিলা সকল নিদ্রায় ও মাদকতায় অলসলোচনা হইয়া, বিদ্যুল্লতা মেঘের ন্যায়, বীর স্বামীর অনুগামিনী হইল। তাহাদিগের হার ও কেয়ূর স্ব স্ব স্থান হইতে ঈষৎ বিচলিত, গাত্রের লেপন মার্জ্জিত, কেশপ্রান্ত বিস্রস্ত, বদন স্বেদাক্ত; মাদকতার অবসান ও নিদ্রাহেতু শরীর ঘূর্ণিত; ঘর্ম্মে অঙ্গধৃত কুসুক পরিক্লিষ্ট, এবং মাল্য সহিত কেশপাশ আলুলায়িত, হইয়াছিল। এই ভাবে মদিরলোচনা সুন্দরবদনা প্রিয়ভার্য্যা সকল বহুমান ও নিজ নিজ কামের অনুরোধে গমন-কারী সেই রাক্ষসপতির অনুগমন করিল। তাহাদিগের সেই সীতাসক্ত-মানস মহাবল দুর্ম্মতি স্বামীও কামের বশবর্ত্তী হইয়া মন্দ মন্দ স্খলিত গতিতে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পবননন্দন হনূমান্ সুন্দরী কামিনীগণের কাঞ্চী ও নূপুরের শব্দ শুনিতে পাইলেন। মহাকপি দেখিতেও পাইলেন সেই অতুলকর্ম্মা অচিন্ত্যবলপৌরুষশালী রাবণ দ্বারদেশে উপস্থিত। সম্মুখে যে গন্ধ তৈলসিক্ত অনেক দীপিকাধৃত হইয়া ছিল, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। কাম, দর্প ও মত্ততা তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে; তাঁহার দীর্ঘলোচন অলস ও তাম্রবর্ণ। তিনি যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প, শরাসন পরিত্যাগ করিয়া সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। পুষ্পমালার সহিত তাঁহার যে আলো-ড়িত-জল-ফেনসদৃশ শুভ্র ধৌত উৎকৃষ্ট বসন বিগলিত হইয়া অঙ্গদে আসিয়া পতিত হইয়াছে, তিনি তাহা আকর্ষণ করিয়া যথা স্থানে সংলগ্ন করিতেছেন। তিনি যত নিকটে আসিতে থাকিলেন,

হনুমান্ নিবিড়-পত্র-ভূয়িষ্ঠ শাখার পত্র ও পুষ্পমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া তাঁহাকে তত বিশেষ করিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বানরশ্রেষ্ঠ দেখিলেন, রাজা রাবণের যে সকল প্রধান রূপযৌবনসম্পন্না মহিষী ছিল, মহাযশস্বী রাজা সেই সুন্দরী-গণেই পরিবৃত হইয়া মৃগপক্ষি-নিনাদিত সেই প্রমোদবনেই উপস্থিত হইয়াছেন। মদমত্ত বিচিত্র আভরণধারী মহাবল শঙ্কু-কর্ণ নামে যে একজন বনের রক্ষক ছিল, প্রবেশকালে কেবল সেই বিশ্রবার পুত্র রাক্ষসরাজকে দেখিতে পাইয়াছিল। রাজা পরম সুন্দরী নারীগণে বেষ্টিত হইয়া, তারকাবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় উপস্থিত হইলেন। মহাতেজা মহাকপি দেখিলেন, তিনি তেজস্বী; আরও ভাবিলেন যে, আমি ইতিপূর্ব্বে উৎকৃষ্ট গৃহমধ্যে যাঁহাকে নিদ্রিত দর্শন করিয়াছি, ইনি সেই; অতএব ইনি রাবণ। এইরূপ স্থির করিয়া, মহাতেজা পবননন্দন হনুমান্ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অত্যুচ্চ শাখায় আরোহণ করিলেন। যদিও তাঁহার তেজ অতি প্রচণ্ড, তথাপি সেই রাবণের তেজে অধঃকৃত হইয়া বুদ্ধিমান্ পত্রবহুলশাখামধ্যে অবস্থিতি করত লুক্কায়িত রহিলেন।

রাবণ কৃষ্ণকেশী চারুনিতম্বিনী কঠিনপয়োধরা অসিতাপাঙ্গী সীতাকে দর্শন করিবার অভিলাষে উক্ত প্রকারে তাঁহার নিকট-বর্ত্তী হইলেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

অনন্তর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বরবর্ণিনী রাজনন্দিনী সীতা রূপ-যৌবনসম্পন্ন উত্তম উত্তম বিভূষণে বিভূষিত, রাক্ষসাধিপতি রাবণকে দর্শন করিয়াই, ঝটিকাকালে কদলীর ন্যায়, কম্পিত হইতে থাকিলেন। বিশালাক্ষী বরবর্ণিনী ঊরুযুগল দ্বারা উদর

ও বাহুযুগল দ্বারা স্তনদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

রাক্ষসীগণে রক্ষিতা বৈদেহী দুঃখভরে কাতর হইয়া সমুদ্রে নৌকার ন্যায়, মগ্ন হইতেছেন। কঠোরনিয়মাচারিণী অনাবৃত ভূমিতে উপবেশন করিয়া আছেন, যেন বনস্পতির শাখা ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছে। তাঁহার অঙ্গের মণ্ডনস্থান সকল মলায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। তিনি ভূষার যোগ্যা, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার কোন ভূষাই নাই; অতএব পঙ্কলিপ্তা মৃণালীর ন্যায় সম্যক্ প্রকাশ পাইতেছেন না। যেন মনোরথে সংকল্পরূপ অশ্বযোজনা করিয়া জিতচেতা রাজসিংহ রামের সমীপে যাত্রা করিয়াছেন। রামগতপ্রাণা রামা শুষ্ক হইয়া যাইতেছেন, রোদন করিতেছেন; আত্মজনবিরহিত হওয়াতে চিন্তা আর শোকই কেবল তাঁহার কার্য্য হইয়াছে; দুঃখের আর পার দেখিতেছেন না। মন্ত্রাদি দ্বারা রুদ্ধগতি সর্পরাজকামিনীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়াছেন। যেন রোহিনী ধূমকেতুর তাপে সন্তপ্ত হইয়াছে। সদাচার ও সৎস্বভাবসম্পন্ন বৈদকর্ম্মানুষ্ঠায়ি কুলে উৎপন্ন হইয়া তৎকুলানুযায়ি বিবাহসংস্কারেই সংস্কৃতা হইয়াছেন, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন দুষ্কুলে জন্ম লইয়া তদনুসারেই বিবাহিতা হইয়াছেন। যেন মহতী-কীর্ত্তি অবসন্ন হইয়াছে, যেন শ্রদ্ধা অপমানিত হইয়াছে, যেন প্রজ্ঞা ক্ষীণ হইয়াছে, যেন আশা নিষ্ফল হইয়াছে, যেন আয়তী ব্যাহত হইয়াছে, যেন রাজাজ্ঞা প্রতিহত হইয়াছে, যেন উল্কাদি উৎপাত-কালে দিক্ প্রজ্বলিত হইয়াছে, যেন পূজা নষ্ট হইয়াছে, যেন পূর্ণিমা-রজনীর চন্দ্রমণ্ডল কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, যেন পদ্মিনী বিমর্দ্দিত হইয়াছে, যেন সেনা নায়কহীন হইয়াছে, যেন সূর্য্যের প্রভা অন্ধকারে অধঃকৃত হইয়াছে, যেন নদী স্বল্পতোয়া হইয়াছে, যেন যজ্ঞবেদী পতিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, যেন অগ্নি-শিখা নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছে, যেন হস্তী শুণ্ডাঘাতে পদ্মসরসীকে আকুল করিয়া জলবিহঙ্গমদিগকে বিত্রাসিত ও পদ্মনিকরের

পলাশসমস্ত ভঙ্গ করিয়াছে। জানকী পতিশোকে শুষ্ক হইয়াছেন, যেন তীর ভঙ্গ করিয়া নদীর জল অন্যত্র নীত হইতেছে। অঙ্গের সংস্কার নাই, যেন কৃষ্ণপক্ষের যামিনী। সুন্দরাঙ্গী সুকুমারী, এবং রত্নখচিত গৃহে বাস করিবার যোগ্য, এক্ষণে শোকে তাপিত হইতেছেন, যেন অচিরোৎপাটিতা মৃণালিনী রৌদ্রে শুষ্ক হইতেছে। যেন গজবধূ ধৃত, স্তম্ভে বদ্ধ, ও যূথপতি বিরহিত হওয়াতে শোকে কাতর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। অযত্ন সম্বদ্ধ এক দীর্ঘবেণী লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে, বর্ষাপগমে নীলবর্ণ বনরাজি দ্বারা মেদিনীর ন্যায়, তাঁহার শোভা হইয়াছে। উপবাসে, শোকে, তাপে, চিন্তায় ও ভয়ে নিতান্ত ক্ষীণ, এবং দীনভাবাপন্ন হইয়াছেন; আহার পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাপসী হইয়াছেন; দুঃখে কাতর হইয়া রঘুকুলতিলক রামের নিকট দশগ্রীবের পরাভব প্রার্থনা করিতেছেন; অতএব মনো মধ্যে স্বীয় ইষ্টদেবতাকেই নমস্কার করিতেছেন। অনিন্দিতা রোদন করিতে করিতে সুপক্ষ্মশোভিত লোহিতপ্রান্ত আয়ত শুক্ল-লোচনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন।

রাবণ এতাদৃশী রামগতপ্রাণা মৈথিলীকে দর্শন করিয়া নিজের বিনাশের নিমিত্তই প্রলোভিত করিতে লাগিলেন।

—০:০—

বিংশ সর্গ।

রাবণ অভিপ্রায়গর্ভ মধুরবাক্যে রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা দীনভাবাপন্না নিরানন্দা তাপসী সীতাকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; হে করভোরু! আমাকে দেখিয়া তুমি স্তন ও উদরদেশ আচ্ছাদন করিয়াছ; অতএব দেখিতেছি তুমি ভয়েই আপনাকে গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু তোমার এ চেষ্টা অনর্থক। হে বিশালনয়নে! আমি তোমাকে কামনা করি। হে সর্ব্বাঙ্গগুণসম্পন্নে! হে সর্ব্বলোকমনোহরে!

হে প্রিয়ে! তুমি আমার প্রতি আসক্ত হও। সীতে! এস্থানে কোন মনুষ্য বা কামরূপী রাক্ষস আসিতে পারে নাই; অতএব, আমি ভিন্ন অন্য পুরুষ আসিয়াছে ভাবিয়া যদি তোমার ভয় হইয়া থাকে, তবে সে ভয় পরিত্যাগ কর। আর, ভীরু! নিশ্চয় জানিবে যে রাক্ষসদিগের ধর্ম্মই এই যে তাহারা সম্মত করিয়া পরস্ত্রী গমন বা বলপূর্ব্বক পরস্ত্রী হরণ করিয়া থাকে। তথাপি, মৈথিলি, তোমার জন্য মদন আমার দেহে ইচ্ছাকে যতই বলবতী করুক না কেন, তুমি যতক্ষণ স্বীকৃত না হইতেছ, আমি ততক্ষণ তোমাকে স্পর্শ করিতেছি না। অতএব, হে অন্তঃপুরাধীশ্বরি! তুমি আমাকে ভয় করিওনা। প্রিয়ে! আমাতে বিশ্বাস কর ও যথার্থ প্রণয়বতী হও। এরূপ শোকাভিলাষিণী হইও না। এক বেণী, ভূমিশয়ন, চিন্তা, মলিন বসন, এবং অনর্থক উপবাস, এসকল তোমার উপযুক্ত নহে। মৈথিলি! তুমি আমাকে লাভ করিয়া বিচিত্র মাল্য, চন্দন ও অগুরু, বিবিধ পরিচ্ছদ, নানাপ্রকার দিব্য আভরণ, মহামূল্য বিবিধ যান, আসন, ও শয্যা এবং গীত, নৃত্য ও বাদ্য উপভোগ কর। তুমি স্ত্রীরত্ন; অতএব এপ্রকার থাকিও না; অঙ্গের ভূষা কর; যখন আমি তোমার হইয়াছি, তখন তোমার ভূষণ থাকিবে না, এ কোন্ কথা। তোমার এই সুন্দরসঞ্জাত যৌবন অতিবাহিত হইতেছে; যৌবন স্রোতস্বিনীর স্রোত সদৃশ, আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না।. হে সুন্দরদর্শনে! বোধ হয় রূপনির্ম্মাতা বিধাতা তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়া স্বকার্য্য হইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন; কারণ অন্য কোন কামিনীতেই তোমার রূপের তুলনা নাই। বৈদেহি! এরূপ কোন্ ব্যক্তি আছে, যে রূপযৌবনশালিনী তোমাকে প্রাপ্ত হইলে, তাহার মন বিচলিত না হয়; সাক্ষাৎ ব্রহ্মাও বিচলিত হইবেন। হে চন্দ্রবদনে! হে বিপুলনিতম্বিনি! আমি তোমার যে অঙ্গ দর্শন করিতেছি, আমার চক্ষু সেই অঙ্গেই বদ্ধ হইয়া থাকিতেছে। মৈথিলি! তুমি আমার ভার্য্যা হও; এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা বিসর্জ্জন কর;

আমার অনেক উত্তম উত্তম স্ত্রী আছে, তুমি তাহাদিগের সকলের অধীশ্বরী হও। ভীরু! আমি ত্রিলোক মন্থন করিয়া যে সকল রত্ন আহরণ করিয়াছি, সে সমস্তই তোমার; রাজ্যও তোমাকে দান করিতেছি। হে বিলাসিনি! আমি তোমার জন্য নানা নগরমালায় বিভূষিত অখিল ভূমণ্ডল জয় করিয়া জনককে প্রদান করিব। আমাকে যুদ্ধে জয় করে, ইহলোকে এরূপ কোন ব্যক্তিকে দেখি না। যুদ্ধে আমার বীর্য্যের যে প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, দেখাইতেছি দেখ। রণে আমি সুরাসুরদিগকে পরাজয় ও তাহাদিগের ধ্বজদণ্ড মর্দ্দন করিয়াছি, তাদৃশী দশাপ্রাপ্ত হইয়া, তাহারা আমার সম্মুখে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয় নাই; এরূপ অনেক বারই হইয়াছে। তুমি আমাতে অভিলাষিণী হও; তোমার বেশভূষা করা যাউক, এবং সুন্দরপ্রভ আভরণ সকল তোমার গাত্রে সজ্জিত হউক্। অলঙ্কৃত হইলে তোমার যে রূপ হইবে, আমি তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি, হে চারুবদনে! আমার প্রতি কৃপা করিয়া তুমি বেশভূষা কর। ভীরু! যথেচ্ছায় বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ ও বিহার কর, যত ইচ্ছা হয়, ভূমি বা ধন দান কর। বিশ্বস্ত হইয়া আমার নিকট বাঞ্ছিত বস্তু প্রার্থনা এবং অশিষ্টার ন্যায় আমাকে আজ্ঞা কর। তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অভীষ্ট প্রার্থনা করিতে থাকিলে, তোমার আত্মীয় জনের বাঞ্ছিত পূর্ণ হইবে। হে ভদ্রে! হে যশস্বিনি! তুমি আমার সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ দর্শন কর। সুভগে! চীরবাসা রামকে লইয়া আর কি করিবে। রাম যে বিজয়ী হইবে, তাহার এমন কোন উপায়ই নাই। সে শ্রীভ্রষ্ট, বনবাসী, ব্রতচারী ও ভূমিশায়ী হইয়াছে; সন্দেহ হয়, এতদিন জীবিত আছে, কি না আছে। জানকি! বলাকাশ্রেণীর অনুগামী নীলিম মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন জ্যোৎস্নার ন্যায়, রাম আর তোমাকে দেখিতেও পাইবে না। হিরণ্যকশিপু যেমন ইন্দ্রের হস্ত হইতে যশোলক্ষ্মী অপহরণ করিতে সমর্থ হয় নাই, রাম তেমনি যে আমার হস্ত হইতে

তোমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবে, তাহার সে যোগ্যতা নাই। হে চারু হাসিনি! হে সুদতি! হে চারুলোচনে! হে বিলাসিনি! গরুড় যেমন সর্পকে হরণ করে, তুমি তেমনি আমার মন হরণ করিতেছ। তুমি একমাত্র জীর্ণকৌশেয় বসন পরিধান করিয়া আছ; কৃশ হইয়াছ; তোমার গাত্রে কোন অলঙ্কারও নাই; তথাপি তোমাকে দেখিয়া নিজ পত্নী জনে আর আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। আমার অন্তঃপুরে সর্ব্বগুণশালিনী যত স্ত্রী আছে, জানকি! তুমি তাহাদিগের সকলেরই উপর কর্ত্রীত্ব কর। হে কৃষ্ণকেশান্তে! আমার স্ত্রী সকল ত্রৈলোক্যের সুন্দরী; অপসরা সকল যেমন লক্ষ্মীর, তাহারা সকলেই তেমনি তোমার পরিচর্য্যা করিবে। হে সুভ্রু! হে সুনিতম্বিনি! কুবেরের যে কিছু ধন রত্ন আছে, তুমি আমার সহিত মিলিত হইয়া যথা সুখে সেই সমস্ত, এবং যাবদীয় লোক উপভোগ কর। দেবি! কি তপস্যা, কি বল, কি বিক্রম, কি ধন, কি তেজ, কি যশ, রাম কিছুতেই আমার সমযোগ্য নহে। তুমি পান, বিহার ও বিবিধ ভোগ উপভোগ কর, রাশি রাশি ধন, এবং যেখানে ইচ্ছা তুমি দান কর। ললনে! আমি তোমার সমস্ত বাঞ্ছা পূরণ করি; আর তুমি তোমার যাবদীয় আত্মীয় স্বজনের বাঞ্ছা পূর্ণ কর।

ভীরু! তুমি বিমল স্বর্ণ হারে অঙ্গ ভূষিত করিয়া আমার সমভিব্যাহারে পুষ্পিতপাদপপরিব্যাপ্ত, ভ্রমরসঙ্কুল, সমুদ্রতীরজাত কানন সকলে বিহার কর।

একবিংশ সর্গ।

কাতরা কাতর-বচনা সীতা সেই প্রচণ্ড রাক্ষসের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অল্পে অল্পে কাতর ভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন। তপস্বিনী দুঃখে নিপীড়িত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন;

কম্পিত হইতে থাকিলেন। পতিব্রতা সুন্দরী মনোমধ্যে পতি-কেই ভাবনা করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন। সম্মুখে কিঞ্চি-দ্দূরে একগাছি তৃণ রাখিয়া, চারুহাসিনী! উত্তর করিলেন, আমা হইতে মনকে নিবৃত্ত কর; নিজ স্ত্রী জনে মন কর। পাপাচারী যেমন সদ্গতি, তুমি তেমনি আমাকে প্রার্থনা করি-বার যোগ্য নহ। আমি পতিব্রতা; কোন মতেই নিন্দিত দুষ্কর্ম্ম করিতে পারি না। আমি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; পবিত্রকুলে বিবাহিতা হইয়াছি।

যশস্বিনী বৈদেহী রাবণকে এই প্রকার বলিয়া, রাবণের দিকে পৃষ্ঠ করিয়া, পুনর্ব্বার বলিলেন, আমি তোমার ভোগ্যা ভার্য্যা নহি, কারণ আমি পরের ভার্য্যা, এবং সাধ্বী। সাধু-ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখ; সাধু ব্রত আচরণ কর; তোমার মঙ্গল হউক্! নিশাচর! যেমন তোমার নিজের, তেমনি পরেরও ভার্য্যাকে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি আপনাকেই প্রমাণ করিয়া, পরের ভার্য্যা উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হও। নিজ স্ত্রীতে অসন্তুষ্ট, চঞ্চলমতি, চপলেন্দ্রিয়, সাধুধিক্কৃত ব্যক্তিকে পরস্ত্রী সকল অমঙ্গলে পাতিত করে। তোমার যেরূপ আচার ভ্রষ্ট বিপরীত বুদ্ধি দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় এস্থানে সাধু জন নাই; না হয় তুমি সাধু জনের উপদেশ গ্রহণ কর না। পরিণাম দর্শী ব্যক্তিগণ তোমাকে হিত বাক্য বলিয়া থাকিবেন, কিন্তু তুমি রাক্ষসকুল ধ্বংসের নিমিত্ত, মিথ্যা বোধে অশ্রদ্ধা করিয়া ঐ বাক্য গ্রহণ করিতেছ না; যে রাজা অন্যায়ে আসক্ত, সদুপদেশ গ্রহণ করেন না, তাদৃশ রাজাকে প্রাপ্ত হইলে, অতি সমৃদ্ধ রাজ্য এবং নগর সকলও নাশ পায়। এই রূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া রত্নরাশিপরিপূরিতা লঙ্কা, এক তোমারই অপরাধে নষ্ট হইবে; তাহার আর অধিক বিলম্বও নাই। রাবণ! যে অদূরদর্শী নিজ কর্ম্ম দোষে মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হইতেছে, সেই পাপ কর্ম্মা মরিলে সকল প্রাণীই আনন্দিত হয়। এইরূপ, তুমি

যাহাদিগকে ক্লেশ দিয়াছ, তুমি মরিলে পর তাহারা সকলেই আনন্দিত হইয়া বলিবে, পরম ভাগ্য যে, এই দুরাত্মা নিজ কর্ম্মদোষেই মৃত্যু লাভ করিল। ঐশ্বর্য্য বা ধন দ্বারা তুমি আমাকে প্রলোভিত করিতে পারিবে না, প্রভা যেমন সূর্য্যের; আমি তেমনি এক রামের, অন্য কাহারও নহি। সেই লোকনাথের প্রশংসিত বাহু উপধান করিয়া, আমি কোন্ লজ্জায় অন্য ব্যক্তির বাহু উপধান করিব। আত্মজ্ঞানী ব্রতস্নায়ী ব্রাহ্মণের বিদ্যার ন্যায়, আমি সেই ধরণীনাথেরই ভোগ্যা ভার্য্যা। রাবণ! তোমার মঙ্গল হউক; বন মধ্যে কামুকা করিণীকে যেমন হস্তীর নিকটে লইয়া যায়; রামের সহিত দুঃখকাতরা আমার তেমনি সম্মিলন করিয়া দাও। যদি নিজ অধিকার রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, এবং যদি আত্মীয় স্বজনের বেদনাজনক নিজ সংহার ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে পুরুষশ্রেষ্ঠ রামের সহিত বন্ধুতা করা তোমার কর্ত্তব্য। সকলেই জানে, রাম সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও শরণাগতবৎসল; যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাঁহার সহিত তোমার মৈত্রী সংস্থাপন হউক্। সেই শরণাগতবৎসলের কোপ শান্তি কর; ভক্তিভাবে আমাকে লইয়া গমন করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। এইরূপে যাইয়া রঘুশ্রেষ্ঠকে সমর্পণ করিলেই তোমার মঙ্গল হইবে; অন্যথা করিলে মহা বিপদে পতিত হইবে। পবিত্যক্ত বজ্র তোমাকে ছাড়িতে পারে। অন্তকও বহুকাল তোমাকে ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু লোকনাথ সেই রাম ক্রুদ্ধ হইলে তোমার ন্যায় ব্যক্তিকে কখনই ছাড়িবেন না। ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত বজ্রের গর্জ্জনের ন্যায়, তুমি রামের ধনুর্ম্মুক্ত বাণের মহৎ প্রতিনাদ সহকৃত শব্দ শ্রবণ করিবে। রাম লক্ষ্মণের নামাঙ্কিত, সুপর্ব্ব বাণ সকল, জ্বলিতমুখ সর্পগণের ন্যায় শীঘ্রই এই লঙ্কায় পতিত হইয়া এই নগরীর রাক্ষসদিগকে সংহার করিবে। এত বাণ পতিত হইবে, যে লঙ্কায় তিলার্দ্ধ মাত্র অবকাশ থাকিবে না।

গরুড় যেমন বেগে মহাসর্প সকল উত্তোলন করে, রামরূপী গরুড় তেমনি প্রধান প্রধান রাক্ষসরূপ সর্পদিগকে উত্তোলন করিবেন। বিষ্ণু যেমন ত্রিবিক্রম দ্বারা অসুরদিগের হস্ত হইতে সমুজ্জ্বল লক্ষ্মী উদ্ধার করিয়াছিলেন, আমার শত্রুবিঘাতী ভর্ত্তা তেমনি শীঘ্রই তোমার হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন। দগ্ধ জনস্থান, যে স্থানে রাক্ষস বল নিধন পাইয়াছিল, রাক্ষস, তুমি ক্ষমতাহীন বলিয়া সেই স্থানে এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছ। অধম! সেই দুই নরভ্রাতা মায়া মৃগের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত বহির্গত হইলে পর যখন তাঁহাদিগের আশ্রয় শূন্য পড়িয়াছিল, তুমি তখনই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আমাকে হরণ করিয়াছ। কুক্কুর যেমন শার্দ্দূলের, তুমি তেমনি রামলক্ষ্মণের গন্ধ পাইলে আর দর্শন পথে অবস্থিতি করিতে পারিতে না। তুমি এতাদৃশ দুর্ব্বল, তাঁহার সহিত যদি তোমার যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তোমার সহায় সম্পত্তির ও স্থিরতা দেখিতেছি না; অতএব বৃত্রাসুরের এক বাহু যেমন ইন্দ্রের দুই বাহুর দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল, তোমাকেও তেমনি পরাজিত হইতে হইবে। সূর্য্য যেমন অল্প জল আকর্ষণ করেন, আমার সেই স্বামী তেমনি লক্ষ্মণের সহায়ে, শীঘ্রই বাণ দ্বারা তোমার প্রাণ হরণ করিবেন।

তুমি কুবেরালয় কৈলাস পর্ব্বতে গমন কর, রাজা বরুণের সভাতেই বা যাও, কালহত মহা বৃক্ষ যেমন অশনির, তুমি তেমনি নিশ্চয়ই দাশরথির হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে।

দ্বাবিংশ সর্গ।

সীতার পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ প্রিয়দর্শনা সীতাকে অপ্রিয় বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, লোকে দৃষ্ট হইয়া থাকে, পুরুষ স্ত্রীকে যতই সান্ত্বনা করে, স্ত্রী ততই

পুরুষের প্রতি প্রসন্ন হয়, আমি কিন্তু তোমাকে যত প্রিয়-বাক্য বলিতেছি, তুমি ততই আমাকে তিরস্কার করিতেছ। তোমার উপর আমার ক্রোধ হইতেছে, কিন্তু সুসারথি অপথে ধাবিত অশ্ব সকলকে যেমন সংযত করিয়া রাখে, তোমার জন্য উৎপন্ন হইয়া কাম তেমনি ঐ ক্রোধকে নিবারণ করিয়া রাখি-তেছে। মনুষ্যদিগের পক্ষে কামই নিদারুণ; যাহাতে কাম পতিত হয়, সে ব্যক্তি ক্রোধের পাত্র হইলেও, তাহার প্রতি দয়া প্রায়ই জন্মিয়া থাকে। চারুবদনে! এই জন্যই, আমি তোমাকে বধ করিতেছি না, তুমি বধের ও অবমাননার যোগ্য পাত্র, অনর্থক তাপসীর ন্যায় সর্ব্ব ভোগ পরিত্যাগ করিয়াছ। মৈথিলি! তুমি আমাকে যে সকল পরুষ বাক্য বলিলে, তাহার প্রত্যেকটীর জন্যই তোমাকে নিষ্ঠুর রূপে বধ করা উচিত।

ক্রোধাবেগসম্পন্ন রাক্ষসরাজ বিদেহনন্দিনী সীতাকে এই কথা কহিয়া, পুনর্ব্বার কহিলেন আমি যে দুই মাসের সময় করিয়াছি, সেই দুই মাস পালন করিব। সুন্দরি! তাহার পর তোমাকে আমার শয্যায় আরোহণ করিতে হইবে। দুই মাস অতীত হইলে পর, যদি তুমি আমাকে স্বামী করিতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে পাচকেরা আমার প্রাতরাশার্থ তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে।

রাক্ষস রাজ এই প্রকারে জানকীকে ভৎর্সনা করিতে থাকিলে, সমভিব্যাহারিণী দেব গন্ধর্ব্ব কামিনী সকল ব্যথিত হইল; তাহাদিগের লোচনে জল আসিল। কেহ ওষ্ঠ, কেহ নেত্র, কেহ বা মুখ দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া রাক্ষসতিরস্কৃতা জানকীকে আশ্বস্ত করিতে লাগিল।

তাহাদিগের আশ্বাস পাইয়া সীতা নিজ সদাচার ও স্বামির বীর্য্যে বিশ্বাস হেতু গর্ব্বিত বাক্যে রাক্ষসরাজ রাবণকে কহি-লেন, বোধ হয় এই লঙ্কানগরীতে তোমার হিতকামনা করে, এরূপ কোন ব্যক্তি নাই, কারণ তাহা হইলে সে অবশ্যই

তোমাকে এই নিন্দিত কর্ম্ম হইতে নিবারণ করিত। আমি শচীপতির শচীর ন্যায়, ধর্ম্মাত্মা রামের ধর্ম্ম পত্নী; ত্রিলোকে তুমি ভিন্ন এমন দুরাত্মা কে আছে, যে আমাকে মনোদ্বারাও কামনা করে। রাক্ষসাধম! তুমি অতুল তেজস্বী রামের ভার্য্যাকে পাপ কথা কহিলে; অতএব কোন্ স্থান আছে যে তথায় গমন করিলে, পরিত্রাণ পাইবে। বন মধ্যে ঘটনা ক্রমে কদাচিৎ দর্পিত মাতঙ্গ এবং শশকও পরস্পর যুদ্ধার্থ মিলিত হইয়া থাকে; এস্থলে রামকে তেমনি মাতঙ্গ এবং তোমাকে নীচ শশক জ্ঞান করিতেছি। শশক সদৃশ তুমি যতক্ষণ রামের চক্ষে পতিত না হও, ততক্ষণই রঘুনাথ রামের নিন্দা করিতে পারিতেছ, ইহাতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না। তুমি কুভাবে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ, তথাপি তোমার এই কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ ক্রূর বিকৃত নয়নদ্বয় ভূমিতে নিপতিত হইতেছে না কেন। পাপাত্মন্! আমি সেই ধর্ম্মাত্মা রামের পত্নী এবং দশরথের পুত্রবধূ, আমাকে কু কথা কহিয়া তোমার জিহ্বাইবা পতিত হইতেছে না কেন। দশগ্রীব! আমার এমন তেজ আছে যে আমি তোমাকে ভস্ম করিতে পারি, তবে রামের আজ্ঞা নাই, আর তাপস ব্রত পালন করিতেছি, এই জন্যই তোমাকে ভস্ম করিলাম না; তুমি কখনই সেই ধীমান্ রামের নিকট হইতে আমাকে হরণ করিতে পারিতে না; নিশ্চয় জানিবে, তোমার বধের নিমিত্ত বিধাতাই এই ঘটনা ঘটাইয়াছেন। তুমি বীর এবং কুবেরের ভ্রাতা; বলেও তুমি বিলক্ষণ পরিপুষ্ট, কোন্ লজ্জায় রামের অসাক্ষাতে তাঁহার ভার্য্যা চুরি করিলে।

সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাক্ষসাধিপতি রাবণ লোচনদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া জনকনন্দিনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণ দেখিতে নীল মেঘের সদৃশ; তাঁহার বাহু ও গ্রীবা দীর্ঘ ও বিশাল; গমন সিংহের ন্যায় বল সহকৃত; জিহ্বা

ও লোচন দীপ্ত ও তীব্র; মুকুটের অগ্রভাগ বিচলিত হইতেছিল; আকৃতি অতি উন্নত। কণ্ঠে বিচিত্র মালা ও অঙ্গে বিবিধ অনুলেপন, শ্রীমান্ রক্ত মাল্য, রক্ত বস্ত্র ও সমুজ্জ্বল অঙ্গদ ভূষণ ধারণ করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ চন্দ্রক সদৃশ কটিসূত্রে তাঁহার কটিদেশ সুন্দর রূপে বেষ্টিত ছিল; বোধ হইতেছিল যেন অমৃত মন্থনকালে মন্দর ভুজঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে। রাক্ষসেশ্বর দুই স্থূল বাহু দ্বারাও, দুই শৃঙ্গ দ্বারা মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। বাল সূর্য্য সঙ্কাশ দুই কুণ্ডল তাঁহার ভূষা সম্পাদন করিতেছিল, তাহাতে বোধ হইতেছিল যেন, কোন পর্ব্বত দুই রক্ত পল্লব ও রক্ত পুষ্প ধারী অশোকবৃক্ষে শোভিত হইয়াছে। তিনি সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষ ও বসন্তের ন্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন; কিন্তু ভূষিত হইলেও শ্মশান ও চৈত্য বৃক্ষের ন্যায় তাঁহাকে দেখিয়া ভয় হইতেছিল।

এতাদৃশ রাবণ ক্রোধে নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া সীতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সীতাকে কহিলেন, তুমি যে ব্রত পালন করিতেছ, ইহার কোন প্রয়োজনই নাই, এবং ইহা অনীতিসম্পন্ন, অতএব সূর্য্য যেমন প্রাতঃসন্ধ্যাকালীন অন্ধকার নাশ করেন, তেমনি তোমাকে আজ নাশ করিব।

শত্রুদিগের ভয়ঙ্কর রাজা রাবণ মৈথিলীকে এইপ্রকার কহিয়া পরে ঘোরদর্শনা রাক্ষসীদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল রাক্ষসীর কাহারও এক চক্ষু, কাহারও এক কর্ণ, কাহারও কর্ণ প্রাবারসদৃশ, কাহারও গোসদৃশ কর্ণ, কাহারও হস্ত সদৃশ কর্ণ, কাহারও কর্ণ লম্বমান, কাহারও কর্ণ নাই; কেহ হস্তি-পদী, কেহ অশ্বপদী, কেহ গোপদী, কাহারও পাদে অত্যন্ত চুল, কেহ একাক্ষী; কেহ একপাদী, কেহ স্থূলপাদী, কাহারও পাদ নাই। কাহারও মস্তক ও গ্রীবা সাধারণ প্রমাণের অতিরিক্ত, কাহারও কুচ ও উদরের প্রমাণ অসাধারণ। কাহারও বদন ও

নেত্রের প্রমাণ অতিরিক্ত। কাহারও জিহ্বা ও নখ দীর্ঘ। কাহারও নাসিকা নাই। কাহারও মুখ সিংহমুখের ন্যায়, কাহারও মুখ গোমুখের ন্যায়, কাহারও মুখ শূকরমুখের ন্যায়।

এতাদৃশী রাক্ষসীদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, রাক্ষসরাজ আদেশ করিলেন, রাক্ষসীগণ! সীতা যাহাতে শীঘ্র আমার বশবর্ত্তিনী হয়, তোমরা প্রত্যেকে বা একত্রিত হইয়া তদ্বিষয়ে চেষ্টা কর। প্রতিকূল ব্যবহারেই হউক্, আর অনুকূল ব্যবহারেই হউক্, সামদান দ্বারাই হউক্, আর ভেদ দ্বারাই হউক্, কিম্বা দণ্ডের উদ্যোগ করিয়াই হউক্, সীতাকে আমার প্রতি নত কর।

রাক্ষসরাজ বার বার এই প্রকার আদেশ করিয়া, কাম ও ক্রোধে ব্যাপ্তদেহ হইয়া জানকীর প্রতি গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধান্যমালিনী নামে রাক্ষসী সত্বর দশগ্রীবের নিকট গমন করত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, মহারাজ! আমার সহিত বিহার কর; এই সীতাতে তোমার প্রয়োজন কি? রাক্ষসেশ্বর! সীতা বিবর্ণা, দীনা, এবং মানুষী। মহারাজ! তুমি বাহুবলে যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তু আহরণ করিয়াছ, নিশ্চয়ই দেবগণ ইহার অদৃষ্টে সে সকল লিখেন নাই। যে স্ত্রী ইচ্ছা না করে, যে পুরুষ তাহাকে ইচ্ছা করে তাহার শরীর দগ্ধ হইতে থাকে; আর অভিলাষিণী কামিনীকে যে কামনা করে, তাহার অত্যুৎকৃষ্ট আনন্দ জন্মে।

রাক্ষসী এই বলিয়া, বলবান্ রাবণকে অন্যত্র লইয়া গেল; মেঘসঙ্কাশ রাক্ষস তখন হাসিতে হাসিতে নিবৃত্ত হইল। দশগ্রীব মেদিনী কম্পিত করিয়া চলিয়া গেল এবং প্রজ্বলিত ভাস্কর প্রেক্ষ্য ভবনে প্রবেশ করিল। অনুগামিনী দেব গন্ধর্ব্ব কন্যা ও নাগ কন্যা সকল তখন দশগ্রীবকে বেষ্টন করিয়া উৎকৃষ্ট ভবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

রাবণ ধর্ম্মপরায়ণা অবিচলিতা কম্পমানা সীতাকে ভৎসনা

ও পরিত্যাগ করিয়া, মদনে মোহিত হইয়া, নিজ ভবন মধ্যেই প্রবেশ করিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

শত্রুজনের ভয়ঙ্কর রাজা রাবণ সীতাকে উক্তপ্রকার কহিয়া এবং রাক্ষসীদিগের সকলকে উক্ত প্রকার আদেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাক্ষসরাজ প্রস্থান ও অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলে পর, পূর্ব্বোক্ত ভীষণ রূপা রাক্ষসী সকল ধাবিত হইয়া সীতার নিকটেই গমন করিল। রাক্ষসী সকল ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া সীতার নিকট গমন করিয়া নিরতিশয় পরুষ বাক্যে বিদেহ নন্দিনীকে কহিল, সীতে! পুলস্ত্যনন্দন লোকশ্রেষ্ঠ দশগ্রীব মহাত্মা রাবণের পত্নী হইবে, তুমি ইহা ভাগ্য জ্ঞান করিতেছ না। অনন্তর একজটা নামে রাক্ষসী ক্রোধে লোচন দ্বয় আরক্তিম করিয়া করপরিমিতোদরী সীতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ব্রহ্মার মানস পুত্র ছয় প্রজাপতির মধ্যে যিনি চতুর্থ প্রজাপতি, লোকে জ্ঞাত আছে, তাঁহার নাম পুলস্ত্য। পুলস্ত্যের মানস পুত্র যে তেজস্বী মহর্ষি, তাঁহার নাম বিশ্রবা; তাঁহারও প্রভা প্রজাপতিগণের সদৃশ। হে বিশাললোচনে! শত্রুজনের ভয়ঙ্কর রাবণ সেই বিশ্রবার পুত্র। সেই রাক্ষসেন্দ্রের পত্নী হওয়া তোমার উপযুক্ত। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী! আমি যে বাক্য বলিলাম, তুমি তাহা অনুমোদন করিতেছ না কেন?

তদনন্তর বিড়ালসদৃশলোচনা হরিজটা নামে রাক্ষসী ক্রোধ পূর্ব্বক নয়ন ঘূর্ণিত করিয়া কহিল, যিনি ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতা এবং দেবরাজকে নিঃশেষে পরাজয় করিয়াছেন, সেই রাক্ষসেন্দ্রের ভার্য্যা হওয়া তোমার উচিত। তাঁহার বীর্য্য অতি প্রভূত; তিনি শূর, সংগ্রামে কখনই পরাঙ্মুখ হন না; আর তিনি বলবান ও বীর্য্যশালী, তুমি তাঁহার ভার্য্যা হইতে অভিলাষিণী

হইতেছ না কেন? মহাবল রাজা রাবণ সকল ভার্য্যার অপেক্ষা সৌভাগ্যশালিনী পরমাদৃতা প্রিয় ভার্য্যা মন্দোদরীকেও ত্যাগ করিয়া তোমার উপাসনা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। রাবণের অন্তঃপুর সহস্র সহস্র স্ত্রী জনে অতি সমৃদ্ধিশালি এবং নানা রত্নে পরিপূরিত, তিনি তাদৃশ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া তোমার উপাসনা করিলেন।

বিকটা নামে আর এক রাক্ষসী কহিল, যিনি ভীষণ বীর্য্য দ্বারা বার বার সমরে নানা গন্ধর্ব্ব ও দানবদিগকে নিঃশেষে পরাজিত করিয়াছেন, তিনি তোমার পার্শ্বে উপস্থিত। অধমে! সেই সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন রাক্ষসেন্দ্র মহাত্মা রাবণের ভার্য্যা হইতে তোমার ইচ্ছা হইতেছে না কেন?

অনন্তর দুর্ম্মুখী নামে রাক্ষসী তাঁহাকে কহিল, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য তাপ দান করেন না, এবং বায়ু প্রবাহিত হন না, হে আকর্ণলোচনে! তুমি তাঁহার বশবর্ত্তিনী হইতেছ না কেন? যাহার ইচ্ছা হইলেই তরুগণ ভয়ে পুষ্পবৃষ্টি এবং শৈলগণ ও মেঘ সকল জল ত্যাগ করিয়া থাকে, ভামিনি! সেই রাজরাজ রাক্ষসরাজ রাবণের ভার্য্যা হইতে তোমার মন হইতেছে না কেন? দেবি ভামিনি! আমরা যথার্থই তোমাকে ভাল কথাই কহিতেছি, চারুহাসিনি! তুমি আমাদিগের কথা গ্রাহ্য কর; নতুবা থাকিবে না।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অনন্তর ঐ সমস্ত বিকৃতানন রাক্ষসী সকলে একত্রিত হইয়া পরুষবাক্যের অনুচিতা সীতাকে পরুষ বাক্যে অপ্রিয় বলিতে লাগিল, সীতে! সর্ব্বপ্রাণীর মনোহর মহামূল্য শয্যা সমন্বিত অন্তঃপুরে বাস করিবে, ইহাতে তোমার মন হইতেছে না কেন? মানুষি! মানুষের ভার্য্যা হওয়াকেই তুমি বহু জ্ঞান করিতেছ।

রাগ হইতে মনকে নিবৃত্ত কর ; যাহা মনে ভাবিয়াছ, তাহা কখনই সিদ্ধ হইবে না। রাক্ষসেশ্বর রাবণ ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতেছেন, তুমি স্বামিরূপে তাঁহার সহবর্ত্তিনী হইয়া যথা সুখে বিহার কর। সুন্দরি! তুমি মানুষী, সেই জন্য, রাম রাজ্যভ্রষ্ট, অসিদ্ধকার্য্য এবং বিধুর হইলেও, সেই রামকেই কামনা করিতেছ।

পদ্মসদৃশলোচনা সীতা রাক্ষসীদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন, তোমরা সকলে একবাক্য হইয়া এই যে কথা কহিতেছ, ইহা লোক বিরুদ্ধ ; সুতরাং পাপ-জনক বলিয়া ইহা আমার মনে স্থান পাইতেছে না। মনুষ্যের কন্যা রাক্ষসের ভার্য্যা হইতে পারে না। ইচ্ছা হয়, তোমরা সকলে আমাকে খাইয়া ফেল, তোমরা যাহা বলিতেছ, আমি তাহা করিতে পারিব না। দীনই হউন, রাজ্যহীনই বা হউন, যিনি আমার ভর্ত্তা, তিনিই আমার গুরু। সুবর্চ্চলা যেমন সূর্য্যের, আমি তেমনি তাঁহার নিত্য অনুবর্ত্তিনী। যেমন মহাভাগা শচী শক্রের, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের, রোহিণী চন্দ্রের, লোপামুদ্রা অগস্ত্যের ; সুকন্যা চ্যবনের, সাবিত্রী সত্যবানের, শ্রীমতী কপিলের, মদয়ন্তী সৌদাসের, কেশিনী সগরের এবং ভীমনন্দিনী দময়ন্তী স্বামি নলের নিয়ত অনুবর্ত্তিতা করিতেন ; তেমনি আমি ইক্ষ্বাকুশ্রেষ্ঠ রামের অনুব্রতা।

রাবণাদিষ্টা রাক্ষসী সকল সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া পরুষ বাক্যে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। হনুমান্ মূকভাবে শিংশপাবৃক্ষে প্রচ্ছন্ন ছিলেন, রাক্ষসীরা সীতাকে যে ভৎর্সনা করিল, বানর সমুদায় শ্রবণ করিলেন। রাক্ষসী সকল কম্পিত-কলেবরা সীতার নিকট-বর্ত্তিনী হইয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক, প্রলম্বিত প্রদীপ্ত ওষ্ঠপুট লেহন করিতে লাগিল। এবং নিরতি ক্রুদ্ধ হইয়া পরশু উত্তোলন করিয়া কহিল, এ রাক্ষসরাজ রাবণকে স্বামী পাইবার উপযুক্ত নহে।

ভীষণ রাক্ষসীগণ উক্ত প্রকারে ভর্ৎসনা করিতে থাকিলে, রমণীরত্ন সীতা বাষ্পবারি মার্জ্জন করিতে করিতে ঐ শিশংপার নিকটেই আসিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষসীগণে বেষ্টিত হইয়া বিশালাক্ষী সীতা ঐ শিংশপাতলেই আগমন করিয়া শোকে নিমগ্ন হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঐ সকল ভয়ানক রাক্ষসী চারিদিক্ হইতে কৃশা, দীনবদনা, মলিনাম্বরধারিণীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অনন্তর ভীষণদর্শনা কুপিতমূর্ত্তি অতি নিম্নোদরী করালা বিনতা নামে রাক্ষসী কহিল, তুমি যে স্বামির প্রতি প্রণয় প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা যথেষ্টই হইয়াছে। কিন্তু ভদ্রে! অতিশয় সকল বিষয়েই দুঃখের নিমিত্ত হইয়া থাকে। তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক্; মানুষের যেরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য, তাহা অবিকলই করা হইয়াছে। এক্ষণে আমিও তোমাকে হিত বাক্য বলিতেছি, মৈথিলি! তুমি আমার বাক্য রক্ষা কর। তুমি সর্ব্ব রাক্ষসের অধিপতি রাবণকে স্বামি ভাবে ভজনা কর। তিনি সুরেশ্বর বাসবের ন্যায় বিক্রম সহকারে শত্রুর অভিমুখীন হইয়া থাকেন; অথচ দক্ষিণ, দানশীল ও সকলের প্রতি প্রিয়ভাষী। রাম মানুষ, তাহাতে আবার নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে; তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া রাবণকে আশ্রয় কর। বিদেহনন্দিনি! তুমি দিব্য অঙ্গরাগ ধারণ করিয়া ও দিব্য আভরণে ভূষিত হইয়া, সুন্দরি! আজি অবধি, অগ্নির স্বাহা এবং ইন্দ্রের শচীর ন্যায় সকল লোকের ঈশ্বরী হও। বৈদেহি! দুরবস্থায় পতিত হইয়া রামের আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে; রামে তোমার প্রয়োজন কি? আমি এই যে কহিলাম, তুমি যদি ইহা না কর, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই আমরা সকলে তোমাকে ভক্ষণ করিব।

বিকটা নামে লম্বিতস্তনী আর এক রাক্ষসী কুপিত হইয়া মুষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক তর্জ্জন করিয়া কহিল, দুর্ব্বুদ্ধে মৈথিলি!

তুমি অনেক অযোগ্য বাক্য বলিয়াছ, তুমি অতি ক্ষুদ্র বলিয়াই কেবল দয়া করিয়া সে সকল সহ্য করা হইয়াছে। কিন্তু তুমি যে আমাদিগের কালোচিত হিত বাক্য শ্রবণ করিতেছ না, ইহা তোমার পক্ষে ভাল হইতেছে না, মৈথিলি! তোমাকে সমুদ্রের পারে আনয়ন করা হইয়াছে; এ স্থানে অন্যে আসিতে পারে না। তাহাতে আবার তুমি রাবণের ঘোর অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছ। রাবণের গৃহে রুদ্ধ আছ, এবং আমরা তোমার রক্ষায় নিযুক্ত আছি; সাক্ষাৎ পুরন্দরও তোমাকে উদ্ধার করিতে পারেন না। মৈথিলি! আমি তোমাকে হিত কথাই কহিতেছি, তুমি আমার কথা রক্ষা কর। অশ্রু বিসর্জ্জন করিবার প্রয়োজন করে না, অনর্থক শোক পরিত্যাগ কর; প্রণয়বতী হইয়া আনন্দ অনুভব কর, নিয়ত দীনভাব পরিত্যাগ কর। সীতে! রাক্ষসরাজের সহিত যথাসুখে বিহার কর। ভীরু! আমরা জানি, স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থির, এই জন্যই বলিতেছি, যৌবন না যাইতেই সুখ প্রাপ্ত হও। হে মত্ত-খঞ্জন-লোচনে! তুমি মনোরম উদ্যান ও পর্ব্বতের উপবন সকলে রাক্ষসরাজের সহিত বিচরণ কর। মৈথিলি। তুমি সর্ব্ব রাক্ষসের অধিপতি রাবণকে স্বামী রূপে ভজনা কর, আমি যাহা বলিতেছি, তুমি যদি তাহা না কর, তাহা হইলে আমরা তোমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিব।

অনন্তর ক্রূরদৃষ্টি চণ্ডোদরী নামে রাক্ষসী মহৎ শূল ভ্রমণ করাইয়া কহিল, আমার গর্ভাবস্থা; এই অবস্থায় যে পর্য্যন্ত আমি দর্শন করিয়াছি যে, রাবণ এই ত্রাস জন্য কম্পিত-পয়োধরা মৃগশাবকলোচনাকে হরণ করিয়াছে, সেই পর্য্যন্তই আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি ইহার যকৃৎ, প্লীহা, ভুজান্তর ভাগ, নাড়ীবন্ধন সহিত হৃৎপিণ্ড, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ও মস্তক ভক্ষণ করি।

অনন্তর প্রঘসা নামে রাক্ষসী বলিল, আর বিলম্ব কেন, আমি ইহার গলা টিপিয়া ধরি, তাহার পর তোমরা গিয়া রাজাকে

সংবাদ দেও, সেই মানুষী মরিয়া গিয়াছে। কোন সন্দেহই নাই, তখন রাজা বলিবেন, তাহাকে খাইয়া ফেল।

অনন্তর অজামুখী নামে রাক্ষসী বলিল, বিবাদ আমার ভাল লাগে না; ইহাকে কর্ত্তন করিয়া সমান সমান খণ্ড কর; তাহার পর সকলে সমান ভাগ করিয়া লইব, শীঘ্র মদ্য ও বিবিধ বহুতর মাল্য আনয়ন কর।

অনন্তর শূর্পণখা নামে রাক্ষসী বলিল, অজামুখীর যে কথা আমারও সেই মত, শীঘ্র সর্ব্ব শোক নিবারণী সুরা আনয়ন কর। মানুষের মাংস খাইয়া আমরা দেবী নিকুম্ভিলার নিকটে গিয়া নৃত্য করিব।

বিকৃতরূপা রাক্ষসী সকল এই প্রকারে নিরতিশয় ভর্ৎসনা করিতে থাকিলে, দেবকন্যাসদৃশী সীতা ধৈর্য্য ত্যাগ করিয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

ঐ সকল বিকটাকারা রাক্ষসী নিদারুণ বিবিধ কটু কথা কহিতে থাকিলে, জনকনন্দিনী রোদন করিতে লাগিলেন। উহারা ঐ প্রকার বলিলে মনস্বিনী বিদেহনন্দিনী নিরতিশয় ভীত হইয়া বাষ্প গদ্‌গদ বচনে কহিলেন, মানুষী কখন রাক্ষসের ভার্য্যা হইতে পারে না। ইচ্ছা হয়, তোমরা আমাকে খাইয়া ফেল, আমি তোমাদিগের কথা রক্ষা করিব না।

একে রাবণ তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আবার ঐ সকল রাক্ষসীদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়া সুরসুতাসদৃশী সীতা শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন। বন মধ্যে ব্যাঘ্রাক্রান্তা যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায়, যেন নিজে নিজের শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, অধিকতর কম্পিত হইতে থাকিলেন। অশোক বৃক্ষের প্রকাণ্ড পুষ্পিত

শাখা অবলম্বন করিয়া শোক ভরে ভগ্ন মনে স্বামীকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। নয়ন-বারি-ধারায় স্থূল পয়োধর-যুগল প্লাবিত হইতে থাকিল, চিন্তা করিয়া তৎকালে শোকের অন্ত পাইলেন না। ঝঞ্ঝাবাতে কদলীর ন্যায় পতিত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। রাক্ষসীদিগের ভয়ে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার বদন বিবর্ণ হইল। কলেবর কম্পিত হওয়াতে, তাঁহার বিপুল দীর্ঘ বেণীও কম্পিত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন সর্পিণী ইতস্ততঃ বিসর্পণ করিতেছে।

মিথিল-রাজনন্দিনী শোকে জ্ঞান শূন্য ও দুঃখভরে কাতর হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুমোচন, এবং হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা আমার শ্বশ্রূ কৌশল্যে! সুমিত্রে! এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, লোকে যে পণ্ডিতদিগের বাক্য প্রচলিত আছে, তাহা সত্যই বটে; স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, কাল পূর্ণ না হইলে উভয়ের পক্ষেই মৃত্যু দুর্লভ। তাহা না হইলে আমি রাম বিরহিণী এবং এই সকল ক্রূর রাক্ষসী কর্তৃক পীড়িত হইয়াও কি মুহূর্ত্তমাত্র জীবিত থাকিতাম। আমার পুণ্য অতি স্বল্প; সমুদ্র মধ্যে বায়ুবেগে আহত হইয়া ভার-পূর্ণা নৌকা যেমন মগ্ন হয়; আমাকে তেমনি দীন হীনা অনাথার ন্যায় জীবন হারাইতে হইল। স্বামীর দর্শন পাইতেছি না, তাহাতে আবার রাক্ষসীগণের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি, সুতরাং আমাকে বারিবেগভগ্ন নদীকূলের ন্যায় শোকে অবসন্ন হইতে হইতেছে। সেই যে আমার পদ্মপলাশলোচন সত্যবাদী কৃতজ্ঞ নাথ সিংহ বিক্রমে গমন করেন, যাহারা তাঁহাকে দর্শন করিতেছে, তাহারাই ধন্য! তীক্ষ্ণ বিষ পান করিয়া জীবিত থাকা যেমন দুর্ঘট, সেই যশস্বী রামের বিরহে আমারও জীবন তেমনি সম্পূর্ণ অসম্ভাবিত হইয়াছে। না জানি, পূর্ব্ব জন্মে কি মহা-পাতকই করিয়াছিলাম, তাহাতেই এই নিদারুণ ঘোর মহা দুঃখ ভোগ করিতেছি! অতি শোকে আচ্ছন্ন হইয়া জীবন

ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু পারিতেছি না, রাক্ষসী সকল আমার রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছে, অথচ রামকেও প্রাপ্ত হইতেছি না। পরবশ মনুষ্যজন্মে ধিক্! নিজের ইচ্ছা হইলেও মনুষ্য জীবন ত্যাগ করিতে পারে না।

ষড়বিংশ সর্গ।

এই কথা বলিতে বলিতে জনকনন্দিনীর মুখমণ্ডল অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল। বালা অধোবদনে পুনর্ব্বার বিলাপ করিতে লাগিলেন। বড়বার ন্যায় ভূমিতে পতিত ও বিলুণ্ঠিত হইয়া শোক করিতে থাকিলেন বোধ হইল যেন তাঁহার ভূতাবেশ হইয়াছে; যেন তিনি উন্মত্ত হইয়াছেন; যেন তাঁহার চিত্তভ্রম জন্মিয়াছে। আমি রামের ভার্য্যা, কামরূপী রাক্ষস মারীচ রামকে ভুলাইয়া স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছিল, এই অবসর পাইয়া রাবণ বলপূর্ব্বক আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে; তৎকালে আমি উচ্চৈঃস্বরে কতই ক্রন্দন করিয়াছি! এক্ষণে রাক্ষসীদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি, তাহারা আমাকে নিদারুণ ভর্ৎসনা করিতেছে, আমি নিরতি দুঃখে কাতর হইয়া শোকে নিমগ্ন হইয়াছি। অতএব জীবিত থাকিতে আর আমার ইচ্ছা নাই। যখন মহারথ রাম বিরহিণী হইয়া আমাকে রাক্ষসীদিগের মধ্যে বাস করিতে হইয়াছে, তখন অর্থ, ভূষণ কি জীবন, কিছুতেই আমার প্রয়োজন নাই। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, না হয় অজর ও অমর, সেই জন্যই এত দুঃখেও বিদীর্ণ হইতেছে না। আমি যখন সেই রামের বিরহে এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারিয়াছি, তখন আমার জীবন পাপে পূর্ণ এবং অনার্য্যা ও অসতী আমাকে ধিক্। আমি নিশাচরকে কামনা করিব? নিশাচর রাবণকে আমি বামচরণ দ্বারাও স্পর্শ করি না। সে কামমোহে মোহিত বলিয়াই জানিতে

পারিতেছে না, যে, আমি অস্বীকার করিতেছি। আপনি কিরূপ ব্যক্তি, কিরূপ কুলেই বা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও ভাবিতেছে না; কুটিল স্বভাব বশতঃ আমাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছে। আর অধিক বকিতেছ কেন; তোমরা আমাকে ছিন্নই কর, ভগ্নই কর, চূর্ণই কর, অগ্নিতে দগ্ধই কর, আর দাহই কর, আমি রাবণকে ভজনা করিব না। রাঘব বিজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়ালু, এবং সংস্বভাব বলিয়া বিখ্যাত, তথাপি যে নির্দ্দয় হইয়াছেন, বোধ হইতেছে সে কেবল আমারই অদৃষ্ট দোষে। যিনি একাকীই জনস্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বিনাশ করিয়াছেন, তিনি কি আমাকে উদ্ধার করিবেন না? রাবণ আমাকে রুদ্ধ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বল অতি সামান্য। আমার স্বামী নিশ্চয়ই তাহাকে সংগ্রামে সংহার করিতে পারেন। দণ্ডকারণ্যে রাক্ষসপ্রধান বিরাধ রামের হস্তে নিধন পাইয়াছে, সেই রাম কি আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন না। সমুদ্রে অবস্থিত লঙ্কাতে আগমন করা দুঃসাধ্য সত্য, কিন্তু এস্থানে রামের বাণের গতি রোধ হইবে না। রামের পরাক্রম অতি দৃঢ়; আমিও তাঁহার প্রেয়সী ভার্য্যা, আমাকে রাক্ষসে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে, তথাপি যে রাম আমাকে উদ্ধার করিতেছেন না, ইহার কারণই বা কি? আমি যে এস্থানে রহিয়াছি, বোধ হইতেছে, লক্ষ্মণাগ্রজ তাহা জানিতে পারেন নাই; জানিলে কি সেই তেজস্বী অবমাননা সহ্য করিতেন? আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে, এই সংবাদ যিনি তাঁহাকে প্রদান করিতে পারিতেন, সেই গৃধ্ররাজকেও রাবণ সংগ্রামে সংহার করিয়াছে। জটায়ু অতি মহৎ কার্য্যই করিয়াছিলেন; তিনি বৃদ্ধ হইলেও আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া রাবণবধার্থ উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন। আমি এই স্থানে রহিয়াছি, রাঘব যদি ইহা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে অদ্যই বাণ দ্বারা পৃথিবীকে অরাক্ষস করিতেন, লঙ্কা পুরী দগ্ধ করিতেন; মহা-

সমুদ্রও দগ্ধ করিতেন। নীচ রাবণেরও নাম এবং কীর্ত্তি নাশ করিতেন। তাহা হইলেই নিহতভর্ত্তৃকা রাক্ষসীদিগের গৃহে গৃহে আমি যেমন রোদন করিতেছি, এই রূপ রোদন ধ্বনি হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাম অন্বেষণ করিয়া লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে লঙ্কাকে অবশ্যই এই প্রকার করিবেন; তাঁহাদিগের দুই জন দেখিতে পাইলে শত্রু মুহূর্ত্ত মাত্রও জীবিত থাকিতে পারে না। শীঘ্রই লঙ্কা শ্মশানের সমান হইবে; চিতার ধূমে লঙ্কার পথ সকল আকুল, এবং গৃধ্র সমূহে লঙ্কা ব্যাপ্ত হইবে। অবিলম্বেই আমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইবে। তোমরা সকলে যে ইহা বুঝিতে পারিতেছ না, ইহাই তোমাদিগের পক্ষে অমঙ্গল চিহ্ন। লঙ্কায় যেপ্রকার দুর্নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, যে, অচির কাল মধ্যেই ইহার প্রভা নষ্ট হইবে। নিশ্চয়ই রাক্ষসরাজ পাপ রাবণ নিহত হইলে পর, দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কা বিধবা কামিনীর ন্যায় শুষ্ক হইবে। আজ যে লঙ্কায় বিবিধ পবিত্র উৎসব হইতেছে, অধিপতি ও রাক্ষসগণ নিহত হইলে পর, এই লঙ্কাই মৃতভর্ত্তৃকা অঙ্গনার ন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত হইবে। নিশ্চয়ই আমি অনতি দীর্ঘ কাল মধ্যেই শ্রবণ করিব, গৃহে গৃহে রাক্ষস কন্যা সকল দুঃখে কাতর হইয়া রোদন করিতেছে। আমি রাক্ষসের আলয়ে রহিয়াছি, রাম যদি এ সংবাদ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে রামের বাণে দগ্ধ হইয়া লঙ্কানগরী অন্ধকারে হত-প্রভ হইবে এবং ইহার প্রধান প্রধান রাক্ষস সকল নষ্ট হইবে। নৃশংস অধম রাবণ যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল, তাহা ত উপস্থিত প্রায়। দুষ্ট স্থির করিয়াছে, এই সময়ে আমাকে সংহার করিবে। পাপাচারী রাক্ষসদিগের অকার্য্য বোধ নাই। অধর্ম্ম হেতু এক্ষণে মহা উৎপাত উপস্থিত হইবে। মাংসাশী রাক্ষসদিগের ধর্ম্ম জ্ঞান নাই। রাক্ষস নিশ্চয়ই আমাকে প্রাতরাশার্থে পাক করিবে; প্রিয় দর্শন রাম আমার নিকটে নাই, আমিই বা কি করিতে

পারিব। আজ যদি এই স্থানে কেহ আমাকে বিষ দান করিতে পারে, তাহা হইলে আমি, পতির বিরহে, দেব রবিনন্দনের সাক্ষাৎকার করিতে পারি! রক্তিমলোচন রামকে না দেখিয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি, এতাদৃশী হইয়া আমি যে জীবিত রহিয়াছি, ভরত-পূর্ব্বজ রাম তাহা জানিতে পারেন নাই। জানিলে যে রাম লক্ষ্মণ পৃথিবী মধ্যে অবশ্যই আমার অন্বেষণ করিতেন। অথবা সেই লক্ষ্মণাগ্রজ আমারই শোকে ধরণীতলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করিয়া থাকিবেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণই ধন্য, যাঁহারা আমার রাজীবলোচন বীর রামকে দর্শন করিতেছেন! অথবা ধর্ম্ম-কামীরই ভার্য্যার প্রয়োজন থাকে; রাম ধর্ম্মকামী নহেন, তিনি আত্মজ্ঞানী, অতএব জীবন্মুক্ত, রাজর্ষি, সেই জন্যই ভার্য্যাকে প্রয়োজনীয় বোধ করিতেছেন না। কিম্বা পাত্র নিকটে থাকিলেই তাহার প্রতি প্রণয় জন্মে; দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে আর সে প্রণয় থাকে না; কিন্তু কৃতঘ্নেরাই প্রণয় বিসর্জ্জন করিতে পারে, রাম ত কখন প্রণয় ধ্বংস করিতে পারিবেন না। আমাতে কি এত দোষই আছে; না আমার সৌভাগ্যই ক্ষয় পাইয়াছে, সেই জন্য সীতাভামিনীক, উৎকৃষ্ট বস্তুভোগেরই উপযুক্ত পাত্র রাম হইতে আমাকে বিযুক্ত হইতে হইল। অক্ষুণ্ণ সুচরিত্র সম্পন্ন শূর শত্রুসংহারী রামের সহিত বিয়োগ প্রাপ্ত হইলে জীবন হইতে মরণই আমার মঙ্গল। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা হয়ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফল মূলাহারী মুনি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতে-ছেন। অথবা দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ ছল প্রয়োগ করিয়া রাম লক্ষ্মণ দুই শূর ভ্রাতাকে নিপাতিত করিয়াছে। এতাদৃশ অবস্থায় আমি সর্ব্বান্তঃকরণে মরিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু এই অতি প্রবৃদ্ধ দুঃখ সময়েও বিধাতা আমার অদৃষ্টে মৃত্যু লিখেন নাই। যে সকল মহাত্মা মুনি ব্রহ্মের সহিত অভেদ

ভাব উপলব্ধি করিয়া চিত্ত জয় মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছেন, নিশ্চয় তাঁহারাই ধন্য। তাঁহাদিগের প্রিয় কেহও নাই, অপ্রিয়ও কেহ নাই। প্রিয়ের সহিত বিয়োগ হইলে দুঃখ হয়; অপ্রিয়ের সহিত যোগ হইলে আবার ততোধিক দুঃখ জন্মে; যাহাদিগের সেই প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই নাই, আমি সেই মহাত্মাদিগকে নমস্কার করি।

যাহা হউক, সুপ্রতিষ্ঠ রাম যখন আমাকে ত্যাগ করিলেন, তখন আমি পাপ রাবণের বশবর্ত্তিনী হইয়া নস্তোষ সহকারেই মরিতে পারিব।

সপ্তবিংশ সর্গ।

সীতা ক্রোধ মূর্চ্ছিতা রাক্ষসীদিগকে এইরূপ ভয়ানক বাক্য বলিলে পর, কতিপয় রাক্ষসী দুরাত্মা রাবণকে ঐ কথা জানাইবার নিমিত্ত গমন করিল। অনন্তর ভীষণ দর্শনা রাক্ষসীগণ সীতার সন্নিকটে আসিয়া, সকলে এক বাক্য হইয়া পুনর্ব্বার অনর্থকর নিদারুণ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল, রে দুষ্টে পাপ নিশ্চয়ে সীতে! আজ এখনই রাক্ষসী সকল তোমার এই মাংস যথাসুখে আহার করিবে। ঐ সমস্ত ক্রূর রাক্ষসী সীতার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, ইতি মধ্যে ত্রিজটা নামে বৃদ্ধা রাক্ষসী জাগরিত হইয়া, ঐ ব্যাপার দর্শন করিয়া কহিল, অনার্য্যাগণ! তোমরা আপনাদিগকে খাইবে। জনকের দুহিতা ও দশরথের স্নেহের পুত্রবধূ সীতাকে খাইতে হইবে না। আমি আজ অতি দারুণ লোমহর্ষজনক স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহাতে রাক্ষসকুলের নাশ এবং ইহার স্বামীর মঙ্গল সূচনা করিতেছে।

ক্রোধমূর্চ্ছিতা রাক্ষসী সকল ত্রিজটার এই কথা শুনিয়া, সকলেই ভীত হইয়া ত্রিজটাকে কহিল, তুমি রাত্রিতে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ বল। ঐ সকল রাক্ষসীর মুখ বিনির্গত বাক্য